এইচএসসি

বিএমটি

গাইড বই

এইচএসসি বিএমটি

বাংলা -০২ সাজেশন

(নতুন সিলেবাস অনুযায়ী)

অপরিচিতা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লেখক পরিচিতি:

নাম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ৭ মে,১৮৬১;২৫শে বৈশাখ ১২৬৮

জন্মস্থল : কলকাতার জোড়াসাকোর ঠাকুর পরিবারে,পিরালি ব্রাহ্মণ বংশে

পিতার নাম : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাতার নাম : সারদা দেবী

দাদার নাম : দ্বারকানাথ ঠাকুর

ছদ্মনাম:ভানুসিংহ

গীতাঞ্জলী প্রকাশিত : ১৯১০ সালে,ইংরেজী অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ নিজেই করেন। উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস এটার ভুমিকা লিখে দেন নাম রাখেন- songs offering, প্রকাশিত হয় ১৯১২ সালে ইংল্যান্ডে। ১৯১৩ সালে songs offering এর জন্য নোবেল পায় রবীন্দ্রনাথ।

সম্পাদিত পত্রিকা : সাধনা(১৮৯১)

প্রথম প্রকাশিত কবিতা: হিন্দু মেলার উপহার(১৮৭৪,অমিত্রাবাজার পত্রিকায়

প্রথম প্রকাশিত কাব্য : বনফুল(১৮৭৬)

প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস: বৌ ঠাকুরাণীর হাট(১৮৮৩)

প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প: ভিখারিণী(১৮৭৪,১৬ বছর বয়সে)

প্রথম প্রকাশিত নাটক : বাল্মীকি প্রতিভা(১৮৮১)

প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ : বিবিধপ্রসঙ্গ(১৮৮৩)

শ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন : সঞ্চয়িতা(১৯৩১) বাংলা ছোটগল্পের জনক- রবীন্দ্রনাথ

গানের সংকলন : গীতবিতান

জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজদের বর্বরতার প্রতিবাদে ১৯১৯ সালে নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করে যেতে পারেন নি-শেষ লেখা গ্রন্থটির রবীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী পালন হয়-২০১১ সালে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ-কুষ্ঠিয়ার শিলাইদহে বসবাস কালে শান্তি নিকেতন অবস্থিত-বীরভূমের বোলপুরে রবীন্দ্রনাথ নজরুল কে উৎসর্গ করেন-বসন্ত নাটক নজরুল রবীন্দ্রনাথ কে উৎসর্গ করেন-সঞ্চিতা রবীন্দ্রনাথ নেতাজী সুভাষ কে উৎসর্গ করেন-তাসের দেশ রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে উপহার করেন-কালের যাত্রা প্রথম কবিতা লেখেন-৮ বছর বয়সে অঙ্কিত চিত্রকলার সংখ্যা-দুই হাজারের বেশি।

ডি লিট ডিগ্রি লাভ	:	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -১৯১৩, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৩৬, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-১৯৪০
উপন্যাস	:	চোখের বালি,গোরা,শেষের কবিতা, ঘরে বাইরে,মালঞ্চ
নাটক	:	রাজা,ডাকঘর,রক্তকরবী, মুক্তধারা,তাসের দেশ চিরকুমার সভা
মৃত্যু	:	৭ আগস্ট,১৯৪১; ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮

পাঠ - সংক্ষেপ :

"অপরিচিতা" প্রথম প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্পের সংকলন 'গল্পসপ্তক'-এ এবং পরে, 'গল্পগুচ্ছ' তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)। "অপরিচিতা" গল্পে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম কল্যাণী। অমানবিক যৌতুক প্রথার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতঃপূর্বে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই গল্পেই প্রথম যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনালেন তিনি। এ গল্পে পিতা শম্ভুনাথ সেন এবং কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্রবীক্ষা ও আচরণে সমাজে গেড়ে-বসা ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং কন্যা কল্যাণীর দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি সার্থক।

"অপরিচিতা" উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প। গল্পের কথক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বরহিত, পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তাকে দেখলে আজো মনে হয়, সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। তারই বিয়ে উপলক্ষ্যে যৌতুক নিয়ে নারী চরম অবমাননাকালে শম্ভুনাথ সেনের কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি গল্পটির শীর্ষ মুহূর্ত। অনুপম নিজের গল্প বলতে গিয়ে ব্যাঙ্গার্থে জানিয়ে দিয়েছে সেই অঘটন সংঘটনের কথাটি। বিয়ের লগ্ন যখন প্রস্তুত তখন কন্যার লগ্নভ্রষ্ট হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে শম্ভুনাথ সেনের নির্বিকার অথচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তুলেছে। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশও ভবিষ্যতের নতুন নারীর আগমনীর ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত।

'অপরিচিতা' মনস্তাপে ভেঙেপড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্খলনের অকপট কথামালা। অনুপমের আত্মবিবৃত্তির সূত্র ধরেই গল্পের নারী কল্যাণী অসামান্য হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমন ঘটেছে, তেমনি একই সঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশস্তিও কীর্তিত হয়েছে।

নামকরণ ও এর সার্থকতা :

অপরিচিতা' গল্পের নামকরণ গল্পের নায়ক অনুপমের একটি উক্তির উপর নির্ভর করা হয়েছে। উক্তিটি হচ্ছে- 'ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।' গল্পের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে অনুপমের কাছে কল্যাণী অপরিচিতাই রয়ে গেল এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুপম কল্যাণীকে ছাড়ে নি, সে কানপুরে চলে এসেছে, কল্যাণীর সাথে দেখা হয়, কথা হয়,

এটা ওটা কাজও সে করে দেয়। কল্যাণীর বাবা তাকে ক্ষমা করেছেন। কিন্তু 'কল্যাণী প্রতিজ্ঞা করেছে সে বিয়ে করবে না। অনুপম চার বছর ধরে কল্যাণীর মন জয়ের চেষ্টা চালিয়ে যায়, আশা ছাড়ে না। কারণ ট্রেনের কামরা থেকে শোনা মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠ 'এখানে জায়গা আছে' আজও তার হৃদয়ে অম্লান। অপরিচিতার সেই কণ্ঠই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাতৃকুলের অপরিণামদর্শী হিসাব ও চালাকির কারণে কল্যাণীর বাবা বিয়ের আসর থেকেই তাদেরকে বিদায় করে দিয়েছিল। তখনও কনেকে আসরে আনা হয়নি, দেখাও হয়নি। বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর মাকে নিয়ে তীর্থে যাওয়ার সময় কানপুরে নেমে যায় কল্যাণী। নামার আগে মার সাথে পরিচয় হলে বোঝা গেল ডা. শম্ভুনাথ সেনের মেয়ে এই কল্যাণীর সাথেই তার বিয়ে হতে যাচ্ছিল। মুগ্ধ মা কেবল আফসোস করেছিলেন। আর অনুপম মাতুল ত্যাগ করে ছুটে যায় কানপুরে অপরিচিতার তীব্র আকর্ষণে। যদিও কল্যাণী আজও অপরিচিতাই রয়ে গেছে। কাজেই বিষয়বস্তুর আলোকে অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতপূর্ণ 'অপরিচিতা' নামটিই গল্পের নামকরণ হিসেবে যথার্থ হয়েছে।

অনুপম এমএ পাস করেছে, কিন্তু মা আর মামার আদেশ-নির্দেশ না মানার মতো মানসিক শক্তি তার তৈরি হয়নি। তার বিয়ের ব্যাপারে দেখাশুনা, কথাবার্তা সব তাঁরাই করেছেন, অনুপমের কোনো ভূমিকা নেই। যথাসময়ে সে বরবেশে সজ্জিত হয়ে কানপুর যায়। কিন্তু মামার আচরণে অপমানিত বোধ করে কনের বাবা বরপক্ষকে খাইয়ে-দাইয়ে বিদায় করে দিলেন। বিয়ে ভেঙে গেল, কনে অপরিচিতাই রয়ে যায় অনুপমের কাছে। বছর খানেক পর মাকে নিয়ে ট্রেনে তীর্থে যাওয়ার সময় একজন বাঙালি মেয়ের মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে 'এখানে জায়গা আছে' শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল। গাড়ি বদলের সময় আবার সেই কণ্ঠের আহ্বানে সাড়া দিয়ে মাকে নিয়ে কামরায় উঠে যায় অনুপম। সহজ স্বচ্ছন্দ হাসিখুশি ভরা সুন্দর মেয়েটিকে দেখে তার মা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকল। কানপুরে নেমে যাওয়ার আগে মা তাকে প্রশ্ন করে জানতে পারে সে ডা. শম্ভুনাথ সেনের মেয়ে কল্যাণী, যার সাথে বিয়ে হয়েও হলো না অনুপমের। বাড়ি গিয়ে মাতুলকে ত্যাগ করে সে চলে এলো কানপুর। কল্যাণী ও শম্ভুনাথ বাবুর কাছে বিগত ঘটনার জন্য হাতজোড় করে ক্ষমা চাইল। কিন্তু কল্যাণী স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সে প্রতিজ্ঞা করেছে বিয়ে করবে না। অনুপমের সাথে তার দেখা হয়, কথা হয়। অথচ তখনও অপরিচিতাই রয়ে গেছে সে। এদিক থেকে গল্পের নামকরণ 'অপরিচিতা' যথার্থ হয়েছে।

➲ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন উত্তর

১. গল্পকারের আসল অভিভাবক কে?

উত্তর: গল্পকারের আসল অভিভাবক তার মামা।

২. অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?

উত্তর:'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৩. বিবাহ সম্বন্ধে কার একটা বিশেষ মত ছিল?

উত্তর: বিবাহ সম্বন্ধে অনুপমের একটা বিশেষ মত ছিল।

৪. পৃথিবীতে অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট কে?

উত্তর: পৃথিবীতে অনুপমের ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট তার মামা।

৫. কেমন কন্যা অনুপমের মামার পছন্দ নয়?

উত্তর: ধনীর কন্যা অনুপমের মামার পছন্দ নয়।

৬. অনুপমের বন্ধুটির নাম কী?

উত্তর: অনুপমের বন্ধুটির নাম হরিশ।

৭. হরিশ কোথায় কাজ করে?

উত্তর: হরিশ কানপুরে কাজ করে।

৮. কে কলকাতায় এসে অনুপমের মন উতলা করে দেয়?

উত্তর: হরিশ কলকাতায় এসে অনুপমের মন উতলা করে দেয়।

৯. অনুপম কী পাস করেছে?

উত্তর: অনুপম এম.এ. পাশ করেছে।

১০. কল্যাণীর বয়স কত ছিল?

উত্তর: কল্যাণীর বয়স ছিল পনেরো বছর।

১১. কন্যাকে আশীর্বাদের জন্য কাকে পাঠানো হয়?

উত্তর: কন্যাকে আশীর্বাদের জন্য বিনুদাকে পাঠানো হয়।

১২. অনুপমের পিতা কোন পেশায় জড়িত ছিলেন?

উত্তর: অনুপমের পিতা ওকালতি পেশায় জড়িত ছিলেন?

১৩. কন্যার পিতার নাম কী?

উত্তর: কন্যার পিতার নাম শম্ভুনাথ সেন।

১৪. শম্ভুনাথ বাবুর বয়স কত?

উত্তর: শম্ভুনাথ বাবুর বয়স চল্লিশের এপারে বা ওপারে।

১৫. গহনাগুলো কোন আমলের ছিল?

উত্তর: গহনাগুলো পিতামহী আমলের ছিল।

১৬. গহনাগুলোর মধ্যে এক জোড়া কী ছিল?

উত্তর: গহনাগুলোর মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল।

১৭. কোন জিনিস দিয়ে বরপক্ষ কনেপক্ষকে আশীর্বাদ করেছিল?

উত্তর: এক জোড়া এয়ারিং দিয়ে বরপক্ষ কনেপক্ষকে আশীর্বাদ করেছিলো।

১৮. শম্ভুনাথ বাবু পেশায় কী ছিলেন?

উত্তর: শম্ভুনাথ বাবু পেশায় ডাক্তার ছিলেন।

১৯. মেয়েটি কার জন্য বিবাহ করবে না?

উত্তর: মেয়েটি মাতৃ-আজ্ঞার জন্য বিবাহ করবে না।

➲ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর

১. 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি' বলতে কী বোঝ?

◘ 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি' বলতে সুখ ঐশ্বর্যে লালিত-পালিত সুদর্শন বালককে বোঝানো হয়েছে। সনাতন হিন্দু ধর্মমতে, ঐশ্বর্য, সুখ ও সমৃদ্ধির প্রতীক দেবী লক্ষ্মী। তাঁর দুই পুত্র গজানন গণেশ ও বীর্যবান কার্তিক। গণেশ বড়, কার্তিক ছোট। সুদর্শন কার্তিক যেমন ঐশ্বর্যময়ী মাতা অন্নপূর্ণার কোলে পরম আহ্লাদে থাকেন, 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমও শৈশবে তেমন তার ধনী মায়ের কোলে ফুলবাবুটি সেজে থাকতেন।

২. "ভালো মানুষ হওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাট নাই।"- কেন?

◘ সংসারের কোনো রকম দায়িত্ব কাঁধে না নিয়ে আপাত নিরুপদ্রব ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাপনকে ব্যঙ্গ করে অনুপম এ কথা বলেছে।

দায়িত্ববান সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজে বসবাস করতে সে মানুষকে সৎকাজে সহযোগিতা এবং অসৎ কাজে বিরোধিতা কর হবে। 'অপরিচিতা' গল্পে কথক যেহেতু শিশুকাল থেকে কে কোলেই মানুষ এবং যৌবনেও তেমনটি রয়েছেন তাই ত সংসারের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হয়নি। বিরোধ-বিপত্তিমূলক কোনো কাজে না থেকে তথাকথিত ভা মানুষ হওয়াটাকে কথক উপর্যুক্ত বাক্যে ব্যঙ্গ করেছেন।

৩. বিয়ের আসর থেকে কে অনুপমকে ফিরিয়ে দিলেন, কেন? ব্যাখ্যা দাও।

◘ বিয়ের আসর থেকে শম্ভুনাথ সেন অনুপমকে ফিরিয়ে দিলেন।

◆◆◆

অনুপম ও কল্যাণীর বিয়ের লগ্ন মুহূর্তে অনুপমের লোভী ম বিয়ের গহনাগুলো খাঁটি সোনার কিনা তা স্যাকরা দিয়ে পরী করায়। বিয়ের পূর্বে এমন লোভী মানসিকতা শম্বুনাে আত্মসম্মানে বাঁধে এবং এমন পরিবারে তার মেয়ের বিয়ে হ কখনো সুখী হবে না ভেবে বিয়ে না দিয়ে অনুপমকে সসম্মা ফিরিয়ে দেয়।

৪. মেয়ের বাপ সবুর করিতে পারিলেও মেয়ের বয়স সবুর করিতেন না- কেন?

- মেয়ের যোগ্য বর খুঁজে না পাওয়া এবং ধনুক ভাঙা পণের কারা মেয়ের বাপ সবুর করলেও মেয়ের বয়স সবুর করছে না। আগেকার দিনে এদেশে অল্প বয়সে মেয়ে বিয়ে দেবার প্রচল ছিল। তাই আট বছর পার হলেই মেয়ের বিয়েতে নানা ধরনে সমস্যা ঘটত। একে তো পণ প্রথার রাহুগ্রাস অন্যদিকে যোগ্য পাত্র খুঁজে না পাওয়ার কারণে মেয়েদের বিবাহ দিতে মেয়ের ভালো দেরি হতো। কিন্তু নদীর স্রোতের মত মানুষের বয়স থেমে থামে না বলেই অপরিচিতার বয়সও থেমে থাকেনি। তাই মেয়ের বাবা সবুর করলেও মেয়ের বয়স সবুর করতে পারে নি।

৫. 'আমি মাথা হেট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম' উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

- গহনা পরীক্ষার আগে কনের পিতা অনুপমের মতামত জানতে চাইলে অনুপম মাথা হেঁট ও চুপ করে থাকে।

- অনুপমের বিয়ের দিন তার মামা মনস্থির করে কনের সমস্ত গহনা সেকরা দিয়ে পরীক্ষা করবে। এজন্য অনুপমকে কনের পিতা গহনা পরীক্ষা করার ব্যাপারে অনুপমের মতামত জানতে চায়। কিন্তু গহনা পরীক্ষার ব্যাপারে কোনো মতামত না দিয়ে অনুপম মাথা হেট ও চুপ করে বসে থাকে।

১। আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারের শিক্ষিত ছেলে রানার মা-বাবা তার মতামত না নিয়েই সুমির সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে। সুমির বাবার অঢেল সম্পদ। গোপনে ঘটকের মধ্যস্থতায় এ বিয়েতে বরপক্ষকে নগদ টাকা, গাড়ি এবং ঢাকার অভিজাত এলাকায় একটি ফ্ল্যাট দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যৌতুকের বিষয়টি জানতে পেরে রানা ও সুমি বেঁকে বসে এবং সম্পূর্ণ যৌতুকবিহীনভাবে পরস্পর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়।

(ক) 'গজানন' শব্দের অর্থ কী? [বিএমটি-২০২৩]

(খ) "এইতো আমি জায়গা পাইয়াছি।"---- ব্যাখ্যা কর। [বিএমটি-২০২৩]

(গ) উদ্দীপকের রানার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের তুলনা কর। [বিএমটি-২০২৩]

(ঘ) "উদ্দীপকের 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসঙ্গতি অনেকাংশেই প্রতিফলিত।" যাচাই কর। [বিএমটি-২০২৩]

》 ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. 'গজানন' শব্দের অর্থ কী?

- 'গজানন' শব্দের অর্থ হলো গনেশ।

খ. "এইতো আমি জায়গা পাইয়াছি।"- ব্যাখ্যা কর।

- প্রশ্নোক্ত উক্তিটির মাধ্যমে অনুপম আত্মতুষ্টি লাভের প্রয়াস পেয়েছে।

- মনস্তাপে ভেঙে পড়া অনুপম কল্যাণীকে বিয়ে করতে না পেরেও তার কাছাকাছি থাকার আনন্দেই প্রশ্নোক্ত অনুভূতি সৃষ্টি হয়। বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার পর পুনরায় কল্যাণীকে দেখে মুগ্ধ হয় অনুপম। তার কাছে ও তার পিতার কাছে ক্ষমা চায় অনুপম। সবকিছু ছেড়ে সে বছরের পর বছর কানপুরে কল্যাণীর কাছাকাছি থাকে। কল্যাণী তাকে ক্ষমা করে দিলেও বিয়েতে রাজি হয় নি। তবুও অনুপম তার দেখা পায়। কণ্ঠ শোনে, সুবিধামতো তার কাজ করে দিয়ে নিজের একটা অবস্থান তৈরি করে নেয় কল্যাণীর কাছে। আর সেই আনন্দেই সে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে।

গ. উদ্দীপকের রানার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের তুলনা কর।

- উদ্দীপকের রানার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।

মেনে নেয়া এবং মানিয়ে নেয়ার মধ্যেও মানুষের কষ্ট লুকিয়ে থাকে। যথার্থ মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ কখনোই অসঙ্গতিকে মেনে নিতে পারে না। যদি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কেউ হয় তবে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। আর যে ব্যক্তি যথার্থ মূল্যবোধ এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না তার জীবন হয় ব্যর্থ ও হতাশাগ্রস্ত।

- উদ্দীপকের রচনা বাবা-মায়ের পছন্দ করা মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়। কিন্তু বিয়ের সময় যখন জানতে পারে তার বাবা যৌতুক নিয়ে বিয়ে ঠিক করেছেন তখন সে সম্পূর্ণ বেঁকে বসে এবং যৌতুক ছাড়া বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম একজন ব্যক্তিত্বহীন মানুষ। সে তার মামার কথার বাইরে যেরে পারে না। অন্যায় জেনেও তার প্রতিবাদ করতে পারে না। মামা যখন যৌতুকের গহনা যাচাই করতে চায় তখন সে কোনো প্রতিবাদ করে নি। সর্বোপরি মামার মতের বিরুদ্ধে সে কোনো কিছুই করতে পারে না। উভয় চরিত্রের এখানেই বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

ঘ. "উদ্দীপকের 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসঙ্গতি অনেকাংশেই প্রতিফলিত।"- যাচাই কর।

- উদ্দীপকের 'অপরিচিতা' গল্পে বর্ণিত সামাজিক অসঙ্গতি অনেকাংশে প্রতিফলিত মন্তব্যটি যথার্থ।

- সমাজে নানা রকম অসঙ্গতি ও প্রথা বিদ্যমান। যৌতুক বা পণপ্রথা সবচেয়ে বড় এক সামাজিক ব্যাধি। যৌতুকের কালো থাবায় অনেক পরিবার ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক নারীর সংসার ভাঙ্গে। এমনকি তাদের জীবনও অকালে ঝরে যায়। এর বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

- উদ্দীপকের রানার বাবা-মা ছেলের বিয়ে ঠিক করে যৌতুকের বিনিময়ে। যার মধ্যে রয়েছে নগদ টাকা, বাড়ি, গাড়ী ইত্যাদি। তাদের লোভী মানসিকতার জন্যই সামান্য এ ঘৃণ্য প্রথা এখনও টিকে আছে। 'অপরিচিতা' গল্পেও এ ধরনের অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয়। অনুপমের মামা তার ভাগ্নের বিয়ে ঠিক করে যৌতুকের বিনিময়ে। শেষ পর্যন্ত এ লোভী মানসিকতা ও যৌতুকের কারণেই বিয়ে ভেঙ্গে যায়।

- বহুকাল ধরে চলে আসা যৌতুক প্রথা এখনও আমাদের সমাজে বিদ্যমান। যৌতুকের কারণে এখনও অনেক পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। উদ্দীপকের রানার বাবা-মা এবং 'অপরিচিতা' গল্পে মামা এ ধরনের লোভী মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ। 'অপরিচিতা' গল্পে এ সামাজিক অসঙ্গতি অনেকাংশেই উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে। এ দিক থেকে বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

২। ফারজানা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত একজন কলেজ শিক্ষিকা। অনেক আগেই বিয়ের বয়স পেরিয়েছে, তাই তিনি বিয়ে করেন নি। ছাত্রজীবনে তিনি ভালোবেসেছিলেন ব্যক্তিত্বহীন একজনকে। কারণ বাবা-মার যৌতুকের চাপের মুখে সে ফারজানাকে। বিত্রেঘাটস্থত হস্তা অস্বীকৃতি জানায়। এরপর থেকে ফারজানা তার কলেজ আর একাকীত্ব জীবনযাপন করে।

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম কী? [বিএম-২০২২]

খ. 'আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম'- উক্তিটির অর্থ কী? বুঝিয়ে দাও। বিএম-২০২২]

গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। [বিএম-২০২২]

ঘ. "উদ্দীপকটি যেন 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর প্রতিচ্ছবি"- মন্তব্য সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন কর। [বিএম-২০২২]

》 ২নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম কী?

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছদ্মনাম ভানুসিংহ।

খ. 'আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম'- উক্তিটির অর্থ কী? বুঝিয়ে দাও।

- 'আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম' উক্তিটির দ্বারা বিয়ের আসরে মামার অন্যায়ের বিরুদ্ধে অনুপমের নীরবতা পালন করাকে যোঝায়।

- অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকোপোক্ত হবার পর বিয়ের দিন যথাসময়ে অনুপম বিয়ের আসরে বসেন। বিয়ের পূর্বমুহূর্তে তার লোভী মামা বিয়ের গহনাগুলো পরখ করার কথা

বললে অনুপম সেখানে প্রতিবাদ না করে ব্যক্তিত্বহীন মানুষের মতো মাথা নিচু করে থাকেন। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা শিক্ষিত যুবক অনুপমের অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরবতা পালন করাকেই বোঝানো হয়েছে।

গ. **উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।**

- ব্যক্তিত্ব, জীবনে বিয়ে না করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত এবং নিজের পেশায় নিমগ্ন থাকার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।
- 'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর সাথে অনুপমের বিয়ের সকল আয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনুপমের মামার লোভী মানসিকতার কারণে তা অসম্পন্ন থেকে যায়। কল্যাণী এ ঘটনার পর সাংসারিক জীবনের কথা বাদ দিয়ে নারীশিক্ষা প্রসারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।
- উদ্দীপকের ফারজানা একজন ব্যক্তিত্বময়ী নারী। ছাত্রজীবনে এক যুবককে ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু ভালোবাসার মানুষের ব্যক্তিত্বহীনতার কারণে বিয়ে করেন নি। এখন তিনি কলেজ আর একাকীত্ব জীবনযাপন করে। উদ্দীপকের ফারজানার মতো 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর মধ্যেও একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কল্যাণী ও অনুপমের ব্যক্তিত্বহীন আচরণে জীবনে আর বিয়ে না করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশমাতার আজ্ঞা পালনে এখন সে নারীশিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং বিয়ে না করে একাকীত্ব জীবনযাপন এবং মানুষের জন্য কিছু করার দিক থেকে ফারজানা এবং কল্যাণীর জীবনভাবনা সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. **"উদ্দীপকটি যেন 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর প্রতিচ্ছবি"- মন্তব্য সম্পর্কে তোমার মতামত উপস্থাপন কর।**

- উদ্দীপকের ফারজানার জীবনভাবনা যেন 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর প্রতিচ্ছবি- মন্তব্যটি যথার্থ।
- সমাজের সব নারীর জীবনবোধ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একরকম নয়। সমাজে ঘটে যাওয়া পারিপার্শ্বিক নানা ঘটনা সমাজের নারীদের জীবন গঠনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উদ্দীপকের ফারজানা এবং 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর জীবনেও এমনি পারিপার্শ্বিক ঘটনা তাদের জীবনভাবনাকে পরিবর্তন করতে বাধ্য করেছে।
- উদ্দীপকের ফারজানা একজন কলেজ শিক্ষিকা। বিয়ের বয়স পার হলেও সে বিয়ে করে নি। ছাত্রজীবনে তিনি যাকে ভালোবেসে ঘর গ. বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিলেন তার ব্যক্তিত্বহীন আচরণে ফারজানা জীবনে বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। এখন তিনি কলেজ আর একাকীত্ব জীবন বেছে নিয়েছেন। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যান্দর জীবনেও একই ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতার কারণে বিয়ের সমস্ত আয়োজন থাকার পরও বিয়ে ভেঙ্গে যায়। এরপর থেকে সেও জীবনে আর বিয়ে না করার মতো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। ভারতমাতার আজ্ঞা পালন করাই এখন তার জীবনের একমাত্র ব্রত। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী আর উদ্দীপকের ফারজানার জীবনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, উভয়েই ব্যক্তিত্বময়ী, দূর ও স্বাধীনচেতা মানুষ। তারা অন্যায়ের কাছে নিজেদের সোপর্দ করে নি। তাই ব্যক্তিত্বহীন যুবককে দুজনই বিয়ে না করে প্রত্যাখ্যান করেছে। নিজেদের জীবনের কথা চিন্তা না করে অপরের জীবন গঠনে তারা উভয়ে নিযুক্ত হয়েছে। একাকিত্ব জীবনযাপন আর অপরের কল্যাণসাধনই এখন তাদের দুজনার জীবনের প্রধান ব্রত। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ফারজানা আর আলোচ্য গল্পের কল্যাণী একে অপরের প্রতিচ্ছবি।

৩। দুই বছর আগে জামালপুরের মেলান্দহ উপজেলার চরপাড়া গ্রামের রাজ্জাক সাহেবের মেয়ে কনিকার সঙ্গে শেরপুরের কাচারিপাড়ার রফিক এর ছেলের বিয়ে হয়। বিয়ের সময় মোটা অঙ্কের যৌতুক লেনদেন হয়। কিছুদিন যেতে না যেতেই কনিকার শ্বশুরবাড়ির লোকজন আবারও যৌতুকের জন্য চাপ দেয়। কনিকা সাঞ্চ জানিয়ে দেয় তার বাবা কোনো যৌতুক দিতে পারবেন না। শ্বশুরবাড়ির এহেন মানসিকতা দেখে সে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। এবং অন্যত্র কাজ জুটিয়ে নেয়।

ক. অনুপমের বন্ধুর নাম কী? [বিএম-২০২২]

খ. "ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নেই।"- কে, কেন একথা বলেছে? [বিএম-২০২২]

গ. উদ্দীপকের কনিকার সাথে কল্যাণীর মিল দেখাও।[বিএম-২০২২]

ঘ. অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে হলে উদ্দীপকের কনিকার মতো একই পরিণতি হতো- সপক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও।

》 ৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. অনুপমের বন্ধুর নাম কী?

- অনুপমের বন্ধুর নাম হরিশ।

খ. "ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নেই।" কে, কেন একথা বলেছে?

- অনুপমের লোভী মামা বিয়ের আসরে হীনমন্যতার পরিচয় দেয়ায় কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেন আলোচ্য কথাটি বলেছেন।
- অনুপমের মামা অনুপমের বিয়ের দিন কনের গায়ের গহনাগুলো খাঁটি সোনার কি না তা পরখ করার জন্য বাড়ি থেকে স্যাকরা নিয়ে যান। বিয়ের আসরে গহনাগুলো যাচাই করতে চাইলে কন্যার পিতা নির্দ্বিধায় তা করতে দেন। যাচাই শেষ হবার পর শম্ভুনাথ সেন সবাইকে খাওয়া-দাওয়া করিয়ে যখন বরপক্ষকে চলে যেতে বলেন, তখন অনুপমের মামা জানতে চান তিনি ঠাট্টা করছেন কি না। অনুপমের মামার প্রশ্নের জবাবে কন্যার পিতা প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

গ. উদ্দীপকের কনিকার সাথে কল্যাণীর মিল দেখাও।

- চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রতিবাদী মানসিকতার দিক থেকে উদ্দীপকের কনিকার সাথে কল্যাণীর মিল রয়েছে।নারীরা এখন আর পুরুষের হাতের খেলনা নয়। তারা এখন নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আচারসর্বস্ব নিয়ম-কানুনের প্রতি বর্তমান যুগের নারীরা প্রতিবাদী। তারাও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চায়।
- উদ্দীপকের কনিকা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ম-কানুন আর ন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক নারী চরিত্র। বিয়ের পর শ্বশুড়বাড়ির লোকজন যৌতুকের জন্য প্রচণ্ড চাপ দেয়। কনিকা শ্বশুরালয়ের এ অন্যায় দাবীকে কোনোভাবেই মেনে নেয় নি। বরং সে শ্বশুরবাড়ির এ ধরনের হীনমানসিকতার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে এবং নিজের পায়ে দাঁড়ায়।
- উদ্দীপকের কনিকার মতো 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর মধ্যেও আমরা এমনি চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং প্রতিবাদী মনোভাব লক্ষ্য করি। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও তাদের দু'জনার পরিণাম এক ও অভিন্ন। অনুপমের মামার লোভী মানসিকতার কারণে বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর পুনরায় বিয়ের কথা উঠলে কল্যাণী আর জীবনে বিয়ে করবে না বলে সাফ জানিয়ে দেয়। কল্যাণীও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য নারীশিক্ষায় ব্রত পালনে নিজেকে নিযুক্ত করে। সুতরাং উপর্যুক্ত কারণেই বলা যায় যে, চারিত্রিক দৃঢ়তা আর প্রতিবাদী মনোভাবের দিক থেকে উভয়ের চরিত্রের মিল রয়েছে।

ঘ. অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে হলে উদ্দীপকের কনিকার মতো একই পরিণতি হতো- সপক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও।

- অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে হলে উদ্দীপকের কনিকার মতো কল্যাণীকেও শ্বশুরবাড়ি থেকে সংসার না করে বেরিয়ে আসতে হতো।
- আধুনিক যুগের নারীরা এখন স্বাধীন ও প্রতিবাদী। কোনো অন্যায় দাবীকে তারা মুখ বুঝে সহ্য করে না। নিজের অধিকার কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তা তারা জানে। এমনি দুজন নারী হলেন উদ্দীপকের কনিকা আর 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী।
- উদ্দীপদের কনিকা একজন ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী। ভাগ্য তার জীবনের সাথে ছিনিমিনি খেলছে। মোটা অঙ্কের যৌতুকের বিনিময়ে তার বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়িতে যেতে না যেতেই আবার শ্বশুরবাড়ির লোকজন যৌতুকের জন্য চাপ দেয়। কনিকা শ্বশুরালয়ে এ ধরনের মানসিকতা দেখে সাংসারিক জীবনের মায়া ত্যাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সঙ্গে যে বাড়ির ছেলের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয় সে বাড়ির লোকজনও যৌতুক লোভী এবং হীন মানসিকতাসম্পন্ন। ভাগ্যক্রমে বিয়ের আসরে বরের মামার লোভী মানসিকতা ধরা পড়লে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙ্গে যায়। লোভী পরিবারে বিয়ে হলে কল্যাণী সুখী হতে পারবে না তা ভেবে সে জীবনে বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা করে।
- উদ্দীপকের কনিকা এবং 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর জীবনবোধের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, তারা উভয়েই জীবনসচেতন নারী। কনিকার বিয়ের পর যৌতুক নামক রাহুগ্রাসের শিকারে যেমন সে সুন্দরভাবে সংসার করতে পারে নি

তদ্রূপ কল্যাণীর বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়াতে কল্যাণীও সংসার জীবনে প্রবেশ করতে পারে নি। অর্থাৎ দু'জনার বৈবাহিক জীবনের। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও শেষ পর্যন্ত দু'জনার পরিণতি একই হতো আর তা হলো সুন্দরভাবে সাংসারিক জীবন না করা। কনিকা ও কল্যাণী দু'জনেই সামাজিক ব্যাধি যৌতুকের শিকার হয়েছেন।

৪। বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহু দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন, এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া কর যায় না।

ক. কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য কাকে পাঠানো হলো?

খ. মামা মনে মনে খুশি হলেন কেন?

গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য দেখাও।

ঘ. উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

》 ৪ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য কাকে পাঠানো হলো?

- কন্যাকে আশীর্বাদ করার জন্য বিনুদাকে পাঠানো হলো।

খ. মামা মনে মনে খুশি হলেন কেন?

- কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেনের চুপচাপ স্বভাব ও তেজ না আসার কারণে মামা মনে মনে খুশি হলেন।
- অনুপমের মামা বিয়ের আসরে বসে নিজেদের আভিজাত্যের কথা দাম্ভিকতার সাথে বর্ণনা করেন। ধনে মানে শহরে তাদের স্থান কোনো অংশেই কম নয়। মামা নানা প্রসঙ্গ প্রচার করলেও কল্যাণীর বাবা মামার কথায় কোনো সায় না দিয়ে চুপচাপ থাকেন। মামা শম্ভুনাথ সেনের স্বভাব বুঝতে পেরে মনে মনে খুশি হলেন।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য দেখাও।

- যৌতুক প্রথার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।
- পণ বা যৌতুক প্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি, কন্যার বিয়েতে বরপক্ষের চাহিদার সীমা থাকে না। আর সেটি মেটাতে গিয়ে কন্যার পিতাকে কখনো কখনো সর্বশান্ত হতে হয়। যারা যৌতুক দাবি করে তারা অমানবিক, আত্মসম্মানবোধহীন।
- উদ্দীপকে যৌতুক প্রথার মতো সামাজিক ব্যাধির চিত্র ফুটে উঠেছে। বরের লোভী বাবা তার ছেলেকে বিবাহ দেবার জন্য কনেপক্ষের নিকট মোটা অঙ্কের যৌতুক দাবি করেন। শুধু তাই নয়, পণের সাথে বহুল দানসামগ্রীও চেয়ে বসেন। উদ্দীপকের মতো 'অপরিচিতা' গল্পেও যৌতুক প্রথার চিত্র লক্ষ্য করা যায়। অনুপমের মামাও তার ভাগনেকে বিয়ে দেবার জন্য কন্যাপক্ষের কাছে উপঢৌকনস্বরূপ গহনা চান। বিয়ের আসরে গহনাগুলো খাঁটি সোনার কিনা তা পরীক্ষার জন্য তিনি স্যাকরা নিয়ে যান এবং গহনাগুলো পরীক্ষা করান। তাই উপর্যুক্ত কারণেই বলা যায় যে, উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

- উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে না;

একটিমাত্র দিক ধারণ করে তা হলো যৌতুক প্রথার দৌরাত্ম্য। যৌতুক প্রচলিত সমাজব্যবস্থার একটি ঘৃণ্য প্রথা। যৌতুকের মতো প্রথা সমাজে প্রচলিত রয়েছে বলে সমাজে নারীদের অবস্থান অনেক নীচুতে রয়েছে। নারীরা সর্বদাই অবহেলার শিকার হচ্ছে।

- উদ্দীপকে কনের পিতা রামসুন্দর মেয়ের বিয়েতে যৌতুক দিতে সম্মত হন। বর ধনী ঘরের হওয়ায় বরের বাবার সমস্ত চাওয়া পাওয়ার চাহিদা মিটিয়েও তিনি মেয়েকে পাত্রস্থ করতে চান। কেননা এমন পাত্র হাতছাড়া করতে তিনি কোনোমতেই সম্মত নন। তাই বরপক্ষকে রামসুন্দর নগদ দশ হাজার টাকা এবং বহুল দানসামগ্রীর মতো পণ দিতেও রাজি হয়ে যান। 'অপরিচিতা' গল্পেও কল্যাণীর বাবা মেয়েকে সুখী দেখার জন্য অনুপমের মামার চাহিদামতো গহনা দিতে সম্মত হন।
- উদ্দীপকে এক কনের পিতার কনেকে সুখী করার মানসে বর পক্ষকে যৌতুক দেবার দিকটি ফুটে উঠেছে। 'অপরিচিতা' গল্পেও কল্যাণীকে সুখী করার জন্য শম্ভুনাথ সেনের অনুপমের মামার সকল চাহিদা পূরণ করার দিকটি লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'অপরিচিতা' গল্পের সামাজিক কার্যক্রম, অমানবিক যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে কন্যার পিতার অবস্থান, বিয়ে ভেঙ্গে যাবার পর কল্যাণীর

বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা, মেয়েদের শিক্ষাদানের ব্রত গ্রহণ, অনুপমের পুনরায় কল্যাণীকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিফলন রয়েছে। যে বিষয়গুলো উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই উপর্যুক্ত কারণেই বলা যায় যে, উদ্দীপকটি 'অপরিচিতা' গল্পের সমগ্র ভাবকে ধারণ করে নি।

৫। সালমা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন স্কুল শিক্ষিকা। তার বিয়ের বয়স, অনেক আগেই পেরিয়েছে, কিন্তু তিনি বিয়ে করেন নি। শোনা গেছে ছাত্রজীবনে যাকে তিনি ভালোবাসতেন সে ছিল ব্যক্তিত্বহীন। কারণ বাবা-মার যৌতুকের চাপের মুখে সালমাকে বিয়ে করার কথা অস্বীকৃতি জানায়। এরপর থেকে সালমা তার ঘ. স্কুল আর একাকীত্ব জীবন-যাপন করে।

ক. 'অপরিচিতা' গল্পে ট্রেনে কার দেখা হয়েছিল? [বিএম-২০১৮]

খ. 'আমি মাথা হেট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম'- উক্তিটির অর্থ কি? বুঝিয়ে দাও। [বিএম-২০১৮]

গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। [বিএম-২০১৮]

ঘ. উদ্দীপকটি যেন 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর প্রতিচ্ছবি- মন্তব্য সম্পর্কে তোমার মতামত যুক্তিসহকারে উপস্থাপন কর। [বিএম-২০১৮]

》 ৫ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. 'অপরিচিতা' গল্পে ট্রেনে কার দেখা হয়েছিল?

- 'অপরিচিতা' গল্পে ট্রেনে কল্যাণীর দেখা হয়েছিল।

খ. 'আমি মাথা হেট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম'- উক্তিটির অর্থ কি? বুঝিয়ে দাও।

- বিয়ের পূর্বেই অনুপমের মামা গহনা পরখ করতে চাইলে শম্ভুনাথ বাবু অনুপমকে এ ব্যাপারে তার মতামত জানতে চাইলে অনুপম মাথা হেট করে চুপ করে থাকে। অর্থাৎ উক্তিটি দ্বারা অনুপমের সীমাহীন চারিত্রিক দুর্বলতা ও নির্বুদ্ধিতার কথা বলা হয়েছে।
- বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত হয়ে অনুপমের আসল অভিভাবক তার মামা বিবাহ কার্য শুরুর পূর্বেই গহণাগুলো খাঁটি সোনার কি না তা পরীক্ষা করতে চাইলেন। মামার এ কথা শোনার পর কনের বাবা শম্ভুনাথ বাবু এ প্রসঙ্গে অনুপমের মত কী তা জানতে চায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অনুপম কনের বাবার এমন কথা শুনে লজ্জায়, ক্ষোভে নিরব হয়ে থাকে। এতে শম্ভুনাথ বুঝতে পারে অনুপম যোগ্য বর নয়।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

- ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, শিক্ষিতা, প্রতিবাদী এবং একাকীত্ব জীবনযাপনের দিক হতে উদ্দীপকের সালমার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর সাদৃশ্য রয়েছে।
- নারীরা এখন আর পুরুষের হাতের পুতুল নয়। তারা এখন প্রতিবাদী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আচারসর্বস্ব নিয়ম-কানুনের প্রতি বর্তমান যুগের শিক্ষিতা নারীরা মাথা পেতে নেন না। তারাও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে চায়। এমনি বৈশিস্টোর দু'জন নারী হলেন উদ্দীপকের সালমা আর 'অপরিচিতা' গাজর কল্যাণী।
- উদ্দীপকের সালমা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন সুদ শিক্ষিকা। বিয়ের বয়স পার হয়ে গেলেও সে বিয়ে করে নি। ছাত্রজীবনে তিনি যাকে ভালোবাসতেন সে ব্যক্তিত্বহীন হওয়া। সে আর বিয়ে করে নি। সালমা এখন স্কুল আর একারীয় জীবন-যাপন নিয়ে ব্যস্ত। উদ্দীপকের সালমার হয়ে 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন প্রতিবাদী নারী। বরের মামার লোভী মানুষিকতর কারণে বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় কল্যাণী আর বিয়ের পীড়িতে বসে নি। জীবনে আর বিয়ে না করার পণ করেছে সে। কল্যাণ এখন ভারত মাতার আজ্ঞা পালনে স্কুল করে নারীদের শিক্ষর ভার নিয়েছে। সুতরাং বলা যায়, জীবন ও জীবনবোধের নিয় হতে উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকটি যেন 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর প্রতিচ্ছবি- মন্তব সম্পর্কে তোমার মতামত যুক্তিসহকারে উপস্থাপন কর ।

- প্রতিচ্ছবি'- মন্তব্যটি যৌক্তিক। সবকিছু ঘটতো। কিছু কিছু শিক্ষিত ছেলে এর প্রতিবাদন

- উদ্দীপকের সালমা যেন 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যানীর 'তৎকালীণ সমাজব্যবস্থায় পরিবারের অভিভাবকের ইচ্ছাতে বিয়ে করে অভিভাবকের দেয়া সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে নিতো আর কিছু কিছু নারী এর তীব্র প্রতিবাদ করে স্বসিদ্ধান্তে অটল থাকতো। এমনি চরিত্রের মানুষ হলেন সালমা ও কল্যাণী।

- উদ্দীপকে দেখা যায়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা এক প্রতিবাদী নারী হলো সালমা। ভালোবাসার মানুষকে ব্যক্তিত্বহীন দেশে সে জীবনে আর বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে এখন তার স্কুল আর একাকীত্ব জীবন নিয়ে দিন কাটায়। সালমান মধ্যে আমরা ব্যক্তিত্ববান, শিক্ষিতা ও প্রতিবাদী মানসিকতা পরিচয় পাই। ঠিক এমনি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী। সেও শিক্ষিত বাবার শিক্ষিত রুচিসম্পন্ন ও প্রতিবাদী নারী। বিয়ের আসরে অনুপমের মামা লোভী মানসিকতা আর অনুপমের ব্যক্তিত্বহীনতার জন্য বি ে না করার প্রতিজ্ঞা করেছে। কল্যাণীও এখন মেয়েদের শিক্ষা ব্রত নিয়ে স্কুল করে শিক্ষকতা করছে।

- সালমা ও কল্যাণীর জীবনবোধের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যায়, উভয়ের হবু বরই ছিল ব্যক্তিত্বহীন। তারা যৌতুক লোভী অভিভাবকদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন নি। তা শেষ পর্যন্ত উভয়ে ব্যক্তিত্বহীন বরদের প্রত্যাখ্যান করে জীবা আর বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে যে গল্পের কল্যাণী আর উদ্দীপকের সালমা পরস্পরের প্রতিচ্ছবি

গৃহ - রোকেয়া সাখাওয়া

লেখক – পরিচিতি :

নাম : রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। পৈত্রিক নাম রোকেয়া খাতুন।

জন্ম ও পরিচয় : ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার পায়রাবন্দ গ্রামের বিখ্যাত সাবের পরিবারে জন্মগ্রহণ। তাঁর পিতার নাম জহিরউদ্দীন আবু আলী হায়দার সাবের, মাতার নাম রাহাতুন্নেসা চৌধুরী এবং স্বামীর নাম সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন।

শিক্ষাজীবন : পারিবারিক রক্ষণশীলতার কারণে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি। তবে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং বড় ভাই ও স্বামীর প্রেরণা এবং সহযোগিতায় তিনি জ্ঞানচর্চায় সাফল্য অর্জন করেন।

সমাজকর্ম : স্বামীর জন্মস্থান ভাগলপুরে স্বামীর নামে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। ১৬ মার্চ ১৯১১ সালে কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন। ১৯১৭ সালে এই স্কুল মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে ও ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তর হয়। কলকাতার সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা (১৯১৬)।

সাহিত্যকর্ম : মতিচুর, সুলতানার স্বপ্ন, অবরোধবাসিনী, ড্যালিসিয়া হত্যা, পদ্মরাগ, নূর ইসলাম প্রভৃতি। তাঁর অধিকাংশ লেখা মিসেস আর.এস. হোসেন নামেই প্রকাশিত হয়।

বিশেষ কৃতিত্ব : তিনি ছিলেন নারী জাগরণের অগ্রদূত। তিনি মুসলিম নারীদের সংস্কার ও মুক্তির জন্য তাদেরকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার মানসে আজীবন ক্ষুরধার সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন।

জীবনাবসান : ৪ ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর।

পাঠ - সংক্ষেপ :

প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় সাধারণত বলা হয়ে থাকে, নারীর জন্য বরাদ্দ 'ঘর', আর পুরুষের জন্য আছে 'বাহির'। অর্থাৎ পুরুষ সম্পৃক্ত থাকবে বাইরের জীবন ও জগতের সঙ্গে। অন্যদিকে, গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনে সীমাবদ্ধ থাকবে নারী। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে পুরুষের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে; নারীকে করে তোলে ঘরের সামগ্রী। কিন্তু নারীর সত্যিই কোনো ঘর বা গৃহ আছে কি না-এ নিয়েই তৈরি হতে পারে প্রশ্ন; রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন এ প্রশ্নটিই তুলেছেন 'গৃহ' প্রবন্ধে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভিজ্ঞতাসূত্রে তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কাছে নারীর ঘরও বিপন্ন, ঘর বলে প্রকৃতপক্ষে কিছু নেই। নারীর অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ও জীবনযাপন-প্রায় সবকিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে পুরুষ। পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্পত্তিও দখল করে নিয়েছে পুরুষ। প্রবন্ধটিতে বেশ কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করে রোকেয়া দেখিয়েছেন পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বে নিজস্ব গৃহের আনন্দ ও অনুভূতি থেকে নারী প্রবলভাবে বঞ্চিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থান চিহ্নিত করে দেখিয়েছেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষ গৃহ বা ঘর প্রকৃতপক্ষে মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির স্থান।

নামকরণ ও এর সার্থকতা :

বিষয়বস্তু অনুসারে প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয়েছে 'গৃহ'। এটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের সমস্যা নিয়ে রচিত। এ রচনায় বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সমাজে নারীদের অবস্থান চিহ্নিত করেছেন। তিনি সমাজজীবনে নারী-পুরুষের তুলনামূলক চিত্র অঙ্কন করেছেন 'গৃহ' প্রবন্ধে। নারীর সত্যিই কোনো গৃহ বা ঘর আছে কি না, তা নিয়ে লেখিকা সন্দিহান। পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বে নিজস্ব গৃহের আনন্দ ও অনুভূতি থেকে নারীরা বঞ্চিত। ঘর মানে কেবল চার দেয়ালে ঘেরা একটি থাকার জায়গাই নয়, এর সাথে মানুষের আবেগ-অনুভূতি এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তারও যোগ রয়েছে। কিন্তু নারীরা ঘরকে কখনো একান্ত নিজস্ব বলে ভাবতে পারে না। চিরকাল ঘরে কাটালেও ঘর তার মনে শান্তি ও আর্থিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এভাবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নানা যুক্তিতে গৃহের অবস্থা তুলে ধরেছেন। কাজেই প্রবন্ধের নামকরণ 'গৃহ' সার্থক'ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে।

❍ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন উত্তর

১. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন কখন জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ১৮৮০ সালে ৯ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

২. রোকেয়ার স্বামীর নাম কী?

উত্তর: রোকেয়ার স্বামীর নাম সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন।

৩. 'মতিচুর' ও 'অবরোধবাসিনী' তাঁর কোন জাতীয় রচনা?

উত্তর: 'মতিচুর' ও 'অবরোধবাসিনী' তাঁর গদ্য বা প্রবন্ধ রচনা।

৪. তাঁর রচিত উপন্যাসের নাম কী কী?

উত্তর: তাঁর রচিত উপন্যাসের নাম 'সুলতানার স্বপ্ন' ও'পদ্মরাগ'।

৫. রোকেয়া কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর: রোকেয়া ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

৬. কারা স্ব স্ব গৃহে নিজেকে নিরাপদ মনে করে?

উত্তর: পশুপাখি স্ব স্ব গৃহে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

৭. কোথায় আসলে পুরুষেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে?

উত্তর: বাড়ি আসলে পুরুষেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

৮. পারিবারিক জীবনে অসুখী নারীদের কাছে গৃহ কী হতে পারে না?

উত্তর: পারিবারিক জীবনে অসুখী নারীদের কাছে গৃহ শান্তি নিকেতন হতে পারে না।

৯. রোকেয়া নারীদের কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

উত্তর: রোকেয়া নারীদের অবলার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

১০. 'গৃহ' রচনায় প্রাবন্ধিক কাদেরকে 'কূপমণ্ডুক' বলেছেন?

উত্তর: 'গৃহ' রচনায় প্রাবন্ধিক মহিলাদের 'কূপমণ্ডুক' বলেছেন।

১১. শরাফতের স্ত্রীর নাম কী ছিল?

উত্তর: শরাফতের স্ত্রীর নাম ছিল হাসিনা।

১২. জমিলার বাড়ির কক্ষগুলো কেমন ছিল?

উত্তর: জমিলার বাড়ির কক্ষগুলো 'অসূর্যস্পর্শ' ছিল। বঙ্গদেশে ১৩. বাসরঘরকে রোকেয়া কী বলে আখ্যা দিয়েছেন?

উত্তর: বঙ্গদেশে বাসরঘরকে রোকেয়া "কোহবর" বলে আখ্যা দিয়েছেন।

১৪. লেখিকা দ্বিতীয়বার কোথায় যাতায়াত করেছে?

উত্তর: লেখিকা দ্বিতীয়বার মালদহে যাতায়াত করেছে।

১৫. কার বাড়িতে কলিমের স্ত্রীর প্রবেশ নিষেধ?

উত্তর: সলিমের বাড়িতে কলিমের স্ত্রীর প্রবেশ নিষেধ

১৬. লেখিকা কাকে অনেকদিন হতে চেনে বা জানে?

উত্তর: লেখিকা রমাসুন্দরীকে অনেকদিন হতে চেনে বা জানে।

১৭. কে সব করতে জানে, কিন্তু কোন্দল করতে জানে না?

উত্তর: রমাসুন্দরী সব করতে জানে কিন্তু কোন্দল করতে জানে না।

১৮. কে পরকে আপন এবং আপনকে পর করতে জানে না?

উত্তর: রমাসুন্দরী পরকে আপন এবং আপনকে পর করতে জানে না।

১৯. কে সপত্নী-কণ্টক থেকে বিমুক্ত নয়?

উত্তর: কলিমের স্ত্রী সপত্নী-কণ্টক থেকে বিমুক্ত নয়।

২০ . অনেকের মতে, চক্ষু কীসের দর্শন?

উত্তর: অনেকের মতে, চক্ষু মনের দর্শন।

২১. খদিজার স্বামীর নাম কী?

উত্তর: খদিজার স্বামীর নাম হাশেম।

২২. হাশেম খদিজাকে কোন ধরনের জ্বালায় দগ্ধ করতেন?

উত্তর: হাশেম খদিজাকে সতিনী জ্বালায় দগ্ধ করতেন।

২৩. 'গৃহ' প্রবন্ধে লেখিকা কোন প্রবাদের ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: 'গৃহ' প্রবন্ধে লেখিকা হিন্দি প্রবাদের ব্যবহার করেছেন।

২৪. 'নিকেতন' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'নিকেতন' শব্দের অর্থ বাড়ি।

২৫. 'বিরাম' অর্থ কী?

উত্তর: বিরাম অর্থ বিশ্রাম।

২৬. অন্তঃপুর কি?

উত্তর: অন্তঃপুর হলো ভেতর-বাড়ি।

২৭. 'কূপমণ্ডুক' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'কূপমণ্ডুক' শব্দের অর্থ স্বল্পজ্ঞানী।।

২৮. অসূর্যস্পর্শ কাদের বলা হয়?

উত্তর: সূর্যের আলো যারা দেখতে পায় না তাদের অসূর্যস্পর্শ বলা হয়।

২৯. 'সওয়ারি' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'সওয়ারি' শব্দের অর্থ যাত্রী।

৩০. 'কোহ্বর' কি?

উত্তর: 'কোহবর' হলো কল্পনার স্বর্গ।

৩১. 'অমরাবতী' শব্দের অর্থ কী?

উত্তর: 'অমরাবতী' শব্দের অর্থ স্বর্গ।

➲ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর

১। অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা কেন?

- অধিকাংশ ভারত নারী অপরের অধীনে থাকে বলে গৃহসুখে বঞ্চিতা।

- ভারতবর্ষের নারীরা আবহমানকাল ধরে স্বামীর ঘরে বন্দিনী জীবন-যাপন করেন। তাদের নিজস্ব কোনো চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করার মতো শক্তি নেই। পুরুষশাসিত সমাজের নিয়মনীতি তাদেরকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পারিবারিক জীবনে তারা কখনোই সুখী নয়। স্বামীর যাবতীয় অন্যায় আবদার তাদেরকে বিনা বাক্যে মেনে চলতে হয়। এসব কারণে ভারতবর্ষের নারীরা গৃহসুখ থেকে সর্বদা বঞ্চিতা।

২. 'গৃহ' রচনায় লেখিকা মহিলাদেরকে 'কূপমণ্ডুক' বলেছেন কেন?

- মহিলাদের স্বল্পজ্ঞান ও ঘরের ভেতরেই অবস্থান করায় লেখিকা তাদেরকে 'কূপমণ্ডুক' বলেছেন।

- ভারতবর্ষের মহিলারা ঘরের ভেতরেই চার দেয়ালের মাঝে সারাক্ষণ অবস্থান করেন। স্বাধীনতা বলতে যা বুঝায় তা তাদের জীবনে নেই। পরাধীন জীবন-যাপন করতে করতে তাদের ভেতরের জ্ঞান দিন দিন স্বল্পতর হয়ে গেছে। নিজস্ব চিন্তা-চেতনা দ্বারা তারা কিছু করবে সে অধিকারটুকুও তারা দিন দিন হারিয়ে। ফেলে। কুয়ার ব্যাঙ যেমন সাগরের গভীরতা মাপতে জানে না তেমনি আমাদের দেশের মহিলারাও বাইরের বিস্তৃত উদার জগৎ হতে সর্বদা বঞ্চিত। এজন্য লেখিকা এদেশের মহিলাদেরকে 'কূপমণ্ডুক' বলে অভিহিত করেছেন।

৩. লেখিকা এদেশে বাসরঘরকে 'কোহবর' বলেছেন কেন?

- বাসরঘর হলো একজন নারী ও পুরুমের অতি আকাঙ্ক্ষিত ঘর কিন্তু বঙ্গনারীদের বেহাল দশা দেখে লেখিকা এদেশের বাসরঘরকে 'কোহবর' বা কল্পনার স্বর্গ বলেছেন।

- লেখিকা বলেছেন, মানুষের সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় হলো বসবাস করার ঘর। সেখানে নারী-পুরুষেরা অতি সুখে আরাম- আয়েশ ও বিশ্রাম নেন। কিন্তু এদেশের নারীরা ঘরের চার দেয়ালের মাঝে বন্দিত্ব জীবনযাপন করে। লেখিকা আক্ষেপ করে বলেছেন, কেবল চার প্রাচীরের ভেতর থাকলেই গৃহে থাকা হয় না। গৃহে শুধু মানুষই থাকে না সেখানে এক পাল ছাগল, হাঁস ও কুকুরও থাকে। সাথে থাকে একদল স্ত্রীলোক। অথচ স্ত্রীলোকেরা বন্দিনী। এজন্য লেখিকা এদেশে বাসরঘরকে 'কোহবর' বলেছেন।

৪। "এদেশে বাসরঘরকে 'কোহত্বর' বলে, কিন্তু কবর বলা উচিত!!"- কথাটি বুঝিয়ে বল।

- লেখক বাসরঘরকে মূলত বন্দি জীবন বুঝাতে আলোচ্য কথাটি বলেছেন।

- কোহ্বর ফার্সি শব্দ। এর অর্থ কল্পনার স্বর্গ। বাসরঘর তথা বিবাহিত যুবক-যুবতীর প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে যে মধুময় রাতে, তাকে বঙ্গা কোহবর ফার্সি শব্দ। এক্টাবর তারহাবলা উচিত। কিন্তু এদেশে নারীরা এই বাসররাতের মাধ্যমে শুরু করে তাদের বন্দি জীবন। তাই লেখিকা এ রাতকে কবর বলতে চেয়েছেন।

৫। "বাড়ির প্রকৃত কর্তা স্বামী, পুত্র, দেবর, জামাতা ইত্যাদি হন।"- ব্যাখ্যা কর।

- আলোচ্য বাক্যে পুরুষের কর্তৃত্বকে বুঝানো হয়েছে। গৃহ বা বাড়ির মধ্যে নারী-পুরুষ উভয়ে বসবাস করে। সেখানে স্বামীর পাশে স্ত্রী থাকে, ভাইয়ের সাথে বোন থাকে, পিতার পাশে মাত্রা থাকে। কিন্তু বাড়ির কর্তা বা মালিক থাকে শুধু স্বামী, ভাই, পিতা তথা পুরুষ সদস্যগণ। নারীসদস্য সেখানে বন্দি জীবনযাপন করে। তাই এরূপ বলা হয়েছে।

৬। "ঘর কি জ্বলি বনমে গেয়ী-বনমে লাগি আগ।"- এখানে কার সম্পর্কে, কী বলা হয়েছে?

- "ঘর কি জ্বলি বনমে গেয়ী-বনমে লাগি আগ।" এখানে এদেশের বিধবাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

- এটি একটি হিন্দি প্রবাদ। এর অর্থ হচ্ছে- গৃহে দগ্ধ হয়ে বনে গেলাম, বনে লাগল আগুন। হিন্দু নারী বিধবা হলে স্বামীর ঘরে আশ্রয় পায় না। বাধ্য হয়ে সে পিতা বা ভ্রাতার আশ্রয়ে আসে। কিন্তু এখানেও সে শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। তাই একথা বলা হয়েছে।

৭। 'সকলেরই গৃহ আছে, নাই কেবল আমাদের'- ব্যাখ্যা কর।

- উক্তিটি দ্বারা গৃহের অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীর হৃদয়ের মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

- আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থা পুরুষতান্ত্রিক। নারীকে দেখা যায় পুরুষের আশ্রিতা হিসেব। এ কারণে নারী কখনোই গৃহকে আপন

করে নিতে পারে না। দাবি নিয়ে বলতে পারে না- এ আমার ঘর। অথচ প্রানিজগতের প্রত্যেক প্রাণীরই শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির একটি স্থায়ী ঠিকানা আছে। নারীর এ হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে উদ্দীপকের উক্তিটিতে।

৮। জমিলা বাড়ির বাইরে না যাওয়াকে বংশগৌরব মনে করেন কেন?

- চেতনাবোধের অভাবে জমিলা বাড়ির বাইরে না যাওয়াকে বংশগৌরব মনে করেন।
- প্রাবন্ধিকের সাথে কথা প্রসঙ্গে জমিলা জানান, তারা কোনো কালে বাড়ির বাইরে যায় না এবং এটি তাদের বংশগৌরব। আপাতদৃষ্টিতে জমিলা বাড়ির বাইরে না যাওয়াকে আভিজাত্য মনে করলেও এখানে তার কূপমণ্ডুকতা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত জমিলার অজ্ঞতাই তাকে ভ্রান্ত সংস্কারে বিশ্বাসী করে তুলেছে। এজন্য জমিলা বাড়ির বাইরে না যাওয়াকে বংশগৌরব মনে করে।

৯। কলিমের স্ত্রীকে কখনো প্রফুল্লমুখী দেখা যায় না কেন?

- ভগ্নী-বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় কলিমের স্ত্রীকে প্রফুল্লমুখী দেখা যায় না।

  করিম ভায়রা ভাইয়ের সাথে বিবাদ করায় তার স্ত্রী স্বীয় ভগ্নীর সাথে দেখা করতে পারে না। ইচ্ছা করলেও ভগ্নীকে তার কাছে আনতে পারে না। কারণ কলিমের স্ত্রী স্বামীর অধীন। স্বামীর আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা তার নেই। ভগ্নী বিচ্ছেদের যন্ত্রণা কলিমের স্ত্রীকে প্রফুল্লমুখী দেখা যায় না।

১০। 'হায়! বাটী যে কলিমের।' প্রাবন্ধিকের এরূপ আক্ষেপের কারণ ব্যাখ্যা কর।

- প্রাবন্ধিক নারীর পরাধীনতাকে বুঝাতে আক্ষেপটি করেছেন।

  পিতৃমাতৃহীনা অবলা কলিমের স্ত্রী একমাত্র ভগ্নী বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় জর্জরিত। ভগ্নীর কাছে যাওয়া বা ভগ্নীকে কাছে আনার ক্ষমতা তার নেই। স্বামীর আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ তাকে করে রেখেছে ক্ষমতাশূন্য ঘরের সামগ্রী। কলিমের স্ত্রীর এই পরাধীনতাকে বুঝাতে প্রাবন্ধিক আপেক্ষপটি করেছেন।

১১। 'তখনও আমরা অভিবাকদের বাড়িতেই থাকি।'- ব্যাখ্যা কর।

- আলোচ্য উক্তিটিতে নারীদের পরনির্ভরশীলতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।
- পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা সব সময়ই পরনির্ভরশীল। যার ফলে নারীরা ইচ্ছে করলেই বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় অন্য কোথাও চলে যেতে পারে না। তাই তারা শত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করেও গৃহেই অবস্থান করে। অর্থাৎ নারী যে সর্বোতভাবেই পুরুষের করুণাশ্রয়ী ও পরনির্ভরশীল আলোচ্য উক্তিতে তা-ই বুঝানো হয়েছে।

১। সাথী তার স্বামীর সাথে ভাড়া বাড়িতে থাকে। সে চায় তার স্বামী একটি বাড়ি তৈরি করুক। কারণ সে নিজের বাড়িতে থাকার মজা 'অনুভব করতে চায়'। কেননা নিজের বাড়ি শুধু বাড়ি নয় এর সাথে জড়িয়ে থাকে অনেক সুখ-দুঃখ, ভালো লাগা-মন্দ লাগা ভালোবাসা।

(ক) 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? (বিএমটি-২০২৩)

(খ) কক্ষগুলো 'অসূর্য্যস্পশ্য' বলিয়া বোধ হইল কেন? [বিএমটি-২০২৩]

(গ) উদ্দীপকটি 'গৃহ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশাপূর্ণ? [বিএমটি-২০২৩]

(ঘ) উদ্দীপকটি আলোচ্য প্রবন্ধের একটি অংশ মাত্র অন্তব বিশ্লেষণ কর। [বিএমটি-২০২৩]

》 ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

- 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থটির রচয়িতা বেগম রোকেয়া সাখাওয়া হোসেন।

খ. কক্ষগুলো 'অসূর্য্যস্পশ্য' রলিয়া বোধ হইল কেন?

- কক্ষগুলোতে সূর্যের আলো প্রবেশ না করায় কক্ষগুলো অসূর্যশ বলে বোধ হলো।
- 'গৃহ' প্রবন্ধের জমিলাদের ঘরগুলো এমনভাবে নির্মিত যে, কোনো ঘরের মাঝে সামান্যতম ফাঁক-ফোঁকর নেই। কক্ষগুলোতে তেমন দরজা জানালা নেই। যদি আছে তবুও সেখানে পর্দা দ্বারা এমনভাবে আবৃত যে, বাইরের কোনো আলো-বাতাস প্রবেশ

করতে পারে না। কক্ষগুলোর এমন অবস্থা দেখে লেখিকা কক্ষগুলোকে 'অসূর্যস্পর্শা' বলে বোধ করেন।

গ. উদ্দীপকটি 'গৃহ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? লেখ।

- উদ্দীপকটি 'গৃহ' প্রবন্ধের সঙ্গে স্বামীর বাড়িকে আপন বাড়ি ভাবনার দিক হতে সাদৃশ্যপূর্ণ। বাঙালি নারীদের কাছে স্বামীগৃহ অত্যন্ত আপন ও কাছের বলে মনে হয়। শত আপদ-বিপদেও তারা স্বামীগৃহকে ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না। পরিবারের যাবতীয় ঝড়ঝঞ্ঝা তারা জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করে। স্বামীগৃহকেই তারা জীবনের শেষ সম্বল বলে মনে করে।

- উদ্দীপকের সাথী তার স্বামীর সঙ্গে ভাড়া বাড়িতে থাকে। তার মনের বাসনা স্বামী একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করুক। সে চায় স্বামীর তৈরি বাড়িতে স্বামীর সঙ্গে সুখে-দুঃখে একত্রে বসবাস করতে। কারণ সাথী স্বামীর বাড়িকেই আপন গৃহ বলে মনে করে। সুখে-দুঃখে, ভালো লাগা-মন্দ লাগা সব মিলিয়ে সে স্বামীর বাড়িতেই থাকতে চায়। 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখিকাও বাঙালি নারীদের এমনি একটি নিরাপদ গৃহের কথা বলেছেন যে গৃহে স্ত্রীর স্বাধীনতা থাকবে। স্ত্রীরা স্বামীগৃহকে আপন গৃহ বলে মনে করবে। সুতরাং এদিক বিবেচনায় বলা যায়, উদ্দীপকের সঙ্গে 'গৃহ' প্রবন্ধে স্বামীগৃহকে আপন ও নিরাপদ আবাসস্থলের দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকটি আলোচ্য প্রবন্ধের একটি অংশ মাত্র কর। মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর?

- উদ্দীপকটি 'গৃহ' প্রবন্ধের একটি অংশমাত্র প্রবন্ধের আলোকে যথার্থ। মন্তব্যটি 'গৃহ'

- বাঙালি নারীরা চায় স্বামীসুখ। স্বামীগৃহে গিয়েই তারা স্বামীর ঘরকে আপন করে সাজিয়ে নিতে চায়। এমনি একজন নারী হলো উদ্দীপকের সাথী।

- উদ্দীপকের সাথীর প্রত্যাশা নিজের স্বামী ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নিজস্ব বাড়ি তৈরি করুক। সেই বাড়িতে সে সুখে-দুঃখে স্বামীকে নিয়ে বসবাস করতে চায়। সাথীর ভাবনা স্বামীগৃহের সাথে জড়িয়ে থাকে সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা। 'গৃহ' প্রবন্ধেও লেখিকা বঙ্গ নারীদের জন্য এমন একটি নিরাপদ, স্বাধীন ও ভালোবাসার ঘরের কথা বলেছেন। লেখিকা প্রত্যাশা করেন, বাঙালি নারীদের এমন একটি গৃহ হবে যেখানে স্বামী, সন্তান ও পরিজন নিয়ে তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। উদ্দীপকে শুধু বাঙালি নারীদের স্বামীগৃহকে আপন গৃহ বলে মনে করার দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে, যা 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখিকারও প্রত্যাশিত গৃহ। তবে এছাড়াও 'গৃহ' প্রবন্ধে পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের অবস্থান, নারীর প্রতি অবিচার, নারী শিক্ষার অভাব, অধিকার আদায়ে নারীদের সংকীর্ণমনাসহ নানা দিক প্রতিফলিত হয়েছে, যা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। এসব কারণেই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

২। রাজপ্রাসাদগুলি পরিদর্শন করবার সময় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাজপ্রাসাদগুলি কেবল রাজপ্রাসাদ নয়, সেগুলির প্রত্যেকটি এক একটি পুরুষ-নারীর দুঃখ-সুখের নীড়। 'Home'। ইংরেজি 'Home' কথাটির ভারতীয় কোনো প্রতিশব্দ নেই, কেননা 'Home' কেবল গৃহ নয়, একটি নারীর ও একটি পুরুষের কাঠ পাথরের রূপা গুঁরিত প্রেম।

(ক) শরাফত পেশায় কী ছিল? [বিএমটি-২০২৩]

(খ) প্রবন্ধে যে রাজবাড়ির কথা বলা হয়েছে, তার বর্ণনা দাও। [বিএমটি-২০২৩]

(গ) উদ্দীপকটি 'গৃহ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ? [বিএমটি-২০২৩]

(ঘ) উদ্দীপকটি আলোচ্য প্রবন্ধের একটি অংশ মাত্র মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

》 ২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. শরাফত পেশায় কী ছিল?

- শরাফত পেশায় একজন উকিল ছিলেন।

খ. প্রবন্ধে যে রাজবাড়ির কথা বলা হয়েছে, তার বর্ণনা দাও।

- প্রবন্ধে যে রাজবাড়ির কথা বলা হয়েছে তা কবি বর্ণিত অমরাবতীর মতো মনোহর।

- প্রাবন্ধিক একবার রাজার অনুপস্থিতে রাজবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই রাজবাড়ির বৈঠকখানা বিভিন্ন মূল্যবান

সাজসজ্জায় ঝলমলে ছিল। এদিকে সেদিকে ৫/৭ খান রজত আসন শূন্য হৃদয়ে রাজাকে আহবান করছিল। রানির ঘর কয়খানাতেও টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সাজসজ্জা আছে। কিন্তু সেগুলোর ওপর ধুলোর স্তর পড়েছে।

গ. উদ্দীপকটি 'গৃহ' প্রবন্ধের সঙ্গে কীভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ।

- উদ্দীপকটি 'গৃহ' প্রবন্ধের সঙ্গে গৃহের গুরুত্বের দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ। 'গৃহ' মানুষের পরম আশ্রয়ের স্থান। গৃহে অবস্থান করলে মানুষ পরম প্রশান্তি অনুভব করে। তাই মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, গৃহে ফেরার জন্য তার মন আকুল হয়ে ওঠে।
- উদ্দীপকে রাজপ্রাসাদ ভ্রমণের কথা বলা হয়েছে। যেখানে ঘুরে ঘুরে দেখার সময় লেখকের মনে হয়েছে প্রাসাদগুলোর প্রতিটি একটি পুরুষ ও একটি নারীর সুখ-দুঃখের নীড়। যাকে লেখক Home বলে উল্লেখ করেছেন। Home বলতে তিনি কেবল গৃহ নয় একটি নারী ও একটি পুরুষের কাঠ-পাথরে রূপান্তরিত প্রেমকে বুঝিয়েছেন।
- অন্যদিকে 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখকও গৃহের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। ইংরেজিতে Home বলতে যা বোঝায়, গৃহ শব্দটি দ্বারা প্রাবন্ধিক তাই বোঝাতে চেয়েছেন। প্রাবন্ধিকের মতে, যেখানে নারীর আরাম ও মানসিক শান্তি পাওয়া যায় তাই গৃহ। উদ্দীপক ও গৃহ প্রবন্ধ উভয় জায়গায় গৃহের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটি 'গৃহ' প্রবন্ধের সঙ্গে গৃহের গুরুত্বের দিক দিয়ে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপকটি, আলোচ্য প্রবন্ধের একটি অংশ মাত্র- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

- উদ্দীপকটি আলোচ্য প্রবন্ধের একটি মাত্র অংশ- মন্তব্যটি যথার্থ। গৃহহীন মানুষই কেবল বুঝতে পারে গৃহের গুরুত্ব কতটুকু। গৃহ না থাকলে মানুষের জীবনের সব সুখ হারিয়ে যায়। গৃহ মানুষকে যতটুকু প্রশান্তি দিতে পারে, অন্য কোনো সম্পদে তা পাওয়া সম্ভব নয়।
- উদ্দীপকে রাজপ্রাসাদ পরিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। রাজপ্রাসাদগুলো শুধু রাজপ্রাসাদই নয়, সেগুলোর প্রত্যেকটি একটি পুরুষ ও একটি নারীর সুখ-দুঃখর নীড়, এক একটি Home। এ Home কেবল গৃহ নয়, একটি নারীর ও একটি পুরুষের রূপান্তরিত প্রেম। এককথায় উদ্দীপকের লেখক গৃহের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন নর-নারীর জীবনে। 'গৃহ' প্রবন্ধেও আমরা গৃহের গুরুত্বের কথা জানতে পারি। ইংরেজিতে Home বলতে যা বোঝায়, 'গৃহ' শব্দটি দ্বারা প্রবন্ধিক তাই বোঝাতে চেয়েছেন।
- 'গৃহ' প্রবন্ধে গৃহের গুরুত্বের পাশাপাশি নারীর প্রতি অবহেলা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজচিত্র, নারীর প্রতি পুরুষের মনোভাব প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। কিন্তু উদ্দীপকে কেবল গৃহের গুরুত্বের কথা প্রকাশ পেয়েছে। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

৩। এমন একটা সময় ছিল যখন বঙ্গদেশের নারীদের আপন নিবা বলতে যা বুঝায়, তা ছিল না। মহিলারা স্বামিগৃহে গিয়ে প্রতিনিয়ল অপমান আর লাঞ্ছনার শিকার হতো। তাদেরকে ঘরে গান দেয়ালের মাঝে বন্দি করে রাখা হতো। পুরুষেরা যখন পৃথিবী-দৈর্ঘ্য মাপতেন, নারীরা তখন একটা রুমালের দৈর্ঘ্য মাপতেন স্বামীর ঘর নিজের ঘর একথা রমণীগণ ভাবতেই পারতেন না তাদেরকে অন্তঃপুর ছাড়া বাইরে আসতে দেওয়া হতো না। কুমারী বিধবা, সধবা সকল শ্রেণির অবলার অবস্থাও ছিল শোচনীয়।

ক. অন্তঃপুর শব্দের অর্থ কী?

খ. অধিকাংশ ভারতনারী গৃহসুখে বঞ্চিতা ছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকের চিত্রে 'গৃহ' প্রবন্ধের কোন চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'কুমারী, সধবা, বিধবা সকল শ্রেণির অবলার অবস্থাই দিন শোচনীয়'- উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

》 ৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. অন্তঃপুর শব্দের অর্থ কী?

- 'অন্তঃপুর' শব্দের অর্থ ভেতর-বাড়ি।

খ. অধিকাংশ ভারত নারী গৃহসুখে বঞ্চিতা ছিলেন কেন?

- অধিকাংশ ভারত নারী অপরের অধীনে থাকেন বলে তারা গৃহসুখে বঞ্চিতা।
- ভারতবর্ষের নারীরা আবহমানকাল ধরে স্বামীর ঘরে বন্দিনী জীবন-যাপন করেন। তাদের নিজস্ব কোনো চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা

প্রকাশ করার মতো শক্তি নেই। পুরুষশাসিত সমাজের নিয়মনীতি তাদেরকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পারিবারিক জীবনে তারা কখনোই সুখী নয়। স্বামীর যাবতীয় অন্যায় আবদার তাদেরকে বিনা বাক্যে মেনে চলতে হয়। এসব কারণে ভারতবর্ষের নারীরা গৃহসুখ থেকে সর্বদা বঞ্চিতা।

গ. উদ্দীপকের চিত্রে 'গৃহ' প্রবন্ধের কোন চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

- উদ্দীপকের চিত্রে 'গৃহ' প্রবন্ধের নারী বঞ্চনার ও বন্দিত্ব জীবনযাপনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

তৎকালীন সময়ে নারী স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না। সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হলেও নারীদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।তারা প্রতিনিয়ত স্বামী-সংসার থেকে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হয়েছে। এমনি চিত্র উদ্দীপক ও 'গৃহ' প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে।

- উদ্দীপকে তৎকালীন সময়ের বঙ্গদেশের নারী সমাজের বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার চিত্র ফুটে উঠেছে। এমন একটা সময় ছিল যখন বঙ্গদেশের নারীদের আপন গৃহ বলতে যা বুঝায় তা ছিল না। নারীরা পুরুষশাসিত সমাজের দ্বারা প্রতিনিয়ত অপমানিত হতো। তাদেরকে বাড়ির বাইরে আসতে দেওয়া হতো না। পুরুষ সমাজ যখন পৃথিবীর দৈর্ঘ্য নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেন তখন এদেশের নারী সমাজ গৃহে একটা রুমালের উপর সুঁই সুতা নিয়ে নকশা কাটতেন। এমনি হতাশাব্যঞ্জক চিত্র লক্ষ করা যায় 'গৃহ' প্রবন্ধে।

- সেখানেও নারীদের বন্দিত্ব জীবনের করুণ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। নারীরা একবার শ্বশুরবাড়ি প্রবেশ করলে তাদেরকে আর গৃহের বাইরে আসতে দেওয়া হতো না। এমনকি নিকট আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতেও তারা যেতে পারতো না। খাবার, পোশাক, অলংকার কমতি না থাকলেও তাদের মনের সুখ-শান্তি ছিল না। শত অত্যাচার, নিপীড়ন সহ্য করে তারা স্বামিগৃহে পড়ে থাকতো। পুরুষ পড়ে থাকতো বাইরের জীবন ও জগৎ নিয়ে আর যেখানে নারীরা গার্হস্থ্য ও ব্যবহারিক জীবনে সীমাবদ্ধ থাকতো। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি আসলে পুরুষের আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠিত করত আর নারীকে করে তুলত ঘরের সামগ্রী। নারীরা স্বামীর ঘরকে আপন করে নেয়ার সাহসও পেত না। তাই এসব দিক বিবেচনায় বলা যায় , উদ্দীপকে 'গৃহ' প্রবন্ধের নারী বঞ্চনা ও নারীদের বন্দিত্ব জীবনযাপনের চিত্রই ফুটে উঠেছে।

ঘ. 'কুমারী, সধবা, বিধবা সকল শ্রেণির অবলার অবস্থাই ছিল শোচনীয়'- উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

- 'কুমারী-সধবা-বিধবা সকল শ্রেণির অবলার অবস্থা ছিল শোচনীয়'- উক্তিটি যথার্থ।

- পুরুষশাসিত সমাজে সকল শ্রেণির নারীর জীবন ছিল পরাধীন। নারীদের কোনো ধরনের স্বাধীনতা ছিল না। তারা ছিল পুরুষের ভোগের সামগ্রী। পুরুষেরা নারীদের নিয়ে যেমন খেলত; নারীরা তেমনি খেলার পুতুল হয়ে জীবনযাপন করতেন। এমনি করুণ চিত্র লক্ষ করা যায় উদ্দীপক ও 'গৃহ' প্রবন্ধে।

- উদ্দীপকে ভারতবর্ষের নারীদের লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, হতাশা ও বন্দি জীবনযাপনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সে সময়ে নারী স্বাধীনতা বলতে কিছুই ছিল না। নারীরা ঘরের চার দেয়ালের মাঝে বন্দি হয়ে ঢুকরে ঢুকরে কাঁদত। শুধু বিবাহিত নারীই নয় কুমারী নারীরাও পিতৃগৃহে সুখে-শান্তিতে ছিলেন না। 'গৃহ' প্রবন্ধে এসব শ্রেণির নারীদের করুণ কাহিনি তুলে ধরেছেন লেখিকা রোকেয়া। তিনি দেখিয়েছেন, বঙ্গদেশের নারীদের কী বেহাল দশা। তাদেরকে যে কক্ষে থাকতে দেওয়া হতো সেই কক্ষে কোনো আলো-বাতাস প্রবেশ করত না। তাদের অন্ন, বস্ত্র, অলংকারের কোনো অভাব ছিল না; ছিল না শুধু মনের সুখ। শারীরিক ও মানসিকভাবে তারা সর্বদা লাঞ্ছিত হতো, অধিকাংশ নারী ছিল গৃহসুখে বঞ্চিতা।

- উদ্দীপক ও 'গৃহ' প্রবন্ধ তুলনামূলক আলোচনা করে বলা যায়, রোকেয়া সাখাওয়াতের সমসাময়িক সময়ে বঙ্গদেশের নারীদের অবস্থা ভালো ছিল না। কুমারী নারীরা পিতৃগৃহে ছিল বন্দি, তাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। স্বামী থেকেও এক শ্রেণির নারী বৈধব্য জীবনযাপন করতেন। বিধবা নারীরা স্বামীর সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতো। স্বামিগৃহে থাকলেও তারা স্বামীর ঘরকে আপন নিবাস বলতে সাহস পেতো না। গৃহ তাদের কাছে কারাগার তুল্য মনে হতো। তাই সার্বিক বিবেচনায় বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

৪। মাতৃহীনা বন্যা শিক্ষিত বাবার আদর্শে লালিত-পালিত একমাত্র কন্যা। সতেরো বছর বয়সে তার বিবাহ হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের শিক্ষিত ছেলে রুবেলের সাথে। বড় আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বধূবেশে বন্যা শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করে। এক মাস অতিবাহিত না হতেই বন্যার শ্বশুর-শাশুড়িরা তার উপর শুরু করে নির্যাতনের খড়গ।

তাকে অন্তঃপুরে বন্দি করে তার কথাবার্তা, চাল-চলন ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। স্ত্রীর উপর এমন নির্যাতন দেখে রুবেল কোনো প্রতিবাদ করে না। কেননা রক্ষণশীল পরিবারে বন্যার স্বামী অসহায়।

ক. এদেশের বাসরঘরকে লেখিকা কী বলে অভিহিত করেছেন?

খ. বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদের লেখিকা 'বন্দিনী' বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের রুবেলের পরিবারটি 'গৃহ' প্রবন্ধের কোন পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? আলোচনা কর।

ঘ. 'কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয় না' প্রবন্ধের এ উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

》 ৪ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. এদেশের বাসরঘরকে লেখিকা কী বলে অভিহিত করেছেন?

- এদেশের বাসরঘরকে লেখিকা 'কোহবর' বলে অভিহিত করেছেন।

খ. বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদের লেখিকা 'বন্দিনী' বলেছেন কেন?

- বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকেরা ঘরের চার দেয়ালের মাঝে বন্দিত্ব জীবনযাপন করায় লেখিকা তাদেরকে 'বন্দিনী' বলেছেন।
- বঙ্গদেশের বিবাহিত নারীরা স্বামিগৃহকে আপন গৃহ বলে ভাবতে সাহস পায় না। কারণ পুরুষশাসিত সমাজে সে গৃহের কর্তা তাদের স্বামী। স্বামিগৃহে তারা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারে না। নিজের ইচ্ছেমতো তারা ঘরের বাইরেও যেতে পারে না। তারা তাদের স্বামীর হাতের পুতুল মাত্র। স্বামীর ইচ্ছেমতো তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। স্বামীর ইচ্ছের বাইরে গিয়ে তারা মা-বাবা কিংবা কোনো নিকটাত্মীয়ের বাড়িতেও যেতে পারে না। এসব কারণে লেখিকা বঙ্গদেশের স্ত্রীলোকদের 'বন্দিনী' বলেছেন।

গ. উদ্দীপকের রুবেলের পরিবারটি 'গৃহ' প্রবন্ধের কোন পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? আলোচনা কর।

- উদ্দীপকের রুবেলের পরিবারটি 'গৃহ' প্রবন্ধের শরাফত উকিলের পরিবারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্ন নিয়ে নারীরা শ্বশুরবাড়িতে প্রবেশ করে। স্বপ্ন তাদের একটাই স্বামী-সন্তান-সন্ততি নিয়ে সুখে শান্তিতে থাকবেন। উদ্দীপক ও 'গৃহ' প্রবন্ধে এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়।
- উদ্দীপকের রুবেলের পরিবারটি ছিল রক্ষণশীল। এ পরিবারটি নানা ধরনের কুসংস্কার আর নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ। স্ত্রীরা অপমানিত আর লাঞ্ছিত হলেও বাবা-মায়ের সামনে তারা প্রতিবাদ করার সাহস পেত না। যেমনটি রুবেলের ক্ষেত্রে দেখা যায়। রুবেলের স্ত্রী বন্যার উপর পরিবার থেকে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও লাঞ্ছনা-বঞ্চনা করা হলেও রুবেল তার কোনো প্রতিবাদ করেন নি। সবকিছু নির্বাক পুতুলের মতো মুখ বুঝে সহ্য করেছে। এমনি হাজার চিত্র বঙ্গদেশের নানা পরিবারে লক্ষ করা যায়।
- 'গৃহ' প্রবন্ধেও শরাফত উকিলের পরিবারের হতাশাব্যঞ্জক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। শরাফত উকিলের পরিবারটি যৌথ বড় পরিবার। প্রত্যেকের ঘরগুলো এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যে এক রুম থেকে অপর রুমে যাওয়া যায়। তাদের বাড়ির মহিলাদের ঘরের বাইরে যেতে দেওয়া হতো না। ফলে তাদের কোনো সওয়ারিরও প্রয়োজন পড়ত না। ঘরের চার দেয়ালের মাঝে নারীরা বন্দিত্ব জীবন-যাপন করতেন। নারীরা যে কক্ষে বসবাস করতেন সেই কক্ষগুলোতে আলো-বাতাসের প্রবেশ ছিল না বলে 'অসূর্যস্পর্শ' বলে মনে হতো। যে কক্ষে তাদের বধূ থাকতো সেই দ্বারটি সব সময় বন্ধ রাখা হতো। নারীদের বাইরে না যাওয়াটা ছিল শরাফত উকিলের বাড়ির বংশগৌরব। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রুবেলের পরিবারটির সাথে 'গৃহ' প্রবন্ধটির সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. 'কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয় না' প্রবন্ধের এ উক্তিটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

- 'কেবল চারি প্রাচীরের ভিতর থাকিলেই গৃহে থাকা হয় না। - উক্তিটি উদ্দীপক ও প্রবন্ধের আলোকে যথার্থ।
- বাংলার নারীরা চায় স্বামিসুখ। স্বামিগৃহে গিয়ে তারা স্বামীর ঘরকে আপন করে সাজিয়ে নিতে চায়। কিছু নারীর কপালে এ সুখ জোটে আবার কিছু নারী ভাগ্যদোষে এমন সুখ-শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়। এমনি বঞ্চিতা ও ভাগ্যহীনা নারী হলেন উদ্দীপকের বন্যা ও 'গৃহ' প্রবন্ধের নারীরা।

- উদ্দীপকের বন্যা অনেক সুখ আর আশা নিয়ে প্রবেশ, করেছিলেন স্বামিগৃহে। স্বপ্ন ছিল স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে-শান্তিতে থাকবেন। কিন্তু বিবাহের এক মাসের মধ্যেই তার কপালে সুখ সইল না। শ্বশুর-শাশুড়িরা বন্যাকে প্রতিনিয়ত অপমান করতো। তাকে বাড়ির বাইরে যেতে দেয়া হতো না। এমনকি তার নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে তনের সম্পর্ক রাখতেও নিষেধ করা হয়। এমনি মানসিক নির্যাতনের শিকার হলেন বন্যা। এ ধরনের চিত্র লক্ষ করা যায় 'গৃহ' প্রবন্ধের নারী সমাজে। সেখানেও নারীরা স্বামীর ঘরকে আপন করে নিতে পারে নি। স্বামীর অভিভাবকত্বে নারীর কোনো স্বাধীনতাই ফি না। নারীরা সেখানে ছিল পুরুষের ভোগের সামগ্রী। তাদেয়ার পুরুষেরা ঘরের চার দেয়ালের মাঝে বন্দি করে মানসিক যক্ষ্মণর মধ্যে রাখতো। সপত্নী-কণ্টক থেকে তারা কখনোই বিমুক্ত হিচ্ছে না।

- উদ্দীপক ও 'গৃহ' প্রবন্ধের তুলনামূলক বিশ্লেষণে বলা যায় সে তৎকালীন সময়ে এবং বর্তমানেও বাংলার নারী সমাজ কখনোর স্বাধীন ছিল না। তারা ছিল পুরুষের হাতের পুতুল। তাদেরকে গার্হস্থ কাজকর্মে নিয়োজিত রাখা হতো। পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষেরা যা করত বাড়ির মালিক তারাই। পরিবারের অন্য লোকেরা তাদে আশ্রিতা। নারীদের তাই পুরুষেরা ঘরের চার দেয়ালের মাঝে বঁধ করে রাখত। বন্দি নারীদের ছিল না কোনো শারীরিক ও মানসিং শান্তি। তাই নারীরা কখনো স্বামিগৃহকে আপন নিবাস বলতে সাহস পেতো না। যা উদ্দীপকের বন্যার জীবনেও ঘটেছে। এজন্যই বল যায়, প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ হয়েছে।

৫। জুঁইকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে বনেদি ঘরে। সুশিক্ষিত জুঁই স্বামী, সংসারে স্বাধীনভাবে বসবাস করছেন। চাকরির পাশাপাশি সে ঘরকন্নার কাজও করেন। সব কাজকর্মে শ্বশুরবাড়ির লোকজ সবাই সহযোগিতা করেন। সবাই তাকে ভালোবাসেন। তিনি আত্মনির্ভরশীল ও পরিতৃপ্ত।

ক. কাকে বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়?

খ. রানীকে দেখে লেখিকা হতাশ হয়েছিলেন কেন?

গ. উদ্দীপকের জুঁইয়ের মধ্যে 'গৃহ' প্রবন্ধের কোন দিকটি অনুপস্থিত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উদ্দীপকের জুঁইই 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখিকার মানসপ্রতীমা- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

》 ৫ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. কাকে বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়?

- বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনকে নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়।

খ. রানীকে দেখে লেখিকা হতাশ হয়েছিলেন কেন? নারীর সাজসজ্জা ও বেশভূষা দেখে লেখিকা হতাশ হয়েছিলেন।

- লেখিকারা রাজবাড়িতে গিয়ে দেখলেন বাড়িখানি অমরাবতীর ন্যায় মনোহর। বৈঠকখানা বিবিধ মূল্যবান সাজসজ্জায় ঝলমল করছে। রানীর ঘরখানাও টেবিল, টিপাই, চেয়ার ইত্যাদি আসবাবপত্র সুসজ্জিত। রাজার বৈঠকখানা দেখে লেখিকা রানী সম্বন্ধে যেরূপ মূর্তি কল্পনা করেছিলেন, রানীকে দেখার পর তার ভুল ভেঙে যায়। কাঁরণ রানী পরমা সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও তার পরনে সামান লালপেড়ে বিলাতি ধুতি; মাথায় রুক্ষ কেশের জটা; মনে হয় পনেরো দিন রানীর মাথায় তেল স্পর্শ করে নি। রানীর এমনি বেহাল দশা অবলোকন করে লেখিকা হতাশ হয়েছিলেন।

গ. উদ্দীপকের জুঁইয়ের মধ্যে 'গৃহ' প্রবন্ধের কোন দিকটি অনুপস্থিতা ব্যাখ্যা কর।

- উদ্দীপকের জুঁইয়ের মধ্যে 'গৃহ' প্রবন্ধের স্বাধীনতা অনুপস্থিত। বর্তমান যুগে নারীরা আর কুলবৌয়ের মতো পুরুষের সব কথা বিনা বাক্যে মেনে নেয় না। তারা আজ শিক্ষিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার জানে কীভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হয়। এমনি স্বাধীনচেতা ও আত্মনির্ভরশীল নারী হলেন উদ্দীপকের জুঁই।

- উদ্দীপকের জুঁই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক নারী। তার বিয়ে হয় এক সম্ভ্রান্ত বনেদি ঘরে। সুশিক্ষিত জুঁই স্বামী-সংসারে স্বাধীনভাবে বসবাস করছে। স্বামী-সংসারের কোনো প্রতিবন্ধকতা তাকে সহ্য করতে হয় না। চাকরির পাশাপাশি সে শ্বশুরবাড়ির গৃহস্থালি যাবতীয় কাজকর্ম করেন। আর এসব কাজকর্মে তাকে পরিবারের সবাই সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন। জুঁই আজ আত্মনির্ভরশীল ও পরিতৃপ্ত। পরিবারের সবাই তাকে ভালোবাসে।

উদ্দীপকের জুঁইয়ের ঠিক বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায় 'গৃহ' প্রবন্ধের নারীদের মাঝে। প্রবন্ধের নারীরা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে। তারা স্বামিগৃহে গিয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারছে না। প্রতিনিয়ত স্বামিগৃহে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হচ্ছে।

- পরাধীন এসব নারীরা স্বামীর ঘরকে কখনো আপন গৃহ বলতে সাহস পায় না। স্বামিগৃহ তাদের কাছে কারাগার তুল্য মনে হয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এসব নারীরা ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার। উদ্দীপকের জুঁই যেখানে স্বাধীন ও আতানির্ভরশীল, সেখানে 'গৃহ' প্রবন্ধের নারীরা পরাধীন ও পরনির্ভরশীল। তাই নারী স্বাধীনতার দিকটি 'গৃহ' প্রবন্ধে অনুপস্থিত।

ঘ. 'উদ্দীপকের জুইই 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখিকার মানসপ্রতীমা'- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

- "উদ্দীপকের জুইই 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখিকার মানস প্রতীমা"- মন্তব্যটি যথার্থ।

- সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমান যুগের নারীদেরও মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। নারীরা এখন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা এখন আর মধ্যযুগের পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুরতা অবলীলায় মেনে নেয় না। তারা সব শ্রেণির অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখেছে।

- উদ্দীপকের জুঁইয়ের মধ্যে আধুনিক নারীর স্বাধীনতা লক্ষ করা যায়। সে শিক্ষিত ও চাকরিজীবী। স্বামী সংসারকে মানিয়ে নিয়ে সে সুখে-শান্তিতে দিনাতিপাত করছে। মধ্যযুগের নারীর মতো সে অবলা নয়। সে প্রতিবাদ করতে জানে এবং নিজের প্রাপ্য অধিকারটুকু আদায় করে নিতে জানে। 'গৃহ' প্রবন্ধের নারীদের মধ্যে ঠিক জুঁইয়ের বিপরীত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। প্রবন্ধের নারীরা পরাধীন। ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে তাদের কোন কিছু নেই। স্বামিগৃহে তারা গার্হস্থ্য ও পারিবারিক জীবনে সীমাবদ্ধ। পুরুষের আধিপত্য ও প্রতিপত্তির কাছে নারীর ঘরও বিপন্ন। ঘর বলে প্রকৃতপক্ষে তাদের কাছে কিছু নেই। নারীর অর্থ, সম্পদ, সম্পত্তি ও জীবনযাপন-প্রণয় সবকিছুর ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে পুরুষ। পারিবারিকভাবে প্রাপ্ত সম্পদ ওসম্পত্তি দখল করে নিয়েছে পুরুষ। পুরুষের নিয়ন্ত্রণ ও অভিভাবকত্বে নিজস্ব গৃহের আনন্দ ও অনুভূতি থেকে নারীরা প্রবলভাবে বঞ্চিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গৃহ বা ঘর প্রকৃতপক্ষে মানুষের শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তির স্থান। সেখানে নারীরা স্বামিগৃহকে আপন বলে ভাবতেই সাহস পায় না।

- 'গৃহ' প্রবন্ধের লেখিকার প্রত্যাশা- সমাজে নারীরা তাদের যথাযথ অধিকার ছিনিয়ে নিবে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সকল অপকর্মের দাঁতভাঙা জবাব দিবে। তারা সকল কুসংস্কার আর বাধার দেয়াল

বায়ান্নর দিনগুলো – শেখ মজিবুর রহমান

লেখক-পরিচিতি:

নাম	:	শেখ মুজিবুর রহমান।
পিতা	:	শেখ লুৎফর রহমান।
মাতা	:	সায়েরা খাতুন
জন্ম	:	১৭ মার্চ, ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দ।
জন্মস্থান	:	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া।
শিক্ষা	:	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যয়ন।
উপাধি	:	বঙ্গবন্ধু।
ঐতিহাসিক ভাষণ	:	১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দান (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।
ঘোষণা	:	১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা।
মুক্তি লাভ	:	পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে তিনি দেশে ফেরেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি।
পুরস্কার ও সম্মাননা	:	১৯৭২ সালে তিনি 'জুলি ও কুরি' পদকে ভূষিত হন।
জীবনাবসান	:	১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একাত্তরের পরাজিত শক্তিসহ দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে সামরিক বাহিনীর কতিপয় কুচক্রী, ক্ষমতালোভী সদস্য তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে।

পাঠ - সংক্ষেপ :

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের "বায়ান্নর দিনগুলো" তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' (২০১২), প্রায় মেজে সংকলিত হয়ে সবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা সেন্ট্রাল চৌ রাজবন্দি থাকা অবস্থায় এই আত্মজীবনী লেখা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি থেকে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক আগঙ্গে মামলায় ঢাকা সেনানিবাসে আটক থাকায় জীবনী লেখা বন্ধ হয়ে যায়। জীবনীটিতে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলি স্থান পেয়েছে। যোবনের অকা সেনানিবাসে আট কোষ্ঠের নির্জনে কাটলেও জনগণ-অন্তপ্রাণ এ মানুষটি ছিলেন আপসহীন, নির্ভীক। জীবনের বিছি অভিজ্ঞতা, গভীর উপলব্ধি ও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ তিনি এ গ্রন্থে সহজসরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। "বায়ান্নর দিনগুলো" রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্থান শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনাবিচারে বৎসরের পর বৎসর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে শেখর অনশন ধর্মঘট করেন। স্মৃতিচারণে ব্যক্ত হয়েছে অনশনকালে জেল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও আচরণ, নেতাকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎও তাদের কাছে বার্তা পৌছানোর নানা কৌশল ইত্যাদি। স্মৃতিচারণে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি তারিয়ে ছাত্রজনতার মিছিলে গুলির খবর। সেই সঙ্গে অনশনরত অবস্থায় মৃত্যু অত্যাসন্ন জেনে পিতামাতা-স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে ভাবনা এই অবশেষে মুক্তি পেয়ে স্বজনদের কাছে ফিরে আসার স্মৃতির হৃদয়স্পর্শী বিবরণও পরিস্ফুট হয়েছে সংকলিত অংশে।

◆◆◆

নামকরণ ও এর সার্থকতা :

বায়ান্নর দিনগুলো' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচারণমূলক রচনা। রচনাটি তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত এ রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বিবৃত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অপশাসন ও বিনা বিচারে বছরের পর বছর রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবু রহমান অনশন ধর্মঘট করেন। স্মৃতিচারণে ব্যক্ত হয়েছে অনশনকালে কারা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা ও আচরণ, ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র-জনতার মিছিলে গুলিবর্ষণ ইত্যাদি। এই রচনার সবকিছুই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনকে ঘিরে ১৯৫২ সালের ঘটনা কাজেই 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার নামকরণ সুন্দর, যুক্তিযুক্ত ও সার্থক হয়েছে।

➲ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন উত্তর

১। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি কে?

উত্তর: স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখন থেকে রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন?

উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন।

৩। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু কে ছিলেন?

উত্তর: বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

৪। শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের ছাত্র ছিলেন?

উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র ছিলেন।

৫। কোন ব্যাপার নিয়ে কথা বলার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

উত্তর: অনশন ধর্মঘটের ব্যাপারে কথা বলার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

৬। শেখ মুজিবকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে নেওয়ার সময় কী ধরনের গাড়ি আনা হয়েছিল?

উত্তর: শেখ মুজিবকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে নেওয়ার সময় ঘোড়ার গাড়ি আনা হয়েছিল।

৭। শেখ মুজিবকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে নেওয়ার পথে কোন থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

উত্তর : শেখ মুজিবকে ঢাকা জেল থেকে ফরিদপুর জেলে নেওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

৮। শেখ মুজিব নারায়ণগঞ্জ থানার চেনা লোকটিকে কাকে খবর দিতে বলেছিলেন?

উত্তর: শেখ মুজিব নারায়ণগঞ্জ থাকার চেনা লোকটিকে বলেছিলেন শামসুজ্জোহাকে খবর দিতে।

৯। ফেব্রুয়ারির কত তারিখে ফরিদপুরে শোভাযাত্রা হয়েছিল?

উত্তর ৪ ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে ফরিদপুরে শোভাযাত্রা হয়েছিল।

১০। পৃথিবীতে মাতৃভাষা আন্দোলনে কারা প্রথম রক্ত দেয়?

উত্তর: পৃথিবীতে মাতৃভাষা আন্দোলনে বাঙালিরা প্রথম রক্ত দেয়।

১১। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে, মানুষের কখন পদে পদে ভুল হতে থাকে?

উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতে মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।

১২। বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনকে রাত কয়টায় নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে পৌছানো হয়?

উত্তর: বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনকে রাত এগারোটায় নারায়ণগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছানো হয়।

১৩। বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনকে নিয়ে ট্রেন কখন ফরিদপুর পৌছায়।

উত্তর: বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনকে নিয়ে ট্রেন রাত চারটায় ফরিদপুর পৌঁছায়।

১৪। বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন তাড়াতাড়ি কীসের ওষুধ খেয়ে নেন?

উত্তর: বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন তাড়াতাড়ি করে পেট পরিষ্কার করার ওষুধ খেয়ে নেন।

১৫। বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?

উত্তর: বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৬। বঙ্গবন্ধু কত তারিখে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরেন?

উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরেন।

১৭। বঙ্গবন্ধুকে কত তারিখে সপরিবারে হত্যা করা হয়?

উত্তর: ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়।

১৮। দুই কন্যা ব্যতীত কারা বঙ্গবন্ধুকে ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হত্যা করে?

উত্তরঃ সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্য দুই কন্যা ব্যতীত বঙ্গবন্ধুকে ও তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে হত্যা করে।

১৯। "যদি এই পথেই মৃত্যু এসে থাকে, তবে তাই হবে।"- উক্তিটি কার?

উত্তরঃ "যদি এই পথেই মৃত্যু এসে থাকে, তবে তাই হবে।"- উক্তিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

২০। বঙ্গবন্ধুর অনশন ধর্মঘটের সময় তৎকালীন জেল সুপারিনটেনডেন্ট কে ছিলেন?।

উত্তর: বঙ্গবন্ধুর অনশন ধর্মঘটের সময় তৎকালীন জেল সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন আমীর হোসেন।

২১। বঙ্গবন্ধুকে কত তারিখে ফরিদপুর জেলে পাঠানোর হুকুম নেওয়া হয়েছিল?

উত্তর: বঙ্গবন্ধুকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ফরিদপুর জেলে পাঠানোর হুকুম দেওয়া হয়েছিল।

২২। কিসমত' শব্দের অর্থ কী?

জিনও 'কিসমত' শব্দের অর্থ ভাগ্য।

২৩। বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কীসে করে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত আনা হয়েছিল?

উত্তর: বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে করে ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত আনা হয়েছিল।

২৪। "বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।"- উক্তিটি কার?

উত্তর:"বেশি জোরে চালাবেন না, কারণ বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।"- উক্তিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

২৫। বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছয় দফা আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা কে ছিলেন?

উত্তর: বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছয় দফা আন্দোলনের মুখ্য প্রবক্তা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

২৬। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের কত তারিখে ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন?

উত্তর: বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।

২৭। ১৯৭১ সালের কত তারিখে পাকিস্তানি বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে?

উত্তরঃ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে।

২৮।বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত তারিখে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?

উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

২৯।বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনকে হাসপাতালে চারদিন পর কীভাবে খাওয়ানো শুরু করেছিল?

উত্তর: বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনকে হাসপাতালে চারদিন পর নাক দিয়ে জোর করে খাওয়ানো শুরু করেছিল।

৩০।বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর হাসপাতালে কয়দিন পর বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন?

উত্তরঃ বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর হাসপাতালে পাঁচ-ছয়দিন পর বিছানা থেকে ওঠার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।

৩১।বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর হাসপাতালে থাকা অবস্থায় লেখা চারটি চিঠির প্রথমটি কাকে লেখেন?

উত্তর: বঙ্গবন্ধু ফরিদপুর হাসপাতালে থাকা অবস্থায় লেখা চারটি চিঠির প্রথমটি আব্বাকে লেখেন।

৩২।ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে ফরিদপুরে সারাদিন কী চলেছিল?

উত্তরঃ ফেব্রুয়ারির ২২ তারিখে ফরিদপুরে সারাদিন শোভাযাত্রা চলেছিল।

৩৩।"মানুষের যখন পতন আসে, তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।"- উক্তিটি কার?

উত্তরঃ "মানুষের যখন পতন আসে, তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে।"- উক্তিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

৩৪।MLO-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর Member of the Legislative Assembly.

৩৫।"এভাবে মৃত্যুবরণ করে কী কোনো লাভ হবে?"- উক্তিটি কার?

উত্তরঃ "এভাবে মৃত্যুবরণ করে কী কোন লাভ হবে?"- উক্তিটি তৎকালীন সিভিল সার্জনের।

➲ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর

১। "ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানামে।"- উক্তিটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

- "ইয়ে কেয়া বাত হ্যায়, আপ জেলখানামে।"- বঙ্গবন্ধুকে জেলখানায় দেখে সুবেদার এ উক্তিটি করেছিল।
- বঙ্গবন্ধুকে অন্য জেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য হুকুম হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সহকর্মীদের কেউ জানবে না তা কী করে হয়। তাই ইচ্ছে করেই দেরি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। যাতে চেনা কাউকে দিয়ে সংবাদ পাঠানো যায়। এ সময় আর্মড পুলিশের সুবেদার বঙ্গবন্ধুকে দেখা মাত্রই আলোচ্য উক্তিটি করে। আর বঙ্গবন্ধু জবাবে বলেন 'কিসমত'।

২। 'জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে।'- উক্তিটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

- 'জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে।' বঙ্গবন্ধু তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশ্যে এ উক্তিটি করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিনকে রাত প্রায় এগারোটার সময় স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছিল। জাহাজ ঘাটেই ছিল। তাই তাঁরা ওঠে পড়েছিলেন।
- জাহাজ না ছাড়া পর্যন্ত সহকর্মীরা অপেক্ষা করছিল। আর বঙ্গবন্ধু অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেছিলেন, জীবনে আর দেখা নাও হতে পারে। সকলে যেন তাঁকে ক্ষমা করে দেন। দুঃখ আমার নেই। একদিন মরতেই হবে, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে যদি মরতে পারি সে মরাতেও শান্তি আছে। ফরিদপুর আসার দুই দিন

পর বঙ্গবন্ধুসহ মহিউদ্দিন সাহেবের শারীরিক অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

৩। ফরিদপুর আসার দুই দিন পর বঙ্গবন্ধুদের শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল?

◨ মহিউদ্দিন সাহেব ভুগছিলেন পুরিসিস রোগে, বঙ্গবন্ধু ভুগছিলেন। নানা রোগে। চারদিন পরে যখন নাক দিয়ে খাওয়ানো হলো তখন তাঁদের অবস্থা আরও বেশি খারাপ হওয়া শুরু করল।

৪। "আমরা ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম।"- উক্তিটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

◨ "আমরা ইচ্ছা করে কাগজি লেবুর রস দিয়ে লবণ পানি খেতাম।"- উক্তিটি দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ওজন কমাবার জন্য লেবুর রসের লবণ পানি অনেক কার্যকর। ফরিদপুর কারাগারে বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন অনশন ধর্মঘট পালন করছেন। নাক দিয়ে তাঁদের জোর করে খাওয়ানো হয়। অনশ্য কারণে তাঁদের শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে। বিছানা থেকে ওঠার শক্তিও তাঁরা হারিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থায় তাঁরা ইচ্ছা করেই রসের পানি খান। কারণ লেবুর রসের মধ্যে কোনো ফুডভ্যালু নেই। ওজন কমানোর অর্থ হলো দেহে যাতে শক্তি না পাওয়াক এই কারণেই তাঁরা লেবুর রস দিয়ে পানি খেতেন।

৫। "মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিলো।' উক্তিটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

◨ 'মাতৃভাষা আন্দোলনে পৃথিবীতে এই প্রথম বাঙালিরাই রক্ত দিলো।'- উক্তিটি দ্বারা বাঙালিরাই ভাষার জন্য আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে। এটিই বুঝানো হয়েছে। ভাষার জন্য বাঙালিরা নিজেদের রক্ত দিয়েছে। তাজা প্রাণ মুহূর্তের মধ্যেই লুটিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। রক্তের স্রোতে ভেসে গিয়ো আন্দোলনের রাস্তা। এত বড়ো ত্যাগ কোনো জাতির ইতিহাসে আজ পর্যন্ত বিরল। বাঙালিরাই প্রথম ভাষার জন্য জীবন দিলো।

৬। 'আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না'- উক্তিটি দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

◨ 'আর আমরা সেজন্য অনশন করছি না'- উক্তিটি দ্বারা বঙ্গবন্ধু যে ডেপুটি জেলার সাহেবদের জন্য অনশন করছেন না। বলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু ও মহিউদ্দিন যখন সকল রাজবন্দির মুক্তির জন্য অনশন করছিলেন তখন ডেপুটি জেলার মোখলেসুর রহমান সাহেব তালে অনেক বুঝালেন অনশন ভাঙার জন্য। তখন বঙ্গবন্ধু দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন- আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের বলার কিছুই নেই। এই অনশন করছি শুধু সরকারের জন্য, যারা দিনের পর দিন বিনা বিচারে আটকে রেখেছে। তারই প্রতিবাদ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করছি।

৭। 'আমাকে অবিশ্বাস করার কিছু নাই'-ডেপুটি জেলার শেখ মুজিবকে কেন একথা বলেছিলেন?

◨ মুক্তির অর্ডার আসার খবরটি শেখ মুজিব বিশ্বাস না করায় ডেপুটি জেলার প্রশ্নোক্ত কথাটি তাঁকে বলেছিলেন। শেখ মুজিব বছরের পর বছর বিনা বিচারে জেলখানায় আটক ছিলেন। এক পর্যায়ে অনশন শুরু করেন এবং বেঁচে থাকার আশা ত্যাগ করেন। এমতাবস্থায় ডেপুটি জেলার যখন বলেন মুক্তির অর্ডার এসেছে, তখন তিনি তা বিশ্বাস করতে পারেন না। তাই ডেপু জেলার প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেন।

৮। মহিউদ্দিনের মুক্তির অর্ডার না আসাটা শেখ মুজিবকে পীড়া দিয়েছিল কেন?

◨ মহিউদ্দিনের প্রতি শেখ মুজিবের বিশেষ টান ছিল বলে তাঁর মুক্তির অর্ডার না আসাটা শেখ মুজিবকে পীড়া দিয়েছিল। শেখ মুজিব ও মহিউদ্দিন একসাথে দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। দুজন একসাথে অনশন শুরু করেছিলেন। জেলে সবসময় পাশাপশি থাকতেন। তাদের মধ্যে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল বলে মহিউদ্দিনের মুক্তির অর্ডার না আসাটা শেখ মুজিবকে পীড়া দিয়েছিল।

৯। ২১শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দিদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটানোর কারণ কী?

◨ নূরুল আমীন সরকারের ১৪৪ ধারা জারির কারণে ২১শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন যে, ১৪৪ ধারা জারি করলেই গোলমাল হয়, জারি না করলে গোলমা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। জেলখানার বন্দি জীবন, বঙ্গবন্ধু বা তাঁর সহবন্দি বাইরের কোনো খবরই পাচ্ছিলেন না। ঢাকা ধোন অনেক দূরের শহর ফরিদপুরেও হরতাল এবং

নানা শ্লোগান সহকারে ছাত্রছাত্রীদের শোভাযাত্রা জেল গেটে আসছিল। এতে কাল ঢাকার পরিস্থিতি চিন্তা করে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহবন্দি ২১শে ফেব্রুয়ারি উৎকণ্ঠায় কাটালেন।

এইচএসসি বিএমটি গাইড বই

১। "মাগো' ভাবনা কেন?

আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে,

স্তবে শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি

তোমার ভয় নেই মা,

আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।"

এভাবেই এই দেশকে ভালোবেসে এ দেশের প্রতিবাদী মানুষ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছেন।

(ক) মহিউদ্দিন আহমদ কী রোগে ভুগছিলেন? [বিএমটি-২০২৩)

(খ) "মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে"- ব্যাখ্যা কর। [বিএমটি-২০২৩]

(গ) উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা কর। [বিএমটি-২০২৩]

(ঘ) উদ্দীপকের তাৎপর্য 'বায়ান্নর দিনগুলো'র চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ কর। বিএমটি-২০২৩] ২

》 ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. মহিউদ্দিন আহমদ কী রোগে ভুগছিলেন?

◨ মহিউদ্দিন আহমদ পুরিসিস রোগে ভুগছিলেন।

খ. "মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে"- ব্যাখ্যা কর।

◨ ভাষা আন্দোলনে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করার মতো সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের কথা ভেবে লেখক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

◨ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা আদায়ে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্রসমাজ পাক সরকারের অবৈধ ও অন্যায় এই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাজপথে মিছিল বের করে। আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ ধারণ করলে সরকার মিছিলে গুলিবর্ষণ করে। সরকারের এ ধরনের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই লেখক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছেন।

গ. উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? আলোচনা কর।

◨ উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনে বাঙালির প্রতিবাদী মানসিকতা ও আত্মত্যাগের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

◨ ভাষা আন্দোলনে এদেশের তরুণ সমাজ তীব্র আন্দোলন শুরু করে। মাতৃভাষা বাংলাকে রক্ষা করার জন্য তারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধে যায়। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে মায়ের ভাষা বাংলাকে।

◨ উদ্দীপকের শেষ বাক্যে বাঙালি বীর সন্তানদের প্রতিবাদী চেতনা ও সাহসী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালি বীর সন্তানেরা দেশকে ভালোবেসে পাকসেনাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। তারা নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে দেশ ও ভাষাকে ভালোবেসে নিজ জীবনকে বলিদান করেছেন। এমনি প্রতিবাদী মানসিকতা লক্ষ্য করা যায় 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায়। '৫২ এর ভাষা আন্দোলনে এদেশের ছাত্র সমাজ পাক সরকারের চাপিয়ে দেয়া উর্দু ভাষাকে মেনে না নিয়ে তারা মায়ের ভাষাকে রক্ষার জন্য রাজপথে মিছিল করেছে। মিছিলে পাক সরকার নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে মানুষ হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদী বাঙালি জনতা মৃত্যু আর রক্তের মধ্য দিয়ে নিজেদের অধিকার আদায় করে। সুতরাং আত্মত্যাগ আর প্রতিবাদী চেতনার দিক থেকে উদ্দীপকের শেষ বাক্যটি আর আলোচ্য রচনা সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ঘ. উদ্দীপকের তাৎপর্য 'বায়ান্নর দিনগুলো'র চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

◨ উদ্দীপকে আলোচিত দেশের সংকটময় মুহূর্তে দেশের জন্য কাজ করার দিকটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় আলোচিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্ভীক ও আপোষহীন চেতনাকে ফুটিয়ে তুলেছে। একটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যোগ্য নেতার নেতৃত্বের ওপর। একজন দেশপ্রেমিক নেতা দেশ ও জাতির স্বার্থে তাঁর জীবন উৎসর্গ করতেও পিছপা হন না। যুগে যুগে পৃথিবীতে মানুষের সংকটকালে এ ধরনের অনেক নেতার আবির্ভাব হয়েছে।

- উদ্দীপকে দেশের সঙ্কটময় মুহূর্তে দেশের মানুষের এগিয়ে আসার কথা বর্ণিত হয়েছে। দেশের জন্য তারা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত। দেশকে মায়ের মতো ভালোবাসে। দেশের মানুষ প্রতিবাদী চেতনায় নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত নয়। তারা যে কোনো মূল্যে দেশমাতাকে রক্ষা করবে এমন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

- 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধেও আলোচিত বঙ্গবন্ধু এমনই একজন দেশপ্রেমিক নেতা। দেশের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে তিনি যৌবনের অধিকাংশ সময় কারা প্রকোষ্ঠের নির্জনে কাটান। রাজবন্দিদের কারাগারে আটক রাখার প্রতিবাদে ১৯৫২ সালে অনশন ধর্মঘট পালন করেন। দীর্ঘদিন তাঁকে পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তানদের কাছ থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। দেশের স্বার্থে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়েছেন।

- তিনি দেশের প্রয়োজনে দেশকে ভালোবেসে প্রতিবাদী চেতনায় এগিয়ে আসার দিকটি উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থের দিকে না তাকিয়ে দেশের জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেয়ার কথাও উদ্দীপকে রয়েছে। 'বায়ান্নর দিনগুলো' প্রবন্ধে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাঝেও উদ্দীপকে আলোচিত এ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

২। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবিতে ধর্মঘট বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকা রাজপথ। স্মৃতিসৌধ ভাঙিয়াছ জেগেছে পাষাণের প্রাণ, মোরা কি ভুলিতে পারি খুনে রাঙা-জয় নিশান।

(ক) বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?

(খ) "বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।" বুঝিয়ে লেখ। [বিএমটি-২০২৩]

(গ) উদ্দীপকের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবিতে ধর্মঘট' উক্তিটির আলোকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার সাদৃশ্য বর্ণনা কর। [বিএমটি-২০২৩]

(ঘ) উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মূলভাব বিশ্লেষণ কর।[বিএমটি-২০২৩]

» ২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর «

ক. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?

- বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান।

খ. "বাবার কালের জীবনটা যেন রাস্তায় না যায়।"- বুঝিয়ে লেখ।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সঙ্গীকে যে ফরিদপুর জেলে পাঠানো হচ্ছে এ বিষয়টি যাতে কাউকে জানাতে পারেন সে উদ্দেশ্যে কালক্ষেপণের জন্য তিনি ট্যাক্সিচালককে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেন।

- ১৯৫২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহিউদ্দিন আহমদকে ফরিদপুরে জেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে জাহাজে করে তাদের ফরিদপুর জেলে পাঠানো হবে। তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন আর্মড পুলিশ ট্যাক্সি রিজার্ভ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সে ট্যাক্সিওয়ালাকে দ্রুত ট্যাক্সি চালাতে নির্দেশ দেয়। তখন বঙ্গবন্ধু ট্যাক্সি জোরে চালাতে নিষেধ করেন এবং সাবধানে ট্যাক্সি চালানোর জন্য সতর্ক করে চালককে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেছিলেন।

গ. উদ্দীপকের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবিতে ধর্মঘট' উক্তিটির আলোকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

- উদ্দীপকের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবিতে ধর্মঘট' উক্তিটির আলোকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় প্রতিফলিত ভাষা আন্দোলনের চেতনার দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

  ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১ ফেব্রুয়ারি এদেশের বীর সন্তানেরা রাজপথে মিছিল করেন। সেই মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে ছাত্র জনতার অনেকেই শহিদ হন।

- উদ্দীপকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কথা স্মরণ করা হয়েছে। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এ স্লোগানে ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজ পূর্ব বাংলায় ধর্মঘট পালন করে। এ সময় রাজপথের মিছিলে পুলিশের নির্বিচারে গুলি চালানোর কথা বলা হয়েছে। এতে সালাম, রফিক, জব্বারসহ আরো অনেকে শহিদ হন।

- উদ্দীপকের সেই ভাষাশহিদ সালাম ও বরকতের কথা বলা হয়েছে। এ চেতনার কথা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাতেও লক্ষ করা যায়। ভাষা আন্দোলনের দিন লেখক শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর জেলে রাজবন্দি। জেলে। বসেই তিনি বাইরের খবর পান। তিনি লিখেন, মাতৃভাষা আন্দোলনে এ প্রথম বাঙালিরা রক্ত দিল। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলেও গুলি না করে গ্রেফতার করলেই হতো। তবে রক্ত যখন আমাদের ছেলেরা দিয়েছে তখন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা না করে আর উপায় নেই। এভাবে উদ্দীপকের ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে এ চেতনা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মূলভাব বিশ্লেষণ কর।

- উদ্দীপকের ঘটনা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার ভাষা আন্দোলনের ভাবকে নির্দেশ করে।

পৃথিবীতে বাঙালি একমাত্র জাতি, যারা মাতৃভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছে। ১৯৫২ সালে বাঙালি সাহসী তরুণেরা রাষ্ট্রভাষা, বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য রাজপথে মিছিলে নামে। ২১ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে সালাম, বরকত, রফিকসহ নাম না জানা অনেকেই শহিদ হন।'বায়ান্নর দিনগুলো' শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিচারণমূলক রচল এখানে ১৯৫২ সালের সংগ্রামী চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে উদ্দীপকেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামী অহনাং প্রতিফলন ঘটেছে। এদিক থেকে উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনাজপ রচনায় ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি সাদৃশ্যপূর্ণ।

- ভাষা আন্দোলাল সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দি হিসেবে ফরিদপ্ত জেলে অবস্থান করেন। জেলখানায় বসেই তিনি ভার আন্দোলনকারীদের অনুপ্রাণিত করেন।

- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ১৯৫২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের জেল জীবন ও জেল থেকে মুক্তিলাভের স্মৃতি বর্ত হয়েছে। স্মৃতিচারণে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ঢাকায় ভাষার দাবিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণে বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। কারণ এ প্রসঙ্গে তিি যা ভেবেছেন তা পরবর্তী সময়ে যথার্থরূপে প্রতিফলিত হয়েছে উদ্দীপকেও ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের স্মৃতিায় অম্লান করে রাখতে শহিদ মিনার গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে এভাবে উদ্দীপকের ঘটনা আলোচ্য রচনার ভাষা আন্দোল প্রসঙ্গটিকে নির্দেশ করে।

৩। বর্ণবাদ, বৈষম্য আর নিপীড়নের কারণে শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একসময় ফুঁসে ওঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কালো মানুষগুলো। এনে পুরোধা ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। আন্দোলন নস্যাৎ করতে শুর হয় নির্যাতন। তাঁকে পুরে দেয়া হয় জেলে। সশ্রম কারাদণ্ডে দড়ির করা হয় তাঁকে। পাথর ভাঙার মতো সীমাহীন পরিশ্রমের কয় করতে গিয়ে একসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু এ সময়। পাষাণ হৃদয়ের মানুষগুলোর পাশাপাশি কিছু ভালো মনের মানুষং ছিলেন সেখানে যাদের ভালোবাসা, মমত্ববোধ আর সেবায় সিয় হয়েছেন তিনি। অবশেষে দীর্ঘ ২৭ বছর কারাভোগের পর তাঁয় মুক্তি মেলে।

ক. 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বর্ণিত মহিউদ্দিন সাহেব জেনা রোগে ভুগছিলেন?

খ. 'মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হয়ে থাকে'- লেখক এ কথা বলেছেন কেন?

গ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো রচনার লেখকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর। প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও চেতনাগত ঐক্যই নেলসন ম্যান্ডেলা

ঘ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একসূত্রে গেঁথেছে- উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষ কর।

》 ৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক .বায়ান্নর দিনগুলো রোজা নাই বর্ণিত মহিউদ্দিন সাহেব কোন রোগে ভুগছিলেন?

- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় বর্ণিত মহিউদ্দিন সাহেব পুরিসিস বক্ষব্যাধি রোগে ভুগছিলেন।

খ.' মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে'- লেখক এ কথা বলেছেন কেন?

- ভাষা আন্দোলনের মিছিলে নির্বিচারে পাখির মতো গুলি করে মানুষ হত্যা করায় সরকারের এ ভুল পদক্ষেপের কথা ভেবে লেখক প্রশ্নোক্ত উক্তিটি বলেছেন।

- বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্র সমাজ এ ১৪৪ ধারা জারিকে উপেক্ষা করে মিছিল বের করে। আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর রূপ ধারণ করলে সরকার মিছিলে গুলি করে মানুষ হত্যা শুরু করে। সরকারের এ ধরনের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই লেখক প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

গ. উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখকের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি তুলে ধর।

- দেশপ্রেমের দিক হতে উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সঙ্গে আলোচ্য রচনার লেখকের সাদৃশ্য রয়েছে। যুগে যুগে এমন কিছুর নেতার আবির্ভাব হয়, যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে জাতি খুঁজে পায় সঠিক পথের দিশা। এমনই দুজন নেতা হলেন নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তারা উভয়েই ছিলেন অস্থিমজ্জায় খাঁটি দেশপ্রেমিক নেতা।

- উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখকের সাদৃশ্য এখানে যে, দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য ম্যান্ডেলা আমরণ সংগ্রাম করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সুদীর্ঘ সাতাশ বছর জেলের ভেতরে অন্ধকারে দিন কাটিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমানও তেমনি দেশের মানুষের জন্য সংগ্রাম করে দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন। দেশ ও মানুষের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জেলে গিয়েছেন এবং নানাভাবে অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। দেখা যায় ম্যান্ডেলা ও শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনাদর্শ, কর্মপন্থা ও পরিণতি মোটামুটি একই রকম। দেশ ও মানুষের জন্য সংগ্রাম ও অধিকার আদায়ের দিক থেকে বঙ্গবন্ধু ও উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার সাদৃশ্য এখানেই।

ঘ. 'প্রেক্ষাপট ভিন্ন হলেও চেতনাগত ঐক্যই নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে একসূত্রে গেঁথেছে'- উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

- 'উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলার লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার নির্যাতিত মানুষের মুক্তি আর শেখ মুজিবুর রহমানও মানুষের জন্য একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করেছেন। এ চেতনাই দু'জনকে একসুত্রে গেঁথেছে। নেলসন ম্যান্ডেলা একজন ত্যাগী আদর্শিক নেতা। বর্ণবাদ, বৈষম্য আর নিপীড়নের জন্য তিনি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তার ওপর নেমে আসে নির্যাতন, যাতে আন্দোলন নস্যাৎ হয়। জনগণের অধিকার রক্ষায় তিনি দীর্ঘ সাতাশ বছর সোচ্চার ছিলেন যা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করে।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি শাসকদের অপশাসন, রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে আমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হন। তিনি নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হলেও পিছপা হননি। উদ্দীপকের নেলসন ম্যান্ডেলা ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে দেশপ্রেমের আদর্শ চেতনা ফুটে উঠেছে এভাবে। তারা উভয়েই দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

- উদ্দীপক ও 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার প্রেক্ষাপটের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ম্যান্ডেলা ও শেখ মুজিব দুজনেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছেন।

৪। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি- আমি কি ভুলিতে পারি, আমি কি ভুলিতে পারি?

(ক) বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জেলখানায় কে অনশন করেছিলেন?

(খ) জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর অনশনের পেছনে যে কারণ বিদ্যমান ছিল, তা উল্লেখ কর।

গ) উদ্দীপকটি কীভাবে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার ইঙ্গিত দেয়? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "উদ্দীপকের গানটির মূল চেতনা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মূল চেতনার পরিপূরক " বিশ্লেষণ কর।

》 ৪ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জেলখানায় কে অনশন করেছিলেন?

- বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জেলখানায় মহিউদ্দিন আহমদ অনশন করেছিলেন।

খ. জেলখানায় বঙ্গবন্ধুর অনশনের পেছনে যে কারণ বিদ্যমান ছিল, তা উল্লেখ কর।

◨ সরকার বিনা বিচারে বছরের পর বছর তাকে এবং রাজবন্দিদের জেলখানায় আটকে রেখেছিল, যা বঙ্গবন্ধুর জেলখানায় অনশনের অন্যতম কারণ।

◨বঙ্গবুদ্ধ ছিলেন সৎ, নির্ভীক, সাহসী, দেশপ্রেমিক ও আপোষহীন এক নেতা। তিনি এ দেশের মানুষের মুক্তির জন্য তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন বিভিন্ন জেলখানায়। তার দাবি ছিল যৌক্তিক ও ন্যায্য। সরকার তাঁকে ও তাঁর দেশের নেতাদের অকারণে বিনা বিচারে আটকে রাখায় তিনি ও তার সহকর্মী মহিউদ্দিন আমহদ জেলখানায় অনশন ধর্মঘট পালন করেন।

গ. উদ্দীপকটি কীভাবে বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার ইঙ্গিত দেয়? ব্যাখ্যা কর।

◨ উদ্দীপকটি মাতৃভাষার জন্য ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের দিকটি বায়ান্নর দিনগুলো রচনার ইঙ্গিত দেয়। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা আন্দোলনে যোগ দেয় এদেশের সর্বস্তরের মানুষ। মায়ের মুখের ভাষাকে রক্ষার্থে তারা রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছে। পাক সেনাদের বুলেটের গুলিতে নিহত হয়েছে অসংখ্য মানুষ। উদ্দীপকে দুই চরণে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে বাংলার যুবক ভাইয়ের রক্ত দেয়ার কথা বলা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনে ঐদিন ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা জারি উপেক্ষা করে রাজপথে নেমেছিল। পাক সেনারা নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছিল এদেশের ছাত্র সমাজকে। যাদের আত্মাহুতির মাধ্যমে আমরা পেয়েছি রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা বাংলা। তাদের আজও প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলার জনগণ চেতনায়, ধারণ করে শহিদ বেদিতে ফুল অর্পণ করে।

◨ 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাতেও সারা বাংলায় মাতৃভাষা বাংলার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে। ভাষার জন্য সেদিন ঢাকায় রাজপথ রঞ্জিত হয়েছিল। তবুও সর্বশ্রেণির মানুষের আত্মত্যাগ আর জীবন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায়। তাই বলা যায়, ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগ ও আত্মাহুতির দিকটি 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় ফুটে উঠেছে।

ঘ. "উদ্দীপকের গানটির মূল চেতনা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মূল চেতনার পরিপূরক" বিশ্লেষণ কর।

◨ "উদ্দীপকের গানটির মূল চেতনা 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার মূল চেতনার পরিপূরক"- মন্তব্যটি যথার্থ।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন। এ আন্দোলনকে চিরতরে স্তব্দ করে দেয়ার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা জারি ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্র রূপ ধারণ করলে পাক সরকার মিছিলে গুলি করে মানুষ হত্যা করে।

◨ উদ্দীপকের গানে ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের দিকটি ফুটে উঠেছে। ভাষার জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয় দেশের ছাত্র, শিক্ষক, কৃষক, তাঁতি, কুমার, কামারসহ অসংখ্য ছাত্র জনতা। সে সব শহিদদের আজও বাঙালি ভুলতে পারে না। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারিতে সমগ্র বাঙালি ভাষা আন্দোলনের শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনাতেও একই চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। রচনাটিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এদেশের মানুষের আত্মত্যাগকে গভীরভাবে স্মরণ করা হয়েছে। ভাষা রক্ষার্থে কীভাবে জনগণ রক্ত দিতে পারে তারই জলন্ত প্রমাণ এ রচনাটি।

◨ উদ্দীপকের গানের চেতনা এবং 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার চেনার অভিন্ন মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উভয় স্থানেই ভাষা আন্দোলনে ভাষা শহিদদের বিভিন্ন আন্দোলন, সংগ্রাম, রক্ত দেয়া, জীবন উৎসর্গ করার বিষয়টি মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। বাঙালির এ আত্মত্যাগের ইতিহাস কোনোদিনও ম্লান হবে না। প্রতি বছরই তাদের এ মহান ত্যাগকে বাঙালি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। তাই এসব বিবেচনায় বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

৫। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে কিশোর ক্ষুদিরাম অংশগ্রহণ করেন। বিপ্লবী সন্ত্রাসী বলে তিনি সরকারের কাছে পরিচিতি পান। ব্রিটিশ সরকার ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দিলেও বাংলার বুক থেকে বিপ্লব দমাতে পারে নি।

ক. শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য ফরিদপুর থানায় কয়টি অর্ডার এসেছিল? [এইচএসসি ভোকেশনাল-২০২২]

খ. শোষকরা জনমতের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পায় কেন? [এইচএসসি ভোকেশনাল-২০২২।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।- ব্যাখ্যা কর। [এইচএসসি ভোকেশনাল-২০২২]

ঘ. উদ্দীপকের ক্ষুদিরামের বিপ্লবী মনোভাবের প্রতিচ্ছবি শেখ মুজিবুর রহমান"- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। [এইচএসসি ভোকেশনাল-২০২২।

》 ৫ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য ফরিদপুর থানায় কয়টি অর্ডার এসেছিল?

◨ শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য ফরিদপুর থানায় দুইটি অর্ডার এসেছিল।

খ. শোষকরা জনমতের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পায় কেন?

◨ জনরোষ সৃষ্টি হওয়াতে শোষকরা জনমতের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পায়।

◨ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার পক্ষে এদেশে বিশাল জনমত গড়ে ওঠে। দেশজুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু হয় এবং দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন শহিদ হওয়ার পর আন্দোলনের তীব্রতা আরো বেড়ে যায়। স্বেচ্ছাচারী সরকার ভয় পেয়ে নেতাকর্মীদের ধরতে শুরু করে। ফলে ভাষা আন্দোলন আরো বেগবান হয়ে ওঠে। তখন শাসকগোষ্ঠী জনমতকে ভয় পেয়ে যায়।।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।- ব্যাখ্যা কর।

◨ আন্দোলনের নেতৃত্ব ও ক্ষুদিরামের ফাঁসির ঘটনার সাথে 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার বঙ্গবন্ধুর বন্দিদশা ও নির্যাতনের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

◨ যুগে যুগে পৃথিবীতে এমন কিছু মহৎ ও আদর্শিক নেতার আগমন ঘটে যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। দেশ ও দেশের মানুষের অধিকার আদায়ে নিজের জীবন পর্যন্ত দিতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেন না। এমনি দু'জন দেশপ্রেমিক মহৎ আদর্শবান নেতা হলেন উদ্দীপকের ক্ষুদিরাম ও আলোচ্য রচনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

◨ উদ্দীপকের বিপ্লবী ও প্রতিবাদী নেতা ক্ষুদিরাম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ সরকার তাকে বিপ্লবী সন্ত্রাসী বলে আখ্যা দেন। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তাকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেন। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও একজন প্রতিবাদী ও সংগ্রামী নেতা। আজীবন তিনি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং জেল খেটেছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেখানে ভাষা আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান, ছয়দফা আন্দোলন সর্বশেষ মহান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেন সেখানে ক্ষুদিরাম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। শেখ মুজিবুর রহমান জেল, জুলুম, নির্যাতন, আগরতলা ষড়যন্ত্রের আসামী হয়েছেন কিন্তু তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে হয় নি। অপরদিকে উদ্দীপকের ক্ষুদিরামকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়েছে। তাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, নির্যাতনের ও পরিণতির দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে আলোচ্য রচনার বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. "উদ্দীপকের ক্ষুদিরামের বিপ্লবী মনোভাবের প্রতিচ্ছবি শেখ মুজিবুর রহমান"- 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে উক্তিটি। বিশ্লেষণ করো।

◨ "উদ্দীপকের ক্ষুদিরামের বিপ্লবী মনোভাবের প্রতিচ্ছবি শেখ মুজিবুর রহমান" 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনার আলোকে উক্তিটি যথার্থ। মানুষকে নিয়ে যারা ভাবেন তারা কখনো নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা সর্বদা সোচ্চার, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রয়োজনে তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকেন।

◨ উদ্দীপকের ক্ষুদিরাম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক বিপ্লবী নেতা। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করতে তিনি দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেন। অবশেষে তাকে বিপ্লবী সন্ত্রাসীর দায়ে গ্রেফতার করা হয়। ক্ষুদিরাম দেশের মাটি অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্ত করতে হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে জীবন দান করেন। 'বায়ান্নর দিনগুলো' রচনায় শেখ মুজিবুর রহমানও ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতিবাদী সংগ্রামী নেতৃত্ব প্রদান করেন। মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য এবং মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি পাক সরকারের রোষানলের শিকার হন। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম

এবং জনমত তৈরির জন্য বার বার তাকে জেলখানায় যেতে হয়েছে
এবং পাক সরকার দ্বারা নির্যাতন ও অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে।

বিদ্রোহী – কাজী নজরুল ইসলাম

লেখক- পরিচিতি :

নাম : প্রকৃত নাম: কাজী নজরুল ইসলাম। ডাক নামঃ দুখু মিয়া।

জন্ম ও পরিচয় : ১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১. জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন।

শিক্ষাজীবন : গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এর পর রানীগঞ্জের সিয়ারসোল স্কুল, পরে মারখুন উচ্চ ইংরেজি স্কুল, সর্বশেষ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের দরিরামপুর স্কুলে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন।

কর্মজীবন : প্রথম জীবনে জীবিকার তাগিদে তিনি কবি দলে, রুটির দোকানে এবং সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। পরবর্তীতে পত্রিকা সম্পাদনা, গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসায় ও সাহিত্য সাধনাকেই পেশা হিসেবে নেন।

সংসারজীবন : বিবাহঃ ২৪ এপ্রিল, ১৯২৪।

স্ত্রীর নাম : আশালতা সেন গুপ্ত, ডাক নাম- দুলি। আদর করে ডাকা হতো দোলন বা দুলু। বিয়ের পর নজরুল তাঁর নাম পাল্টে দেন 'প্রমীলা'।

জীবনাবসান : তিনি বাংলাদেশের রণসংগীতের রচয়িতা। ৪ তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট ঢাকার পিজি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে পরিপূর্ণ সামরিক মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

পাঠ - সংক্ষেপ :

কাজী নজরুল ইসলাম রচিত "বিদ্রোহী" কবিতাটি কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' (১৯২২) থেকে সংকলিত হয়েছে। অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা "বিদ্রোহী"।

"বিদ্রোহী" বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রযুগে এ কবিতার মধ্য দিয়ে এক প্রাতিস্বিক কবিকণ্ঠের আত্মপ্রকাশ ঘটে-য বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক বিরল স্মরণীয় ঘটনা। "বিদ্রোহী" কবিতায় আত্মজাগরণের উন্মুখ কবির সদম্ভ, আত্মপ্রকাশ ঘোষিত হয়েছে। কবিতায় সগর্বে কবি নিজের বিদ্রোহী কবিসত্তার

প্রকাশ ঘটিয়ে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের শাসকদের শাসন ক্ষমতার ভিত কাঁপিয়ে দেন। এ কবিতায় সংযুক্ত রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির ক্ষোভ ও বিদ্রোহ। কবি সকল অন্যায়-অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্ম, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও পুরাণের শক্তির উৎস থেকে উপকরণ-উপাদান সমীকৃত করে নিজের বিদ্রোহী সত্তার অবয়ব রচনা করেন। কবিতার শেষে ধ্বনিত হয় অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান কাম্য। বিদ্রোহী কবি উৎকণ্ঠ ঘোষণায় জানিয়ে দেন যে, উৎপীড়িত জনতার ক্রন্দনরোল যতদিন পর্যন্ত প্রশমিত না হবে ততদিন এই বিদ্রোহী কবিসত্তা শান্ত হবে না। এই চির-বিদ্রোহী অভ্রভেদী চির-উন্নত শিররূপে বিরাজ করবে।

নামকরণ ও এর সার্থকতা :

বাংলাদেশের জাতীয় কবি ও সর্বমানবিক মুক্তির প্রবক্তা কাজী নজরুল ইসলামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বিদ্রোহী'। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি তাঁর বিদ্রোহকে সঙ্গতকারণেই 'আমি' প্রতীকে ব্যঞ্জনাময় করেছেন এবং নিজেকে অজেয় বলে উপলব্ধি করেছেন। তাইতো 'বিদ্রোহী' আত্মশক্তিকে উদ্বোধিত করার লক্ষ্যে প্রথমেই কবির সরব ঘোষণাঃ 'বল বীর, বল উন্নত মম শির!' 'বীর' বলার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মদর্শন, আত্ম-উপলব্ধি, আত্মশক্তি, আত্মজয়, আত্মস্বীকৃতি, আত্মসম্মান ইত্যাকার বহুমাত্রিক আত্মপ্রসঙ্গ বলয়িত হতে থাকে। আর তার প্রত্যাশিত অনুষঙ্গ হয়ে আসে 'আমি সর্বনাম, যা এই সৃষ্টিবিশ্বের প্রতিটি প্রাণী ও অপ্রাণীর জন্যে প্রযোজ্য। বাঙালি জাতির ইতিহাস চিরায়ত দ্রোহের ইতিহাস। দু'শ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এ জাতি বার বার আন্দোলন, বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ করেছেন। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের এক ক্রান্তিলগ্নে নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্ম হয়েছিল। কবিতাটির বিষয়বস্তু প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ। তবে এ প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ কেবল পরাধীনতার বিরুদ্ধে নয়, বরং সকল অন্যায়-অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে। শাসক, শোষক, পীড়কের বিরুদ্ধে এ লড়াই শাসিত, শোষিত ও পীড়িতের। এ চিরন্তন লড়াইয়ে নেতৃত্বদানের জন্য কবি এমন এক বীরের কল্পনা করেছেন, যে বীরের 'চির উন্নত শিরে'র স্বরূপটি তিনি কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। বিদ্রোহ কেবল একবার ঘটে না, বার বার ঘটে। জীবন নবায়িত হয়, নবায়িত হয় চাহিদা, নবায়িত হয় নতুন সময়ের নতুন দ্রোহের

সম্ভাবনা। এই বিদ্রোহ-বয়ান দীর্ঘায়িত করা যায় আরো বহুদূর, তাতে পুনরাবৃত্তি যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে অত্যুক্তি। প্রতিটি বিদ্রোহের শুরুতে এই 'অতি'-র একটি ইতিবাচক ভূমিকা আছে। যেমন আছে কবি নজরুল-বর্ণিত বিদ্রোহের: 'শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির'। বিদ্রোহের সংজ্ঞাবয়ানে কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী' আজ শুধু একটি কাব্যভাষ্য নয়, বরং একটি সচল নমুনা। কাজেই সার্বিক বিচারে কবিতাটির নামকরণ সার্থক হয়েছে।

➲ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন উত্তর

১। কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করে।

২। কাজী নজরুল ইসলামের বিশেষ উপাধি কী?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলামের বিশেষ উপাধি বিদ্রোহী কবি।

৩। কাজী নজরুল ইসলামের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলামের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থের অগ্নিবীণা।

৪। 'বিদ্রোহী' কবিতার রচয়িতা কে?

উত্তরঃ 'বিদ্রোহী' কবিতার রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম।

৫। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতা?

উত্তর: 'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৬। কবি কী মানেন না?

উত্তরঃ কবি কোনো আইন মানেন না

৭। কাজী নজরুল ইসলাম কত সালে মারা যান?

উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৭৬ সালে মারা যান।

৮। কবি কার শিষ্য বলে দাবি করেছেন?

উত্তর: কবি বিশ্বমিত্রের শিষ্য দাবি করেছেন।

৯। কবি কার শিঙ্গার মহাহুঙ্কার?

উত্তর: কবি ইসরাফিলের শিঙ্গার মহাহুঙ্কার।

১০। কবি কার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস

উত্তর: কবি বিধবার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস।

১১। কবি নিজেকে কার কঠোর কুঠার বলেছেন?

উত্তরঃ কবি নিজেকে পরশুরামের কঠোর কুঠার বলেছেন।

১২। কবির শির কীরূপ অবস্থায় থাকে?

উত্তর: কবি শির চির-উন্নত অবস্থায় আছে।

১৩। নটরাজ কার অপর নাম?

উত্তরঃ নটরাজ মহাদেবের অপর নাম।

১৪। ইন্দ্রাণী-সুতের নাম কী?

উত্তর:জিরেও ইন্দ্রাণী-সুতের নাম জয়ন্ত।

১৫। ধূর্জটি কার অন্য নাম?

উত্তর: ধূর্জটি শিব বা মহাদেবের অন্য নাম।

১৬। চেঙ্গিস খান কে ছিলেন?

উত্তর: চেঙ্গিস খান মোঙ্গল জাতির অন্যতম যোদ্ধা ও সামরিক নেতা ছিলেন।

১৭। বেদুইন কারা?

আরও বেদুইন আরব দেশের একটি যাযাবর জাতি।

১৮। 'কৃপাণ' শব্দের অর্থ কী?

উত্তরঃ 'কৃপাণ' শব্দের অর্থ তলোয়ার বা তরবারি সদৃশ অস্ত্রবিশেষ।

১৯। 'অগ্নিবীণা' কাব্য কতসালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?

উত্তর:'অগ্নিবীণা' কাব্য ১৯২২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

২০।'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার বুকের ক্রন্দন-শ্বাস?

উত্তর 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিধবার বুকের ক্রন্দনশ্বাস।

২১।'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর অন্য হাতে রণ তুর্য। এখানে কাজী নজরুল ইসলামের কোন সত্তাটি প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তরঃ এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর অন্য হাতে রণ তূর্য। এখানে কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'প্রেম ও দ্রোহ' সত্তাটি প্রকাশ পেয়েছে।

২২। 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?

উত্তর: 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কাজী নজরুল ইসলাম।

২৩। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির দু'হাতে কী কী হয়েছে বলেছেন?

উত্তর: 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশি, অন্য হাতে রয়েছে রণ-তূর্য।

২৪। কবি কার শিঙ্গার মহা হুঙ্কার?

উত্তরঃ কবি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা হুঙ্কার।

২৫। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি কার কঠোর কুঠার বলেছেন?

উত্তর:'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি পরশুরামের কঠোর কুঠার বলেছেন।

➲ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর

১। কবি কখন শান্ত হবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন?

- কবি শান্ত হবে সেই দিন যেই দিন অত্যাচারিতরা ক্রন্দন করবে না। কবি এ পৃথিবী থেকে চিরতরে অন্যায়, অবিচার, শোষণ, জুলুম, নিযার্তন ইত্যাদি বন্ধ করতে চান। কোনো অত্যাচারিতদের ক্রন্দন ধ্বনি যেন আর শোনা না যায়। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেন ন্যায়, সত্য ও সাম্য কায়েম হয়। আর তখনি কবির বিদ্রোহী সত্তা শান্ত হবে।

২। "আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।"- কারণ কী?

- জয় কবি ইংরেজিদের পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত হতে চেয়েছেন। কবির জীবদ্দশায় ভারতীয় উপমহাদেশ ইংরেজদের অধীন ছিল। তাদের শোষণ-শাসনে এদেশবাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কবি পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত স্বদেশকে দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি তৎকালীন ঔপনিবেশিক সরকার তথা ইংরেজদের যত আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ভেঙে ভারতকে স্বাধীন করতে সংকল্পবদ্ধ।

৩। "আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য।"- এখানে কী বলা হয়েছে?

- কবি এখানে নিজেকে ইন্দ্রের স্ত্রী ইন্দ্রাণী বা শচীর পুত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ইন্দ্রাণীর পুত্রের নাম জয়ন্ত। তার হাতে চাঁদ আর কপালে সূর্য। অর্থাৎ একই সঙ্গে জয়ন্ত চাঁদের কোমল আলো ও সূর্যের প্র্য কিরণের অধিকারী। অর্থাৎ, তার দুটি সত্তা- একটি রুদ্ররূপ আর অন্যটি কোমল রূপ; একটি বিদ্রোহী সত্তা; অপরটি প্রেমের।

৪। কবি নিজেকে বিদ্রোহী বীর বলেছেন কেন?

- পরাধীন রাষ্ট্রকে মুক্ত করতেই মূলত কবি নিজেকে বিদ্রোহী বীর বলেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচিত হওয়ার সময় ভারতবর্ষ তথা কবির জন্মভূমি ছিল পরাধীন। ইংরেজরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এদেশে তারা নানাভাবে এদেশের সাধারণ মানুষকে নির্যাতন, নিপীড়ন করতো। অন্যায়, অবিচার, অসত্য, বৈষম্য ইত্যাদি গ্রাস করেছিল ন্যায়, সত্য ও সাম্যকে। ফলে হাহাকার করে উঠেছিল মানবতা। কবি তাই ইংরেজ শাসন-শোষণের শৃঙ্খল থেকে এদেশকে মু করার মহান লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যান। তিনি দেখেছেন বিদ্রোহ, বিপ্লব, আন্দোলন, সংগ্রাম ছাড়া কায়েমী স্বার্থবাদীদের তাড়ানো যানে না। তাই তিনি নিজেকে বিদ্রোহী বীর বলেছেন।

৫। কবি নিজেকে পৃথ্বীর অভিশাপ বলেছেন কেন?

- অন্যায় ও শোষণকে প্রতিরোধ করতে কবি নিজেকে পৃথ্বীর অভিশাপ রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

- কবি অন্যায়-অনিয়মের ঘোর প্রতিবাদী। পৃথিবীতে বিদ্যমান শোষণ-বঞ্চনা, অন্যায়-অত্যাচারকে প্রতিহত করে কবি পৃথিবীতে শাড়ি প্রতিষ্ঠা করতে চান। কবি উৎপীড়িতকে শোষণমুক্ত করতে অত্যন্ত কঠোর। অন্যায়ের বিরুদ্ধের তাঁর এই কঠোরতা বুঝাতে কলি নিজেকে পৃথ্বীর অভিশাপ বলেছেন।

১। পিচ্চিরা এমনি ঘুরে বেড়ায়, কোথাও ৭/৮ জনের একটি গ্রুপ, কোথাও ৫/৬ জনের নেতৃত্বে ২০/২৫ জনের মিছিল। মিছিলে স্লোগান দিচ্ছে, আইয়ুব শাহী, মোনেম শাহী- ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক'; 'আইয়ুব মোনেম ভাই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই। আবার মাঝে মাঝে স্লোগান ভুলভাল হয়ে যায়। যেমন- আইয়ুব শাহী, জালেম শাহী'- এর জবাবে বলছে, বৃথা যেতে দেবো না। কিংবা শহীদের রক্ত'- এর জবাবে বলছে, 'আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো।

ক. 'কুর্নিশ' কথাটির মানে কী?

খ. আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'- ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে কি? তোমার উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দাও।

》 ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. 'কুর্নিশ' কথাটির মানে কী?

- কুর্নিশ' কথাটির মানে হচ্ছে কিছুটা পিছিয়ে সমপূর্ণ সালাম বা অভিবাদন।

খ. আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'- ব্যাখ্যা কর।

- 'আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!'- পঙক্তিটির মাধ্যমে কবি শাসকের অন্যায় শাসনতন্ত্র, নিয়ম-নীতি ভেঙে তথা তার চলার পথের সমস্ত বাধা উপর করে এগিয়ে যাওয়াকে বুঝিয়েছেন। 'বিদ্রোহী কবিতায় কবি নিজের শক্তির বহুমাত্রিকতাকে বিভিন্ন অনুষঙ্গে তুলে ধরেছেন। যেগুলো দিয়ে তিনি মানবসমাজে চলমান সমস্ত অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করতে চেয়েছেন। এ কারণে শাসকের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী কবি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শাসকের জারি করা অন্যায় বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনি এখানে সমষ্টির মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করেছেন।যারা মানুষের অধিকার হরণ করে এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তারা মানুষের শত্রু। কবি তাদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করেন। এ কারণেই তিনি তাদের নিয়ম-কানুনকে অস্বীকার করে বলেছেন- "আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!

গ. উদ্দীপকের কোন দিকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

- উদ্দীপকের শোষণ বঞ্চনার প্রতিবাদ এবং শোষকের ধ্বংস নিশ্চিত করার প্রত্যাশার দিকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। পাকিস্তানি শাসকগাষ্ঠীর হাতে এদেশের মানুষের ভাগ্য শৃঙ্খলিত ছিল। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সব ক্ষেত্রেই তাদের নিয়ন্ত্রণ এদেশের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাই বাঙালিরা পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের পতনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে।

- উদ্দীপকে পাকিস্তানি শাসকগাষ্ঠীর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং তাদের ধ্বংস প্রত্যাশা করা হয়েছে। আইয়ুব খান ও মোনেম খানের অপশাসনের প্রতিবাদে মিছিল হয়েছে। সেই মিছিলে মিছিলকারীরা এক দড়িতে তাদের ফাঁসি চেয়েছে। এই চেতনা বিদ্রোহী কবিতার শাষেকের বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ কবিতায় কবি সমস্ত অনিয়ম ও অকল্যাণের অবসান করতে চেয়েছেন। আর এ জন্য তিনি বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছেন। তিনি তাঁর আত্মবিশ্বাস ও বিদ্রোহের চেতনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের আত্মজাগরণ ঘটাতে চান। আর এ কারণেই তিনি উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল না থামা পর্যন্ত তার অভিযান অব্যাহত রাখার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

ঘ. উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে কি? তোমার উত্তরের সাপেক্ষে যুক্তি দাও।

- না, উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী' কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি। যুগে যুগে বহুবার এদেশের মানুষ শোষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে। ন্যায্য দাবি আদায় করতে তারা রাজপথে মিছিল করেছে। শোষকের কবল থেকে মুক্ত হতে তারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে।

- উদ্দীপকে পশ্চিম পাকিস্তানের দুজন শাসকের ফাঁসির দাবিতে শিশুদের স্লোগানের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। এ দুজন হলেন আইয়ুব খান ও আবদুল মোনেম খান। এদের ফাঁসির দাবিতে শিশুরা 'আইয়ুব-মোনেম ভাই ভাই এক দড়িতে ফাঁসি চাই' বলে স্লোগান দিয়েছে।তাদের কণ্ঠে এ স্লোগানের কারণ আইয়ুব-মোনেমের অপশাসনের বিরুদ্ধে এ দেশের আপামর জনতার তীব্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষ। তখন বাঙালিদের সামগ্রিক বিদ্রোহ চেতনায় শিশুরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এ দিকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার বিদ্রোহী চেতনার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ বিষয়টি ছাড়াও কবিতায় আরও প্রসঙ্গ রয়েছে যা উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। বিদ্রোহী' কবিতায় কবি সমস্ত অনিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তার তীব্র প্রতিবাদী চেতনা তিনি অধিকারবতি সব মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন পৃথিবীতে যত দিন অন্যায় থাকবে, যত দিন উৎপীড়িতের কান্নাররোল তার কানে আসবে তত দিন তার বিদ্রোহ অব্যাহত থাকবে। এ চেতনাটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়নি। এ দিক বিচারে তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটিতে 'বিদ্রোহী কবিতার মূলভাবের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেনি।

২। আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু

এই স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু!

সাত-সাতশ নরক-জ্বালা জলে মম ললাটে।

মম ধূম-কুণ্ডলী করেছে শিবের ত্রিনয়ন ঘন ঘোলাটে

আমি সুষ্টার বুকে সৃষ্টি পাপের অনুতাপ-তাপ হাহাকার

আর মর্ত্যে শাহারা- গোবী-ছাপ

আমি অশিব তিক্ত অভিশাপ ।

ক. কবি কী মানেন না?

খ. "যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'- একথা বলার কারণ কী?

গ. উদ্দীপকের সাথে "বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি "বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাব ধারন করেনা"- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

》 ২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. কবি কী মানেন না?

- কবি কোনো আইন মানেন না।

খ. "যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না'- একথা বলার কারণ কী?

- নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের দুঃখকষ্ট ও আর্তচিৎকার বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত কবি বিপ্লব-প্রতিবাদ চালিয়ে যাবেন বোঝাতে তিনি প্রশ্নোক্ত কথা বলেছেন। অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ নিরন্তর। যেখানেই তিনি অত্যাচার ও অনাচার দেখেছেন, সেখানেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। নিপীড়কের বিরুদ্ধে এবং আর্তমানবতার প্রতিবাদে ফুঁসে উঠেছেন তিনি। তাঁর হুংকারে কেঁপে উঠেছে অত্যাচারীর ক্ষমতার মসনদ । অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেও উৎপীড়িত মানুষের পক্ষে বিপ্লব-প্রতিবাদ অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি। এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করতেই তিনি প্রশ্নোক্ত চরণটির অবতারণা করেছেন।

গ. উদ্দীপকের সাথে "বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

- উদ্দীপকের সাথে 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি হচ্ছে বিদ্রোহী চেতনা। 'বিদ্রোহী' কবিতায় নানা ব্যঞ্জনায় কবির বিদ্রোহের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। যেখানেই অন্যায়-অত্যাচার দেখেছেন, সেখানেই তিনি বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্রে ফুঁসে উঠেছেন। বিশেষ করে পরাধীন মাতৃভূমিতে বিজাতীয় শাসকদের আগ্রাসন ও শোষণ-নির্যাতন তাঁকে পীড়িত করেছে। সংগত কারণেই এই অপশক্তির বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করেছেন তিনি। বস্তুত, মানুষ হয়ে মানুষের ওপর প্রভুত্ব ফলানো সামন্ত প্রভুদের ধ্বংসের মধ্যেই তিনি মুক্তির নতুন আলো দেখতে পেয়েছেন।

- উদ্দীপকের কবিতাংশে বিপ্লবী মানসের বারংবার ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে। কালের খেয়ালে ব্যক্তি মানুষের মৃত্যু হলেও বিপ্লবী চেতনার মৃত্যু নেই। সময় পরিক্রমায় তা একজন থেকে অন্যজনে সঞ্চারিত হয়। ফলে বিপ্লবীর বজ্রকোঠার আহ্বানে পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে আসে। শিব বা মহাদেবের ত্রিনয়নও তখন অন্ধকারে ঢেকে যায়। প্রভুত্ব ফলানো নরপিশাচদের জীবন অভিশপ্ত হয়ে ওঠে বিপ্লবীদের প্রত্যাঘাতে। তথাকথিত সামন্ত প্রভুদের কাছে তারা যেন মূর্তিমান অভিশাপে পরিণত হয়। বিপ্লব-বিদ্রোহের এই বিধ্বংসী রূপটি আলোচ্য কবিতায়ও একইভাবে ফুটে উঠেছে। সেখানে বীর ধর্মের অনুসারী কবি সামন্ত প্রভুদের ক্সতরি সকল নিয়ম ও শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে প্রয়াসী হয়েছেন। অর্থাৎ উদ্দীপক ও 'বিদ্রোহী' কবিতা উভয় উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্রোহী বহিঃপ্রকাশ করা যায়। এটিই উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য কবিতার সাদৃশ্যপূর্ণ দিক ।

- উদ্দীপকের কবিতাংশে কেবল বিদ্রোহী চেতনার দিকটি ফুটে ওঠায় তা 'বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাবকে ধারণ করতে পারেনি।

ঘ. "উদ্দীপকটি "বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাব ধারন করেনা"- মন্তব্যটির যথার্থতা বিচার কর।

- আলোচ্য কবিতাটি কবির বিদ্রোহী চেতনার এক অনন্য প্রকাশ । বিদ্রোহের স্বরূপ উদ্ঘাটনে কবিতাটি অনন্য মাইলফলকও বটে। তবে এ কবিতায় শুধু দ্রোহ চেতনাই নয়, সেখানে বিদ্রোহী হিসেবে কবির আত্মপরিচয়, প্রেম ও দ্রোহের স্বরূপসহ বিচিত্র বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও কবিতাটিতে আর্তমানবতার মুক্তির লক্ষে কবি প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

- উদ্দীপকের কবিতাংশে বিদ্রোহী চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। অন্যায় ও অসাম্য ঘুচাতে সেখানে বিপ্লবী সত্তার পুনরুত্থানের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এই বিদ্রোহী সভা অকুতোভয় ও মানবকল্যাণে নিবেদিত। শত প্রতিবন্ধকতাও তার পথ রুদ্ধ করতে পারে না। অন্যায়ের প্রতিভূদের জন্য সাক্ষাৎ অভিশাপ হিসেবে আবির্ভূত হয় সে। আলোচ্য 'বিদ্রোহী' কবিতায়ও কবি তাঁর বিদ্রোহী সত্তার এমন ক্সবশিষ্ট্যের কথাই তুলে ধরেছেন। যেখানে পরাধীন জন্মভূমিতে

ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি দ্রোহ করেছেন সমাজে বিরাজমান অপশাসন ও অচলায়তনের বিরুদ্ধে। তাঁর বিশ্বাস, এই অচলায়তন ভেঙেই একদিন দেখা মিলবে মুক্তির পথ। একইভাবে, উদ্দীপকের কবিতাংশেও কবি মহাবিপ্লবের কথা বলেছেন। অর্থাৎ উভয়স্থানে বজ্রনির্ঘোষ বিপ্লবের কথা প্রকাশিত হলেও কবিতাটির ব্যাপ্তি উদ্দীপকের কবিতাংশের তুলনায় ব্যাপক। তাছাড়া এ কবিতায় মানবতাবোধে উদ্ভাসিত কবির সদম্ভ উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মুহূর্তের জন্যও তিনি অপশক্তির কাছে মাথা নিচ করতে রাজি নন।

সর্বোপরি কবির বিপ্লব প্রতিবাদের পেছনে রয়েছে মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা। আলোচ্য কবিতার এ সকল বিষয় উদ্দীপকের কবিতাংশে উঠে আসেনি। সে বিবেচনায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ ।

৩। সোহান একটি রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম হয়। তাকে প্রথম পুর¯··্ার হিসেবে দেয়া হলো একটি কবিতার বই। সময় পেলেই সোহান ঐ কবিতার বইয়ের একটি কবিতা উচ্চকণ্ঠে পড়ে। যতবারই সোহান কবিতাটি পড়ে নিজের ভিতর একটি পরিবর্তন লক্ষ করে। কবিতাটি তার কাছে আত্মমুক্তির মন্ত্র বলে মনে হয়। সত্যের আলোয় কবিতাটি তাকে নিজেকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

(ক) বেদুইন' কী?

(খ) কবি নিজেকে ধর্মরাজের দণ্ড বলেছেন কেন?

(গ) উদ্দীপকে সোহানের পঠিত কবিতার সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে- আলোচনা কর ।

(ঘ) উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের উক্ত কবিতার সমগ্রভাব ধারণ করে কী?- বিশ্লেষণ কর।

》 ৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

(ক) বেদুইন' কী?

- বেদুইন হচ্ছে আরব দেশের একটি যাযাবর জাতি ।

(খ) কবি নিজেকে ধর্মরাজের দণ্ড বলেছেন কেন?

- কবি নিজেকে ধর্মরাজের দণ্ড বলেছেন, ন্যায়বিচারের প্রতিমূর্তি হিসেবে নিজের সুদৃঢ় অবস্থান তুলে ধরতে। হিন্দুধর্ম মতে, ধর্মরাজ নিরপেক্ষ ভাবে জীবের পাপ-পুণ্যের বিচার করেন। সর্বোপরি পূণ্যবান বলে তাঁর নাম ধর্মরাজ। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কবিও তেমনি ন্যায়ের প্রতিমূর্তি। বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের ন্যায়ের পথেই তাঁর দ্রোহ। সমাজে প্রচলিত অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণ-বঞ্চনার যোগ্য শাস্তি বিধান করার মানসে নিজেকে তিনি ধর্মরাজের দণ্ডের সাথে তুলনা করেছেন।

(গ) উদ্দীপকে সোহানের পঠিত কবিতার সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের কোন কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে- আলোচনা কর ।

- উদ্দীপকের সোহানের পঠিত কবিতার সঙ্গে পাঠ্যবইয়ের 'বিদ্রোহী' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকে সোহান একটি কবিতা পড়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করে। কবিতাটি পড়ে সে যেন নিজেকে চিনতে পারে। কবিতাটি তার কাছে আত্মমুক্তির পথ বলে মনে হয়। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবির আত্মজাগরণ এবং আমি শক্তির নানা ক্সবশিষ্ট্য ফুটে ওঠেছে। ব্যক্তি যখন তার নিজের আমিত্বকে চিনতে বা জানতে পারে, তখন সে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়। অন্যায়-অনিয়ম এবং দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। 'বিদ্রোহী' কবিতার এই দৃঢ়প্রত্যয়ী 'আমি' ভাবনার দিকটির সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) উদ্দীপকটি পাঠ্যবইয়ের উক্ত কবিতার সমগ্রভাব ধারণ করে কী?- বিশ্লেষণ কর।

- উদ্দীপকটি 'বিদ্রোহী' কবিতার আংশিক ভাব ধারণ করে। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বিদ্রোহকে একটি আদর্শ ও চেতনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিরন্তর বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তিনি প্রচলিত নিয়মকানুনের শৃঙ্খলকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন দিনের সূচনাই কবির মূল লক্ষ।

- উদ্দীপকে কেবলমাত্র নিজেকে চেনার কথা বলা হয়েছে। নিজেকে চেনার মধ্য দিয়ে দৃঢ়প্রত্যয়ী ও নির্ভীক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতায় ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ এবং সমাজের বিভিন্ন ক্সবষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে। কবি তাঁর বিদ্রোহী শক্তিকে উপস্থাপন করতে বিভিন্ন ধর্মের সাহসী ব্যক্তি এবং শক্তির প্রতীককে নিজের 'আমি' ভাবনায় প্রকাশ করেছেন। কবি ভীম, চেঙ্গিস, অর্ফিয়াস, নটরাজ সকল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও

শক্তি থেকে বিদ্রোহী সত্তা আহরণ করে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। কাজেই ''বিদ্রোহী' কবিতার সমগ্রভাব উদ্দীপকে প্রকাশ পায় নি ।

প্রতিদান - জসীমউদ্দীন

লেখক- পরিচিতি :

জন্ম : 'কবি জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিচয় : জসীমউদ্‌দীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এম.এ. পাস করেন এবং বিভাগীয় অধ্যক্ষ দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে পল্লিসঙ্গীত সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়েই তিনি লোকসাহিত্য বিশেষভাবে পল্লিজীবনের নিজস্ব সৌন্দর্যে আকর্ষণ অনুভব করেন এবং পল্লিজীবন তাঁর কাব্যের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠে। জসীমউদ্দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে কয়েক বছর (১৯৩৮-১৯৪৪) অধ্যাপনা করেন এবং পরে সরকারের প্রচার বিভাগে যোগদান করেন। কবি জসীমউদ্দীন পল্লির মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহ- প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে নিখুঁতভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করেন। এজন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে 'পল্লি-কবি' হিসাবে পরিচিত। তিনি পল্লি-কবি হিসাবে খ্যাত হলেও মানবজীবনের চিরায়ত আবেগের রূপকার হিসাবে কোনো বিশেষ সময় ও বিশেষ এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন না। আবেগের পরিমিত বিন্যাস, অলংকরণের আধুনিকতা ও মার্জিত রুচিবোধের জন্য কল্লোলযুগের উগ্র আধুনিক কবিকুলের তিনি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন।

কাব্য : রাখালী, বালুচর, নকশী কাঁথার মাঠ, ধানখেত, সকিনা, সোজন বাদিয়ার ঘাট, মাটির কান্না, রূপবতী, যে জননী কাঁদে, সুচয়নী, জলের খেলা।

নাটক স্মৃতিকথা : বেদের মেয়ে, মধুমালা, পল্লী বধূ, ওগো পুষ্প ধেনু, গ্রামের মেয়ে। জীবন কথা, ঠাকুর বাড়ীর আঙ্গিনায়, যাদের দেখেছি, স্মৃতির পট।

গানের বই : রঙিলা নায়ের মাঝি, পদ্মাপার।

উপন্যাস : বোবা কাহিনী।

মৃত্যু : কবি জসীমউদ্‌দীন ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

পাঠ - সংক্ষেপ :

'প্রতিদান' কবিতাটি কবি জসীমউদ্‌দীনের 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত। এ কবিতায় কবি ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরার্থপরতার মধ্যেই যে ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও স্বার্থকতা নিহিত সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কবির কণ্ঠে প্রতিশোধ-প্রতিহিংসার বিপরীতে ব্যক্ত হয়েছে প্রীতময় এক পরিবেশ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। কেননা ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ করতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী। কবি অনিষ্টকারীকে কেবল ক্ষমা করেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে অনিষ্টকারীর উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর, বাসযোগ্য করতে চেয়েছেন।

নামকরণ ও এর সার্থকতা :

'প্রতিদান' কবিতায় অপকারকারীর উপকার করার কথা বলা হয়েছে। অন্যের উপকার করার মধ্যেই যে প্রকৃত সুখ রয়েছে তার কথা বলা হয়েছে। কবি তাঁর অনিষ্টকারীকে ক্ষমা করে দিতে চেয়েছেন। এমনকি সেই অনিষ্টকারীর ক্ষতি না করে উপরন্তু তার উপকার করার মাধ্যমে ভালোবাসার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছেন। যে কবির ক্ষতি চেয়েছে, কবি প্রতিদানে তার উপকার করতে চেয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতাটির নাম 'প্রতিদান' যথার্থ ও অর্থবহ।

➲ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন উত্তর

১। কবি কার ঘর বাঁধছেন?

উত্তরঃ যে কবির ঘর ভেঙেছে তার ঘর।

২। জসীমউদ্‌দীন কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: জসীমউদ্‌দীন ১৯০৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

৩ । 'নকশী কাঁথার মাঠ' কার কাব্যগ্রন্থ?

উত্তরঃ ' নকশী কাঁথার মাঠ' জসীমউদ্দীনের কাব্যগ্রন্থ।

৪। পল্লিকবি কার উপাধি?

উত্তর: জসীমউদ্দিন এর।

৫। জসীমউদ্দীন কত সালে পরলোকগমন করেন?

উত্তর: ১৯৭৬ সালে।

৬। জসীমউদ্দীনের সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা কোনটি?

উত্তর: জসীমউদ্‌দীনের সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতা 'কবর' কবিতা।

৭। কবি কাকে বুকভরা গান দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন?

উত্তর: যে কবিকে বিষবাণে জর্জরিত করেছে তাকে বুকভরা গান দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

৮। কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি নেন?

উত্তর: জসীমউদ্‌দীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. ডিগ্রি নেন।

৯। জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্যগ্রন্থ বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

উত্তর: জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যটি বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

১০। যে কবিকে কাঁটার আঘাত দেয় কবি তাকে বিনিময়ে কী দেয়?

উত্তর:ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

১১। কবি কার জন্য পথে পথে ঘোরেন?

উত্তর: কত যে তাকে পথের বিরাগী করেছে তার জন্য।

১২। জসীমউদ্‌দীন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন?

উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৩। জসীমউদ্‌দীনের জন্ম হয়েছে কোন জেলায়?

উত্তর: ফরিদপুর জেলায়।

১৪। 'ধানখেত' কার রচিত কাব্যগ্রন্থ?

উত্তর:'ধানখেত' জসীমউদ্‌দীনের রচিত কাব্যগ্রন্থ।

১৫। কোন বিশ্ববিদ্যালয় জসীমউদ্দীনকে 'ডিলিট' উপাধি প্রদান করেছে?

উত্তর: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

➲ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর

১. শত্রুর প্রতি কবির মনোভাব কিরূপ? ব্যাখ্যা করো।

◨ শত্রুর প্রতি কবির মনোভাব হলো শত্রুকে সহনশীলতা, মমতা ও ভালোবাসার জোরে জয় করা প্রতিদান' কবিতায় কবি মনে করেন প্রীতি আর ভালোবাসা দিয়ে সব মানুষের মনকে জয় করা যায়। হিংসা-বিদ্বেষ, সংঘাত কখনোই শুভকর ও কল্যাণময় হয় না। বরং এগুলো কেবল সমাজে অকল্যাণ আর অশান্তিই বয়ে আনে। এ

কারণে কবি বলেন, কেউ যদি তাঁর ক্ষতি করে নিষ্ঠুর আচরণ করে কিংবা কঠিন আঘাত করে অন্তরকে জর্জরিত করে তবুও তিনি প্রতিশোধ পরায়ণ হবেন না। সকল শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুরতাকে তিনি জয় করবেন প্রেম, প্রীতি, মমতা ও ভালোবাসার জোরে।

১৬। সমাজসংসার কীসে আক্রান্ত?

উত্তর: সমাজসংসার বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত।

১৭। 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কাঁটা পেয়ে কী দান করেছেন?

উত্তর: 'প্রতিদান' কবিতায় কবি কাঁটা পেয়ে ফুলদান করেছেন।

১৮। আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর- এ পংক্তিতে কী বুঝানো হয়েছে?

উত্তর:আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর- এ পংক্তিতে সর্বংসহা মনোভাব বুঝানো হয়েছে।

১৯। জসীমউদ্‌দীনের কোন কাব্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়?

উত্তর: জসীমউদ্‌দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্য বিভিন্ন বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়।

২০। কবিকে যে পর করেছে তার জন্য কবি কী করেছেন?

উত্তর: কবিকে যে পর করেছে, তাকে আপন করার জন্য কবি কেঁদে বেড়িয়েছেন।

২. সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভালোবাসা কী ভূমিকা রাখতে পারে? ব্যাখ্যা করো।

◨ ভালোবাসা এমন এক সম্মোহনী শক্তি; যার পরশে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।ভালোবাসার স্পর্শে সব কুৎসিত, অসুন্দর দূর হয়ে সমাজে সৃষ্টি হয়

◨ সৌন্দর্য আর শান্তি। মানুষ হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যায়। মানুষ যদি পরস্পরকে ভালোবাসতে শেখে তাহলে তার পক্ষে অন্যের অনিষ্ঠ করা সম্ভব নয়। ভালোবাসার ঐশ্বরিক আলোতে তার হৃদয় আলোকময় হয়ে উঠলে সে নেতিবাচক কোনো কিছু চর্চা করতে পারে না। তাই যে সমাজে ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয় সে সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায়, স্বার্থপরতা, হানাহানি, অসত্য, অনঙ্গল ও অশুভ শক্তির মূল্যোৎপাটন সম্ভব।

৩. কবি 'প্রতিদান' কবিতায় শত্রুকে কাঁটার বিনিময়ে ফুল দান করতে চেয়েছেন কেন?

- সমাজের সকল হিংসা, বিদ্বেগ, সংঘাত দূর করে শান্তি ও সম্প্রীতিময় সমাজ গঠনের জন্য কবি তাঁর কবিতায় শত্রুকে কাঁটার বিনিময়ে ফুল উপহার দিতে চেয়েছেন।

- ভালোবাসা দিয়ে যা কিছু জয় করা যায়। শত্রুতা করে তার এক আনাও জয় করা যায় না। ভালোবাসা এক অমোঘ অস্ত্র যে অস্ত্রের প্রয়োগ করে দীর্ঘদিনের হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, সংঘাত দূর করে সমাজে শান্তি-প্রতিষ্ঠা করা যায়। কিন্তু শত্রুতাকে জয় করার জন্য পাল্টা শত্রুতা করলে সেখানে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এজন্যই কবি তাঁর 'প্রতিদান' কবিতায় শত্রুকে কাঁটার বিনিময়ে ফুল দান করতে চেয়েছেন।

৪. 'দীঘল রজনী তার তরে জাগি'- বলতে কী বুঝায়?

- 'দীঘল রজনী তার তরে জাগি'- বলতে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রহরকে বুঝানো হয়েছে।

- ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে একদিনে ইচ্ছা করলেই আমুল পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। দীর্ঘদিনের জঞ্জাল আর কুসংস্কারের বদ্ধমূল ধারনার পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন দিনের পর দিন অপেক্ষা করা। সমাজ পরিবর্তনে অপেক্ষার প্রহরগুলো বুঝাতেই কবি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেছিলেন।

১। অনুজের হস্ত ধরিয়া নিকটে বসাইয়া হাসান বলিতে লাগিলেন, ডাই স্থির হও। আমি আমার বিষদাতাকে চিনি।..... তাহা হউক ভাই, তাহার নাম আমি কখনোই মুখে আনিব না। তাহার প্রতি আমার রাগ, হিংসাদ্বেষ কিছুই নাই। ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার বিষদাতার মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব।

(ক) কবি কার কূল বাঁধেন? [বিএমটি-২০২৩]

(খ) "কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান, সারাটি জনম- ভর।"-চরণটিতে কবির কোন গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে? [বিএমটি-২০২৩]

(গ) উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে 'প্রতিদান' কবিতার কবির কোন গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে? বিএমটি-২০২৩)

(ঘ) "উদ্দীপকের বিষদাতা 'প্রতিদান' কবিতার নিষ্ঠুর মানুষদের প্রতিনিধি।" -মন্তব্যটির সপক্ষে মতামত দাও। [বিএমটি-২০২৩]

》 ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. কবি কার কূল বাঁধেন?

- যেকবির কূল ভেঙেছে কবি তার কূল বাঁধেন।

খ. "কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান, সারাটি জনম- ভর।"-চরণটিতে কবির কোন গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে?

- সমাজের সকল হিংসা, বিদ্বেষ, সংঘাত দূর করে শান্তি ও সম্প্রীতিময় সমাজ গঠনের জন্য কবি তাঁর কবিতায় শত্রুকে কাঁটার বিনিময়ে ফুল উপহার দিতে চেয়েছেন।

- ভালোবাসা দিয়ে যা কিছু জয় করা যায়; শত্রুতা করে তার এক আনাও জয় করা যায় না। ভালোবাসা এক অমোঘ অস্ত্র যে অস্ত্রের প্রয়োগ করে দীর্ঘদিনের হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, সংঘাত দূর করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায় শান্তি। কিন্তু শত্রুতাকে জয় করার জন্য পাল্টা শত্রুতা করলে সেখানে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। এজন্যই কবি তাঁর 'প্রতিদান' কবিতায় শত্রুকে কাঁটার বিনিময়ে ফুল দান করতে চেয়েছেন।

গ. উদ্দীপকের হাসানের কর্মকাণ্ডে 'প্রতিদান' কবিতার কবির কোন গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে?

- উদ্দীপকে হাসানের কর্মকাণ্ডে 'প্রতিদান' কবিতার কবির মানুষের প্রতি সহমর্মিতা দেখানোর গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

- পৃথিবীর সব মানুষই একই চেতনার অধিকারী নয়। ভিন্ন চেতনার হওয়ায় অনেক সময় মানুষের আচরণ ও কাজে অন্য মানুষ কষ্ট পায়। কষ্ট পাওয়া মানুষ সেসব মানুষকে ক্ষমা করলে তাদের প্রতি সহমর্মিতা দেখালে সংসারের অশান্তি দূর হয়।

- উদ্দীপকে দেখা যায়, হাসান মৃত্যুশর্যায় উপনীত। তাকে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি জানতেও পেরেছেন কে-তাঁর বিষদাঁতা। তা সত্ত্বেও তিনি বিষদাতার প্রতি ঘৃণার পরিবর্তে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন। তিনি এও নিশ্চিত করেছেন যে, বিষদাতার প্রতি তাঁর কোনো রাগ বা হিংসা নেই। তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলেছেন, বিষদাতার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করবেন ঈশ্বরের কাছে। 'প্রতিদান' কবিতার কবিও তাঁর উপর অত্যাচারী সবাইকে ক্ষমা করেছেন। প্রতিদানে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সহমর্মিতা দেখিয়েছেন। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের হাসানের কর্মকান্ডে 'প্রতিদান' কবিতার

কবির মানুষের প্রতি সহমর্মিতা দেখানোর গুণাবলি প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ ."উদ্দীপকের বিষদাতা 'প্রতিদান' কবিতার নিষ্ঠুর মানুষদের প্রতিনিধি।" মন্তব্যটির সপক্ষে মতামত দাও।

- উদ্দীপকের বিষদাতা 'প্রতিদান' কবিতার নিষ্ঠুর মানুষদের প্রতিনিধি মন্তব্যটি যথার্থ।

- ভালো-মন্দ উভয় বৈশিষ্ট্যের মানুষই এ জগৎ-সংসারে বিদ্যমান। মন্দ মানুষ সব সময় অন্য মানুষের কষ্টের কারণ হয়। আর ভালো মানুষ সহমর্মিতা, উদারতা, ক্ষমাশীলতা ও সুচেতনা অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দেন। অন্যের কল্যাণে নিবেদিত থাকেন।

- উদ্দীপকের বিষদাতা হাসানকে বিষদান করে। তবুও হাসান তার প্রতি মহমর্মিতা দেখান। তাকে ক্ষমা করে দেন। এমনকি তার মুক্তির জন্যও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এমন একজন উদার ও মহৎ মানুষ বিষদাতার মতো নিষ্ঠুর মানুষের খারাপ আচরণের শিকার হন। এমনই নিষ্ঠুর মানসিকতা আমরা 'প্রতিদান' কবিতার মধ্যেও দেখতে পাই। সেখানে এক শ্রেণির মানুষের কথা বলা হয়েছে, যারা কবির ঘর ভেঙেছে। কবির বুকে আঘাত করেছে। কবিকে দিয়েছে বিষে ভরা বান। নিষ্ঠুর বাক্যে কবিকে করেছে জর্জরিত।

২। ত্যাগের মধ্যেই প্রকৃত সুখ- কথাটি আমরা জানলেও তা মানি না। নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পরোপকারের মধ্যেই ব্যক্তির প্রকৃত সুখ ও জীবনের সার্থকতা নিহিত। কিন্তু আমরা কারো দ্বারা সামান্য ক্ষতির সম্মুখীন হলেই প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকি। কিন্তু শুধুমাত্র প্রীতিময় আচরণের মাধ্যমেই প্রতিশোধের আগুন নিভে যায়। যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহানবি (স)।

(ক) 'প্রতিদান' কবিতাটির লেখক কে?

(খ) ত্যাগের মহিমা বলতে কী বোঝায়?

(গ) উদ্দীপকের ভাবের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার মূলভাবের সাদৃশ্যপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপক এবং প্রতিদান' কবিতার ভাবার্থ একই সূত্রে গাঁথা- বক্তব্যটির সপক্ষে তোমার যুক্তি দাও।

» ২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর «

ক. 'প্রতিদান' কবিতাটির লেখক কে?

- 'প্রতিদান' কবিতাটির লেখক জসীমউদ্দীন।

খ. ত্যাগের মহিমা বলতে কী বোঝায়?

- 'ত্যাগের মহিমা' বলতে ত্যাগের মধ্য দিয়েই জীবনের প্রকৃত সুখ খুঁজে পাওয়াকে বোঝায়।

- 'প্রতিদান' কবিতায় কবি সুন্দর, শান্তিময় সমাজ গঠনে নানা গুণ উল্লেখ করেছেন। এসব গুণের মাধ্যমেই পৃথিবীর সকল অসাম্য, হিংসা, ধ্বংসাত্মক মনোভাব দূর করা সম্ভব। ত্যাগ হলো এ সকল গুণের মধ্যে অন্যতম। নিজের সুখ ভোগ না করে অপরের সুখের জন্য নিজের সুখ বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই জীবনের আসল সুখ নিহিত- এ অর্থে কবি 'ত্যাগের মহিমা' কথাটি বলেছেন।

গ. উদ্দীপকের ভাবের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার মূলভাবের সাদৃশ্যপূর্ণ। দিকটি ব্যাখ্যা কর।

- পরোপকারী মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের ভাব ও 'প্রতিদান' কবিতার মূলভাব সাদৃশ্যপূর্ণ।

- 'প্রতিদান' কবিতায় কবি মানবপ্রেমের কথা বলেছেন। কবির মতে, পরোপকারীর মতো প্রকৃত সুখ আর কেউ লাভ করতে পারে না। তাই মানব জীবনে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে অপরের কল্যাণে নিজেকে -বিলিয়ে দিতে পারলেই জীবনের পরম সুখ লাভ করা যায়

- উদ্দীপকের ত্যাগের মধ্যেই জীবনের আসল সুখের কথা বলা হয়েছে। নিজের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে অপরের কল্যাণ ও সুখে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারলেই জীবনের প্রকৃত সুখ খুঁজে পাওয়া যায়। 'প্রতিদান' কবিতায়ও কবি পরের কল্যাণে নিজের সুখকে বিসর্জন দিতে বলেছেন। তাই কবি তাঁর কবিতায় বার বার পরোপকারের কথা বলেছেন। তিনি সবাইকে নিয়ে সুখী হতে চান। আর এ সুখ পাওয়ার জন্য তিনি কাঁটার আঘাতও সইতে রাজি আছেন। যে তার ঘর ভেঙেছে কবি তার ঘর বেঁধে দিতে চান। যে তাকে কাঁটা দিয়েছে কবি তারে ফুল দান করতে চান। যে তারে আঘাত দিতে চায়, কবি তারে বুক ভরে ভালোবাসতে

চান।এভাবে কবি তার কবিতায় পরের উপকারের কথা তুলে ধরেছেন। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ভাবের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার পরোপকারের দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. উদ্দীপক এবং 'প্রতিদান' কবিতার ভাবার্থ একই সূত্রে গাঁথা বক্তব্যটি সাপেক্ষে তোমার যুক্তি দাও।

- অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার মাঝেই জীবনের সার্থকতা। নিহিত আছে। সমাজে কিছু মানুষ আছে, যারা এ সত্যকে মেনে নিয়ে সর্বদা অপরের কল্যাণে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। পরে মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। সমাজের মানুষের দুঃখ, দুর্দশায় এগিয়ে আসা এবং তাদের দুঃখ কষ্ট দূর করার মাধ্যমে তারা মানসিক তৃপ্তি লাভ করে থাকেন।

- উদ্দীপকের 'ভাবে পরোপকার ও নিঃস্বার্থ মানসিকতাকে তুলে ধর হয়েছে। উদ্দীপকে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে পরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার মাঝেই যে জীবনের আসল সুখ নিহিত সে সে কথা স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে 'প্রতিদান' কবিতার ভাবার্থও এক এবং অভিন্ন। সেখানেও বলা হয়েছে নিজে একা সুখ ভোগ না করে সকলের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে মানব কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারলেই জীবনের প্রকৃত সুখ খুঁজে পাওয়া যায়।

- কবি বলেছেন, ভোগে নয়, ত্যাগের মাধ্যমেই জীবনের আসল সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায়। উদ্দীপকের ভাবাংশ এবং 'প্রতিদান কবিতার ভাবাংশের তুলনা করে বলা যায় যে, উভয় ক্ষেত্রেই পরোপকারের কথা বলা হয়েছে। সুখ একার নয়। সবাইকে নিয়ে সুখে থাকলেই মানব সমাজ প্রীতিময় ও শান্তিময় হয়। তাই সমাজের সকল বিভেদ, হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সবাইকে আপন করে নিলেই সমাজে থাকবে না কোনো দলাদলি। এজন্য কবি নিজেকে অপরের কল্যাণে উৎসর্গ করে দিতে বলেছেন। একা সুখ ভোগ করার চেয়ে অপরের মঙ্গলে নিজের সুখকে বিসর্জন দেয়ার মধ্যেই জীবনের আসল সুখ খুঁজে পাওয়া যায়। এসব দিক বিবেচনা করেই বলা যায়, বক্তব্যটি যুক্তিপূর্ণ হয়েছে।

৩। মাসুদ সাহেব একজন স্কুল শিক্ষক। তাছাড়া গ্রামের উন্নয়নমূলক কাজের সাথে তিনি যুক্ত। গ্রামের মানুষের বিপদের দিনে তিনি সব সময় পাশে দাঁড়ান। কিন্তু তার প্রতিবেশি আলম সাহেব তাকে সহা করতে পারেন না এবং নানাভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করেন। তবে মাসুদ সাহেব কখনোই আলম সাহেবকে শত্রু ভাবেন না, বরং তার বিপদের দিনেও মাসুদ সাহেব সবার আগে এগিয়ে আসেন।

ক. জসীমউদ্দিন কী হিসেবে সমধিক পরিচিত? [বিএম-২০২২]

খ. 'যে মোরে করিল পথের বিবাগী, পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি'- ব্যাখ্যা কর। [বিএম-২০২২]

গ. উদ্দীপকে আলম চরিত্রের 'সাথে 'প্রতিদান' কবিতার বৈপরীত্য কোথায়? আলোচনা কর। [বিএম-২০২২]

ঘ. 'মাসুদ সাহেব যেন কবিভাবনার প্রতিচ্ছবি'- উক্তিটি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর। বিএম-২০২২]

》 ৩ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. জসীমউদ্দিন কী হিসেবে সমধিক পরিচিত?

- জসীমউদ্দিন পল্লীকবি হিসেবে সমধিক পরিচিত। 'যে

খ. মোরে করিল পথের বিবাগী, পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি'- ব্যাখ্যা কর।

- কবিকে যারা ঘরছাড়া করে পথের বিবাগী করেছে, কবি সেইসব মানুষকে আপন করার জন্য পথে পথে কেঁদে বেড়ান।

- কবির কাছে পৃথিবীর সকলেই আপনজন। তিনি কাউকে পর বা শত্রু ভাবতে পারেন না। সকলকেই তিনি মায়া-মমতা আর ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধতে চান। তাই কবিকে যারা পর ভেবে ঘরছাড়া করেছে কবি তাদেরকে আপন করার জন্য পথে পথে কেঁদে বেড়ান। অর্থাৎ কবির শত্রুকে কবি ভালোবাসার পরশ দিয়ে আপন করে নিতে চান।

গ. উদ্দীপকে আলম চরিত্রের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার বৈপরীত্য কোথায়? আলোচনা কর।

- পরোপকারী মনোভাব ও মনুষ্যত্বের দিক থেকে উদ্দীপকে আলম চরিত্রের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।

- কবি মনে করেন, সমাজে ভালোকিছু করতে গেলে স্বার্থান্বেষী মহল কখনো ভালোভাবে হিতকারীর কাজকে মেনে নেবে না।

আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মমগ্ন মানুষেরা তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কাজে আঘাত আসবে এ কারণে পরোপকারী ব্যক্তিকে তারা নানাভাবে অপদস্ত করে থাকে।

- উদ্দীপকের আলম সাহেব একজন আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট মানুষ। তিনি শুধু নিজের স্বার্থই দেখেন। তার স্বার্থে আঘাত আসবে ভেবে তিনি মাসুদ সাহেবের ভালো কাজকে সমর্থন করেন না বরং তাকে নানাভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করেন। উদ্দীপকের আলম সাহেবের এ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন বিপরীত ভাব ফুটে উঠেছে 'প্রতিদান' কবিতার ভাববস্তুতে। 'প্রতিদান' কবিতার কবি বলেছেন, কাউকে কষ্ট দিয়ে নিজে সুখী হওয়া যায় না। এজন্য তিনি সকলের উপকার করতে চান। যে তাকে অনিষ্ট করে তা জেনেও তিনি তার প্রতিদানে ভালোবাসার মালা দান করতে চান। এজন্য কবি অনিষ্টকারীকে কেবল কথা বলেই নয়, বরং প্রতিদান হিসেবে উপকার করার মাধ্যমে পৃথিবীকে সুন্দর বাসযোগ্য করতে চান। সুতরাং উপর্যুক্ত কারণেই বলা যায় যে, উদ্দীপকের আলম চরিত্রের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার বিপরীত চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

ঘ .মাসুদ সাহেব যেন কবিভাবনার প্রতিচ্ছবি'- উক্তিটি যুক্তিসহ বিশ্লেষণ কর।

- 'প্রতিদান' কবিতার কবি যেমন পরোপকারী মানসিকতার অধিকারী উদ্দীপকের মাসুদ সাহেব।
- অপরের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার মাঝেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত। সমাজে কিছু মানুষ আছেন, যারা এ সত্যকে মেনে নিয়ে সর্বদা অপরের কল্যাণ চিন্তা করেন। পরের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। সমাজের মানুষের আপদে বিপদে এগিয়ে আসা এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করার মাধ্যমে তারা মানবিক তৃপ্তি লাভ করে থাকেন।
- উদ্দীপকের মাসুদ সাহেব একজন পরোপকারী মানুষ। তিনি সাধ্যমতো গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নে অংশগ্রহণ করেন। গ্রামেরমানুষের আপদে-বিপদে সর্বদা পাশে দাঁড়ান। 'প্রতিদান' কবিতার কবিও মাসুদ সাহেবের মতো একই মানসিকতার অধিকারী। কবিও মানুষকে ভালোবাসেন। মানুষের পরোপকার করেন। যে কবির ঘর ভেঙ্গেছে তিনি তার ঘর বেঁধে দিতে চান। যে তাকে কাটা দিয়েছে প্রতিদানে তিনি তারে ফুল দান করতে চান। যে তার বুকে আঘাত দিয়েছে, তিনি তাকে বুক ভরে ভালোবাসতে চান। তিনি সবাইকে নিয়ে সুখী হতে চান। কবি নিজে একা সুখী হতে চান না। তা তিনি সবাইকে তার সুখের অংশীদার বানাতে চান।
- 'প্রতিদান' কবিতার কবির মানসিকতা আর উদ্দীপকের মাসুদ সাহেবের মানসিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, উভয়ে পরোপকারী, মানবতাবাদী ও কল্যাণকামী মানুষ। তারা উভয়ে নিজেদের সর্বদা অপরের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত থাকেন। তাই সমাজের যে কোনো মানুষ আপদে-বিপদে পড়লে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাধ্যমত উপকার করার চেষ্টা করেন।

৪। সমাজ-সংসারে বিদ্যমান বিভেদ-হিংসা-হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও হানিফ সাহেব কাউকে অভিশাপ দেন না। তার দিকে কেউ কাঁটা নিয়ে আসলে তিনি তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন।

ক. 'প্রতিদান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

খ. 'আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।'- এ পঙক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার সাদৃশ্য দিকটি ব্যাখ্যাকর।

ঘ. "উদ্দীপকের হানিফ সাহেব 'প্রতিদান' কবিতায় কবির মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।"- মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

》 ৪ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. 'প্রতিদান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে?

- 'প্রতিদান' কবিতাটি 'বালুচর' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

খ. 'আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।'- এ পঙক্তি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

- প্রশ্নোক্ত পঙ্ক্তিটি দ্বারা কবি পরোপকার তথা শত্রুর প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও মমতার কথাটি বলেছেন।
- ভালোবাসা, মায়া-মমতাই পারে পৃথিবীর সকল অশুভ দূর করতে। শত্রুকে শত্রুতা করে নয় বরং প্রতিদানের ভালোবাসা দিয়েই সকল কিছু জয় করা যায়। এ ভাবনা থেকেই কবি বলেছেন, যে তাঁর শত্রুতা করে ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে তার ঘর তিনি না ভেঙ্গে বরং তার

পরিবর্তে বেঁধে দেবেন। মূলত কবি প্রশ্নোক্ত চরণটির মাধ্যমে ভালোবাসার মাধ্যমে সকল কিছু জয় করার কথা বলেছেন।

গ. উদ্দীপকের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার সাদৃশ্য দিকটি ব্যাখ্যা কর।

- উদ্দীপকের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার শত্রুতার প্রতিদানে ভালোবাসা, সহনশীলতা ও মমতার সাদৃশ্য রয়েছে।
- হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, সংঘর্ষ কখনো কোনো সমাজের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। মানুষ পরস্পর সহযোগিতা, সহমর্মিতার আদর্শ গ্রহণ করে। এক মানুষ অপর মানুষের পাশে দাঁড়ায় তাহলেই সুখী সমৃদ্ধিশালী সমাজ গঠন করা সম্ভব।
- উদ্দীপকের হানিফের মাঝে ভালোবাসা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতার দিকটি লক্ষ্য করা যায়। তিনি সমাজ সংসার কর্তৃক বিভেদ, হিংসা ও হানাহানির শিকার হলেও কাউকে অভিশাপ করেন নি। তাকে কেউ শত্রুতা করে আঘাত করলে প্রতিদানে তিনি ভালোবাসা মায়ামমতায় তাকে সিক্ত করতে চান। উদ্দীপকের হানিফের মাঝে ফুটে ওঠা ভাবটি 'প্রতিদান' কবিতায়ও লক্ষ্য করা যায়। 'প্রতিদান' কবিতার কবিও শত্রুর দেয়া কাঁটার পরিবর্তে তাকে ফুল দান করার পক্ষপাতি। কবি বলেছেন, সমাজ সংসারে। বিদ্যমান বিভেদ, হিংসা, হানাহানি দ্বারা কখনো দ্বন্দ্ব সংঘাতের মীমাংসা করা যায় না। বরং প্রতিশোধ, প্রতিহিংসার পরিবর্তে ভালোবাসা, প্রেম, স্নেহ ও সহমর্মিতা দ্বারাই এক প্রীতিময় পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। কেননা ভালোবাসাপূর্ণ মানুষই নির্মাণ ক্রতে পারে সুন্দর, নিরাপদ পৃথিবী। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের সাথে 'প্রতিদান' কবিতার ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও ক্ষমাশীলতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ ."উদ্দীপকের হানিফ সাহেব 'প্রতিদান' কবিতার প্ররিত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।" মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

- "উদ্দীপকের হানিফ সাহেব 'প্রতিদান' কবিতার কবির মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ মন্তব্যটি যথার্থ।
- সমাজে শান্তি, মৈত্রী, প্রীতি ও ভালোবাসা স্থাপন করার জন্য প্রত্যেক মানুষকে সহনশীল, ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপরায়ণ হতে হবে। তলেই দেখা যাবে সমাজের সাম্প্রদায়িকতা, দলাদলি, রক্তের হলিখেলা বন্ধ হবে। মানুষ যদি প্রতিশোধপরায়ণ না হয় তাহলে সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গঠন করা সম্ভব।
- উদ্দীপকের হানিফ সাহেবের মাঝে ক্ষমাপরায়ণতার দিকটি লক্ষ্য করা যায়। তিনি সমাজ সংসারে বিদ্যমান বিভেদ, হিংসা, হানাহানি দ্বারা আক্রান্ত হলেও কাউকে অভিশাপ দেন নি। তার দিকে কেউ কাঁটা নিয়ে আসলে তিনি তাকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেন। মূলত হানিফ সাহেবের মাকে ক্ষমাশীল মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এমনি ক্ষমার অপূর্ব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 'প্রতিদান' কবিতায়। কবি বার বার উচ্চারণ করেছেন, আমার ঘর যে ভেঙ্গেছে আমি তার ঘর বেঁধে দেব। ববিকে যে শত্রু আঘাতে জর্জরিত করবে কবি তাকে কাঁটার পরিবর্তে ফুল দান করবেন। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা স্থাপন করার জন্য কবি দীর্ঘ রজনীও অপেক্ষা করতে প্রস্তুত।
- উদ্দীপকের হানিফ সাহেব ও 'প্রতিদান' কবিতার কবি জসীমউদ্দীনের মনোভাব এক এবং অভিন্ন আর তা হলো হিংসা, বিদ্বেষ নয়, ক্ষমার মাধ্যমেই পৃথিবীতে শান্তিময় সমাজ গঠন করা ঘ. যায়। আঘাত নয় বরং প্রীতি ও প্রেমের পূর্ণ বাঁধনে মানুষ যখন একত্রিত হয় তখনই স্বর্গীয় সুখ, এসে আমাদের সমাজে প্রবাহিত হয়। মানবতার সুবাস ছড়ানো আত্মার উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই আমাদের সমাজ জীবনকে পবিত্রময় করে তোলা যায়। এজন্য উভয়ই মহৎ আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষমা করার জন্য মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আর এসব কারণেই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

প্রতিদান - জসীমউদ্দীন

লেখক-পরিচিতি:

নাম : সুকান্ত ভট্টাচার্য।

পিতা : নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

মাতা : সুনীতি দেবী।

জন্ম : ১৫ আগস্ট, ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

জন্মস্থান : মহিম হালদার স্ট্রীট, কালীঘাট, কলকাতা, মাতুলালয়ে। পৈতৃক নিবাস ৪ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়।

পেশাগত জীবন : পেশাগত জীবনে ঢোকার আগেই অকালমৃত্যু (মাত্র ২১ বছর বয়সে) হয়।

শিক্ষা : বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য

সাহিত্যকর্ম : কাব্যগ্রন্থঃ ছাড়পত্র, ঘুম নেই, পূর্বাভাস; অন্যান্য

রচনা : মিঠেকড়া, অভিযান, হরতাল প্রভৃতি। ফ্যাসিবিরোধী লেখক সংঘের পক্ষে 'আকাল' কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেন।

মৃত্যু : ১৩ মে, ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ।

পাঠ - সংক্ষেপ :

সুকান্ত ভট্টাচার্যের "আঠারো বছর বয়স" কবিতাটি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। এ কবিতায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বয়ঃসন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন। কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের এ বয়সটি উত্তেজনার, প্রবল আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের ঝুঁকি নেবার উপযোগী। এ বয়স অদম্য দুঃসাহসে সকল বাধা-বিপদকে পেরিয়ে যাওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত। এদের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া, আঘাত-সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। পাশাপাশি সমাজজীবনের নানা বিকার, অসুস্থতা ও সর্বনাশের অভিঘাতে হয়ে উঠতে পারে এরা ভয়ংকর। কিন্তু এ বয়সের আছে সমস্ত দুর্যোগ আর দুর্বিপাক মোকাবিলা করার অদম্য প্রাণশক্তি। ফলে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি দুর্বার বেগে এগিয়ে যায় প্রগতির পথে। যৌবনের উদ্দীপনা, সাহসিকতা, দুর্বার গতি, নতুন জীবন রচনার স্বপ্ন এবং কল্যাণব্রত- এসব বৈশিষ্ট্যের জন্য কবি প্রত্যাশা করেছেন নানা সমস্যাপীড়িত দেশে তারুণ্য ও যৌবনশক্তি যেন জাতীয় জীবনের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

নামকরণ ও এর সার্থকতা :

নাম' পরিচয় ও শনাক্তকরণের অনুষঙ্গ। সেজন্য পৃথিবীতে নামবিহীন কোনো কিছুই পাওয়া যায় না। নাম অপরিহার্য হলেও বাস্তব জীবনে নামকরণের ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব লক্ষণীয়। কারণ নামে কাজ চলে যাওয়ার ব্যাপারটিকেই মুখ্য করে দেখা হয়। সেজন্য কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হলেও অসংগত মনে করে না কেউ। তবে বাস্তব জীবনের সাথে সাহিত্যের জগৎ কিছুটা ভিন্নতর একথা মনতেই হবে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিল্পচেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই সামঞ্জস্যহীন নাম সাহিত্যের শিল্পসাফল্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সেদিকটি খেয়াল রেখেই হয়ত মনীষী ক্যাভেন্ডিস বলেছেন, A beautiful name is better than a lot of wealth." অর্থাৎ, খুর অর্থসম্পদের চেয়েও একটি সুন্দর নাম শ্রেয়। বস্তুত সাহিত্যে নামকরণ একটি সচেতন শিল্পপ্রয়াস। পাশ্চাত্যের স্বনামধন্য সহিত্য সমালোচক ই.এম. ফস্টার সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণের রীতি সম্পর্কে চমৎকার

আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, সহিত্যের নাম হবে গোটা রচনার অবয়ববিম্বিত একটি ক্ষুদ্র দর্পণ। তিনি নামকরণের ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকার নাম বা কেন্দ্রীয় চরিত্র, ঘটনা সংঘটিত হবার স্থান, কালগত বৈশিষ্ট্য এবং সর্বোপরি রচনার বক্তব্যসারকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ঘাঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি তারুণ্যের জয়গান গেয়েছেন। এই বয়সের আবেগ, উচ্ছ্বাস, দুঃসাহস, ভয়হীনতা, প্রতিবাদচেতনা, ত্যাগ, সেবা, দেশপ্রেম, বিপ্লব প্রভৃতি গুণাবলি একজনের জীবনকে মহৎ করে তোলে। এই কবিতার প্রথম থেকে -দেখ পর্যন্ত শুধুই আঠারো বছর বয়সের জয়কীর্তন করা হয়েছে। এ বয়সের বৈশিষ্ট্য এবং বহিঃপ্রকাশ প্রভৃতি নিয়েই কবিতাটি জীবন্ত ধরে উঠেছে। কবিতাটির প্রতিটি পঙক্তিতে এ বয়সের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ বয়সের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত ধারা, আঘাত-সংঘাতের মধ্যে রক্তশপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া। পাশাপাশি সমাজ জীবনের নানা ধিক্কার ও সর্বনাশের অভিঘাতে এ বল আবার হয়ে উঠতে পারে ভয়ঙ্কর। সবকিছু মিলিয়ে এ কথা বলা যায় যে, এ কবিতায় আঠারো বছর বয়সের বিভিন্ন গুণাবলি নিয়ে আলোচিত হয়েছে-আঠারো বছর বয়সই এর মূল প্রতিপাদ্য।

➲ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন উত্তর

১। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তরঃ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

২। সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন সময়ের কবি?

উত্তর: সুকান্ত ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর যুগের তরুণ কবি।

৩। রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর যুগের বিদ্রোহী তরুণ কবি কাকে বলা হয়?

উত্তর: রবীন্দ্র-নজরুলোত্তর যুগের বিদ্রোহী তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যকে বলা হয়।

৪। সুকান্তের জন্ম কোথায়?

উত্তর: সুকান্তের জন্ম কলকাতায়।

৫। সুকান্তের পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলার কোথায়?

উত্তরঃ সুকান্তের পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়ায়।

৬। কবি সুকান্তের মায়ের নাম কী?

উত্তর: কবি সুকান্তের মায়ের নাম সুনীতি দেবী।

৭। 'ঘুম নেই' কোন জাতীয় রচনা।

উত্তর: জলের 'ঘুম নেই' কাব্য জাতীয় রচনা।

৮। 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থটি কার লেখা?

উত্তর: 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা।

৯। কোন কবি নজরুলের মতোই তাঁর কাব্যে উচ্চারণ করে গেছেন অন্যায়-অবিচার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের অহ্বান?

উত্তরঃ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য নজরুলের মতোই তাঁর কাব্যে উচ্চারণ করে গেছেন অন্যায়-অবিচার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের অহ্বান।

১০। 'পূর্বাভাস' কী ধরনের রচনা?

উত্তর: 'পূর্বাভাস' একটি কাব্যগ্রন্থ।

১১। কোন বয়সে অবিশ্রান্ত আঘাত আসে?

উত্তর: আঠারো বছর বয়সে অবিশ্রান্ত আঘাত আসে।

১২। কবি সুকান্ত 'আকাল' নামের কাব্যগ্রন্থটি কাদের পক্ষে সম্পাদনা করেন?

উত্তর: কবি সুকান্ত 'আকাল' নামের কাব্যগ্রন্থটি ফ্যাসিবিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষে সম্পাদনা করেন।

১৩ দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উত্তরঃ দৈনিক পত্রিকা 'স্বাধীনতা'র কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন।

১৪। সুকান্ত ভট্টাচার্য কোন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন?

উত্তর: সুকান্ত ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন।

১৫। ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

উত্তর: ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের পক্ষে সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'আকাল'।

১৬। সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল' কাব্যগ্রন্থ বাংলা কত সনে প্রকাশিত হয়?

উত্তর: সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল' কাব্যগ্রন্থ বাংলা ১৩৫১ সনে প্রকাশিত হয়।

১৭। 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?

উত্তর: 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা সুকান্ত ভট্টাচার্যের সৃষ্টি।

১৮। সুকান্ত ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে। কী পরীক্ষা দেন?

উত্তর: সুকান্ত ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের বেলেঘাটা দেশবন্ধু স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেন।

১৯। 'মিঠেকড়া' রচনাটি কার সৃষ্টি?

উত্তর: 'মিঠেকড়া' রচনাটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের সৃষ্টি।

২০। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত?

উত্তর : 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

২১। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা কত?

উত্তর: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় প্রতি চরণে মাত্রা সংখ্যা ১৪ (চৌদ্দ)।

২২। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রতিটি চরণের মাত্রা বিন্যাস কেমন?

উত্তর: 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার প্রতিটি চরণের মাত্রা বিন্যাস ৬+৬+২।

২৩। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো কী কী?

উত্তর: কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো 'ছাড়পত্র', 'ঘুম নেই', 'পূর্বাভাস', 'আকাল' ইত্যাদি।

২৪ । কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অন্যান্য রচনাগুলো কী কী?

উত্তর: কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের অন্যান্য রচনাগুলো 'মিঠেকড়া', 'অভিযান', 'হরতাল' ইত্যাদি।

২৫। কে আঠারোর জয়ধ্বনি শুনেছেন?

উত্তর: কবি আঠারোর জয়ধ্বনি 'শুনেছেন।

➲ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন উত্তর

১। 'স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি"-এখানে 'স্পর্ধায়' দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে, লেখ।

উত্তর: 'স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি"-এখানে স্পর্ধায় দ্বারা আঠারো বছরের দুর্বার সাহসকে বুঝানো হয়েছে। শৈশবে মানুষ প্রকৃতি চিনতে পারে আর কৈশোরে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুধাবন করে। যখন বুকে তারুণ্যের ঢল নামে, তখন মানুষ ভালো-মন্দের বিচারে, কোনো কিছু সৃষ্টির বা প্রতিষ্ঠার স্পৃহা অনুভব করে। কখনো কখনো সেসব আকাঙ্ক্ষা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, কিন্তু তারুণ্য সাহসী উদ্যোগকেই বুঝানো হয়েছে। থেমে থাকে না। শত বিপত্তির মোকাবিলা করে তারা সত্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। আলোচ্য লাইনে স্পর্ধায়' দ্বারা এ সাহসী উদ্যোগকে বোঝানো হয়েছে।

২। 'বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে'-কারা? ব্যাখ্যা কর।

উত্তরঃ 'বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো' বলতে দুর্বার গতিতে চলা তরুণদের বুঝানো হয়েছে। ও স্টিমার শব্দগুলো চয়ন করেছেন। তার মতে, তরুণরা যেন স্টিমারের গতিবেগের মতোই তীব্র গতিতে ছুটে চলছে। তরুণরা হচ্ছে দুর্বার গতির প্রতীক, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। দুঃসাহসিক প্রত্যয়ে জীবনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে একমাত্র তারুণ্যের পক্ষেই বিজয় ছিনিয়ে আনা সম্ভব। তাই কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তারুণ্যের দুর্বার গতিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে উপমা হিসেবে বাষ্পের বেগ

৩। আঠারো বছর বয়সে মানুষ কাঁদতে জানে না কেন?

আঠারো বছর বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে শৈশবের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ কান্নাকে ত্যাগ করে সামনে এগিয়ে চলে মুছে ফেলতে উদ্যাগী হয় বলেই এ বয়স কাঁদতে জানে না। বলেই কাঁদতে জানে না। আঠারো বছর বয়সে নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন, কল্পনা ও উদ্যোগ তরুণদের মনকে ঘিরে ধরে। দুর্বিনীত যৌবনে পদার্পণ করে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়ায় স্বাধীনভাবে। শৈশব-কৈশোরের পরনির্ভরতার দিনগুলোর সাথি কান্না তরুণেরা সচেতনভাবে

৪। 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা অনুযায়ী তারুণ্যের আত্মত্যাগ কেমন হওয়া উচিত?

◨ যারুণ্য তারুণ্যের হওয়া উচিত কল্যাণকর ও দেশসেবামূলক কাজে।প্রভাজণ্যের আত্মত্যাগ হওয়া দুর্বার গতিসম্পন্ন দুঃসাহসিক তরুণ ইতি ও নেতিবাচক-দুই ক্ষেত্রেই তার সম্ভাবনা নিয়োজিত শাগাতে পারে। আগরে বিছর বয়স কবিতায় কবি এই শুভবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছেন বেশি। সমাজ ও মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত - হয়েই তরুণদের আঠারো বছর বামকরতে হবে। তবেই তারুণ্যের আত্মত্যাগ হবে কেবল শুভ ও মহৎ কাজে জন্য।

১। বাংলার ক্লাসে জালাল উদ্দীন বললেন- তোমরা এখন যে বয়সে আছ সেই বয়সটি তারুণ্যের, বিদ্রোহের আর সৃজনশীলতার। এই বয়সের তরুণরাই দেশকে শোষণমুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছে।

(ক) 'ঘুম নেই' কোন জাতীয় রচনা? [বিএমটি-২০২৩]

(খ) "পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাঁধা"-ব্যাখ্যা কর। [বিএমটি-২০২৩]

(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য কোথায়? আলোচনা কর। [বিএমটি-২০২৩]

(ঘ) 'তরুণরাই পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে'-উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর। [বিএমটি-২০২৩]

》 ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. 'ঘুম নেই' কোন জাতীয় রচনা?

◨ 'ঘুম নেই' সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ।

খ. "পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাঁধা"- ব্যাখ্যা কর।

◨ আঠারো বছর বয়সে কোনো ভয় থাকে না। দুঃসাহস, স্পর্ধায় এ বয়স তাই পদাঘাতে পাথর বাধা ভাঙতে চায়। আঠারো বছর বয়স মানবজীবনের উত্তরণকালীন পর্যায়। এ বয়সে মানুষ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। আত্মনির্ভরশীলতার প্রবৃত্তি মানুষকে অস্থির করে তোলে। তাই এ বয়সে মানুষ নানা দুঃসাহসী কর্মে লিপ্ত হয়। এজন্য কবি বলেছেন, আঠারো বছর বয়স পদাঘাতে পাথর বাধা ভাঙতে চায়।

গ. উদ্দীপকের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য কোথায়? আলোচনা কর।

◨ উদ্দীপকের সঙ্গে 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার সাদৃশ্য হলো তরুণ মনের অদম্য সাহসিকতা আব দৃঢ়চেতা মনোভাব।

◨ তরুণরাই শক্তি আর সাহসের প্রতীক। তারুণ্যশক্তি কোনো বাধা মানে না। তারুণ্যশক্তিতে উজ্জীবিত তরুণরা শুভ ও কল্যাণের জন্য সবকিছু করতে পারে। তারা অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে সমস্ত বাধাবিপত্তি দূর করতে সামনের দিকে এগিয়ে চলে। পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে তারা স্বাধীনভাবে বাঁচতে চায়

◨ উদ্দীপকে নব সৃষ্টির মন্ত্রে উজ্জীবিত প্রাণের দৃঢ়তা ও উদারতার জয়গান করা হয়েছে। এখানে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে ভয় না পাওয়ার জন্যে বলা হয়েছে। সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে প্রাণশক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। তারুণ্যশক্তিই পারে জীবনকে বাজি রেখে দেশকে শোষণমুক্ত ও স্বাধীন করতে। তারা পুরোনোকে ভেঙ্গে নতুন করে সৃষ্টি করবে। উদ্দীপকের তরুণদের এ উদ্যমতা, দৃঢ়তা ও সাহসিকতা 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায়

আঠারো বছর বয়সী তরুণদের নব নব শপথে বলিয়ান হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে প্রয়োজনে রাজপথে রক্ত ঝরিয়ে দুঃসাহসী কাজে এগিয়ে ক. যাওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উভয় ক্ষেত্রেই নব জাগরণ মন্ত্রকে মুক্তির অগ্রদূত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ এ মন্ত্রের দীক্ষা কোনো অন্যায়ের কাছে মাথানত করে না। তারা বাধাবিঘ্ন ভীরুতা উপেক্ষা করে নিজেরাই চলার পথ নির্মাণ করে মানব কল্যাণ সাধনে এগিয়ে যায়। নব শক্তির এ বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলনই প্রত্যাশা করেছেন উদ্দীপকের বাংলা শিক্ষক জালাল উদ্‌দীন। তাই বলা যায়, এদিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে আলোচ্য কবিতার তরুণদের দৃঢ়তা ও দুঃসাহসিকতার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ. 'তরুণরাই পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে'- উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

- তরুণরাই পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে উদ্দীপকও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার আলোকে মন্তব্যটি যথার্থ।

- সাধারণভাবে আঠারো বছর বয়সেই তরুণরা আত্মপ্রত্যয়ী ও দুঃসাহসী হয়। সত্য ও সুন্দরের ঝাণ্ডা উড়িয়ে এ বয়সের তরুণরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে। কোনো বাধা বিপত্তি তাদের পথ রোধ করতে পারে না। তারা তাদের লক্ষ্য পূরণে সদা তৎপর। জীবনের পরোয়া না করে অনেক সময় চরম দুঃসাহসের পরিচয় দেয়।

- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় কবি আঠারো বছর বয়সের তরুণ শক্তির জয়গান গেয়েছেন। কবির মতে, এ বয়সের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া। রক্তপথ নিয়ে দেশের দুর্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়া। কবির মতে, এ পথ চলতে গিয়ে এ বয়স ভয়ে থেমে থাকে না। উদ্দীপকের বাংলা শিক্ষকের মতেও আঠারো বছর বয়সের তরুণদের তারুণ্যশক্তির কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেছেন, তারুণ্যশক্তির মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয় এ বয়স কোনো অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে না। তারা পেছনে ফিরে তাকায় না। মিছিল করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চায়। এ বয়সেই তরুণরা দেশকে শোষণমুক্ত ও স্বাধীন করার জন্য রাজপথে রক্ত ঝরায়।

- উদ্দীপকের তরুণদের তারুণ্যশক্তির কথা বলা হয়েছে। এ তরুণরা কখনো ভীরু বা কাপুরুষ নয়। তারা অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। প্রয়োজনে রাজপথে রক্ত ঝরিয়ে তাদের অধিকার আদায় করতে জানে। তারা সাহসী ও আত্মত্যাগী। জীবন বাজি রেখে তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস রাখে। তারা পদাঘাতে পাথর ভাঙতে জানে। আলোচ্য কবিতায়ও কবি ঠিক তারুণ্যশক্তির এমনই জয়গান গেয়েছেন। তাই বলা যায়, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ হয়েছে।

২। শহরের মধ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দা নেহার। এ বছর সে এসএসি পাস করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। পাড়ায় সে পরোপকারী ছেড়ে হিসেবে সুপরিচিত। যে কোনো বিপদে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পাড়ৎ মানুষ বিপদে-আপদে তাঁর উপর নির্ভর করে।

(ক) 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কার লেখা? [এইচএসসি ভোক-২০২৩]

(খ) "আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ" কেন? ব্যাখ্যা কর [এইচএসসি ভোক-২০২৩]

(গ) 'আঠারো বছর বয়স কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে ব্যাখ্যা কর। [এইচএসসি ভোক-২০২৩)

(ঘ) উদ্দীপক ও আঠারো বছর বয়স' কবিতা দুটি বিষয়ে তারুন্যের শক্তির কথা বলা হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

》 ২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি কার লেখা?

- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতাটি সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা।

খ. "আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ" - কেন? ব্যাখ্যা কর।

- আঠারো বছর বয়সে কঠিন সময় পার করতে হয় বলে এ বয়স দুঃসহ।

- আঠারো বছর বয়স মানব জীবনের এক উত্তরণকালীন সময়। এ বয়সে মানুষ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করে। তাকে এ সময় অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। যার ফলে তাকে এক দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এ কারণেই কবি এ বয়সটিকে দুঃসহ বলেছেন।

গ. আঠারো বছর বয়স' কবিতার কোন দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত ' হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

- 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার ইতিবাচক দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।
- আঠারো বছর বয়সে মানুষ সুন্দর, শুভ ও কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগ করতে জানে। দেশ, জাতি ও মানবতার জন্য যুগে যুগে এ বয়সেই মানুষ এগিয়ে আসে।
- উদ্দীপকে যুবক নেহালের মধ্যে যৌবনের ইতিবাচক দিকটি লক্ষ করা যায়। সে একজন পরোপকারী ছেলে। যে কোনো মানুষের বিপদে সে নিজের জীবন বাজি রেখে পরোপকারে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার পাড়ার মানুষও তার এ ধরনের পরোপকারসুলভ মানবিকত ও সাহসের জন্যে তার উপর নির্ভর করে। 'আঠারো বছর বয়স কবিতায়ও কবি তরুণদের ইতিবাচক ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেছেন। আঠারো বছর বয়সের তরুণরা যে কোনো আপদ বিপদ-সঙ্কটে সবকিছু তুচ্ছ করে সামনে এগিয়ে যায়। শোষণা নিপীড়ন, বঞ্চনার অভিশাপ থেকে দেশ তথা দেশের মানুষকে মুক্তি দেয়ার চেতনায় উজ্জীবিত এ তরুণরা। জীবনের এ সন্ধিক্ষনে এসেও হাজারো স্বপ্ন সফল করার প্রয়াস তাদের হৃদয়ে। এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে তারা নতুন শপথে বলিয়ান হয়ে এগিয়ে যায় দৃত পদক্ষেপে। তাই বলা যায়, আঠারো বছর বয়স কবিতার ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের দিকটি উদ্দীপকে প্রতিফলিত হয়েছে।

ঘ. উদ্দীপক ও আঠারো বছর বয়স' কবিতা দুটি বিষয়ে তারুন্যের শক্তির কথা বলা হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

- উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতা দু'টি বিষয়ে তারুণ্যশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব মহান ও অপরিমেয়।
- কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণকারী তরুণরা অন্যের নির্ভরশীলতা পরিহার করে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। নানা দুঃসাহসী স্বপ্ন আর উদ্যোগ নিয়ে এ বয়সের তরুণরা সংগ্রামের পথে এগিয়ে যায়। চারপাশের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা ফুসে ওঠে। মক্তির সংগ্রামে তারা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেয়।
- উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় তরুণ ও যৌবন শক্তির নানা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। কবির মতে, এ বয়সের ধর্মই হলো আত্মত্যাগের মহান মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া। আঘাত, সংঘাতের মাঝে শক্ত শপথ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া এ বয়স পদাঘাতে পাথর সমান ভাঙতে পারে। ভীরুতা ও কাপুরুষতা এ বয়সীদের ধর্ম নয়। এ বয়স সব বাধা বিপত্তি পেরিয়ে যায় এবং নতুন দিনের সূচনা করে। তারা সেবাপরায়ণ জীবনের অধিকারী। এ বয়সের তরুণরা জড়, নিশ্চল, প্রথাবন্দ জীবনকে পেছনে ফেলে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখে।
- উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতা তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বলা যায়। যে, উভয় প্রেক্ষাপটেই আঠারো বছর বয়সীদের তারুণ ও যৌবনশক্তির জয়গান গাওয়া হয়েছে। এ বয়সে তরুণদের রয়েছে অসীম দুঃসাহস। এ বয়সে তারা আবেগ ও উচ্ছ্বাসে জীবনের মুক্তি নিতে পারে। তরুণরাই কল্যাণের পথে প্রগতির পথে এগিয়ে যায়। তারা এক অসীম প্রাণশক্তির অধিকারী। এ বয়স কল্যাণের জন্য রক্ত মূল্য দিতে জানে। আর এসব দিক বিবেচনায় বলা যায় যে, উদ্দীপক ও 'আঠারো বছর বয়স', কবিতা দু'টি বিষয়ে তারুণ্য শক্তির কথা বলা হয়েছে।

সিরাজউদ্দৌলা (সিকান্দার আবু জাফর)

১। যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গে.রী, যমুনা বহমান

ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

ক. কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার কে?

খ. 'ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেম 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের সিরাজের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের আংশিক ভাব ধারণ করেছে মাত্র"- মূল্যায়ন কর।

》 ১ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার কে?

◨ কোম্পানির ঘুষখোর ডাক্তার হলওয়েল।

খ. 'ঘরের লোক অবিশ্বাসী হলে বাইরের লোকের পক্ষে সবই সম্ভব' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

◨ নবাব সিরাজের কাছের মানুষের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয়টি প্রশ্নের বক্তব্যে প্রকাশিত হয়েছে। সিরাজউদ্দে.লা ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তার আত্মীয় তথা কাছের মানুষগুলো তার বিরম্নদ্ধে চক্রাঙ্ত্ম করতে শুরম্ন করে। তার সাথে যোগ দেয় কোম্পানির প্রতিনিধিরা। প্রত্যেকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে নবাবের পতন কামনা করে। এরই ধারাবাহিকতায় নবাবের খালা ঘসেটি বেগম, সেনাপতি মিরজাফর, রাজবলম্নভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ প্রমুখরা তার বিরম্নদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। এবং নবাবের পতনকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরে স্ত্রীর কাছে নবাব সিরাজ উক্তিটি করেছেন।

গ. উদ্দীপকের শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেম 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের সিরাজের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ- ব্যাখ্যা কর।

◨ শেখ মুজিবুর রহমানের দেশপ্রেম নাটকের নবাব সিরাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। পিতা জয়নুদ্দিন ও মাতা আমিনা বেগমের ক্সজষ্ঠ্য পুত্র সিরাজ ছিলেন বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দি খাঁর নয়নের মণি। তিনি ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা, দৃঢ়চেতা ও দেশপ্রেমিক যুবক। প্রজ্ঞা ও কর্তব্যপরায়ণয়তা, তেজস্বীতা তাঁর চারিত্রিক ক্সবশিষ্ট্যকে অনন্যতা দান করেছে।

◨ উদ্দীপকের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন দেশপ্রেমিক নেতা। দেশ ও দেশের মানুষকে তিনি অঙ্ত্মর দিয়ে ভালোবাসতেন। তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে সংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালি আজ স্বাধীন ভূ-খ- পেয়েছে। এজন্যে দেশে যতদিন পদ্মা মেঘনা, যমুনা, গে.রী নদী প্রবাহিত হবে ততদিন বাঙালি জাতি তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। নাটকের নবাব সিরাজও ছিলেন এমনই একজন দেশপ্রেমিক নেতা। তিনি এদেশের মাটিকে, মানুষকে, প্রকৃতিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। তিনি কোনো কিছুর বিনিময়ে স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে চাননি। বিদেশি ইংরেজরা প্রজাদের উপর পীড়ন করলে সেটা কঠোর হাতে দমন করেছেন। জীবনের শেষ বেলাতেও তিনি বাংলাদেশ ও বাঙালির মঙ্গল কামনা করে গেছেন।

ঘ. "উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের আংশিক ভাব ধারণ করেছে মাত্র"- মূল্যায়ন কর।

◨ "উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের আংশিক ভাব ধারণ করেছে মাত্র।" - কথাটি সত্যি ঐতিহাসিক নাটকের চরিত্র চিত্রণে নাট্যকারের সীমাবদ্ধতা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে সিকান্দার আবু জাফর নীতিকে লঙ্ঘন না করে সিরাজ চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন অসাধারণ শিল্প । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার প্রাণের পুরম্নষ। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে বীর বাঙালি বাংলাকে স্বাধীন করেছে দখলদার পাকি¯ত্মানিদের হাত থেকে। তিনি জীবনভর চেয়েছেন বাংলা ও বাঙালির সমৃদ্ধি। তাই তিনি মরে গিয়েও বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে আছেন। যতদিন পদ্মা, মেঘনা, গে.রী, যমুনা বহমান থাকবে ততদিন বাঙালি মহান দেশনেতাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। বঙ্গবন্ধুর এই দেশপ্রেমের বিষয়টি নাটকের নবাব সিরাজের মাঝে উপস্থাপিত হয়েছে বটে তবে এটিই নাটকের একমাত্র দিক নয়। 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকটি ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত হলেও এখানে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চেতনা সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যকার এদেশের অতীত ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁর নাটকের মাধ্যমে। এখানে ইংরেজদের আচরণ, কে.শল ও শোষণ নীতি, নবাবের

আত্মীয়দের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতা, নবাবের পরাজয় ও করম্নণ মৃত্যু, ইংরেজদের পুতুল সরকার হিসেবে মিরজাফরের ক্ষমতা গ্রহণ বিষয় উঠে এসেছে যা উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়নি। এজন্যে প্রশ্নের বক্তব্যটি সত্য বলে মনে হয়।

২। বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগেও তার স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছে। আজ বাংলার ছেলেরা স্বাধীনতার

জন্য যে আত্মদান করেছে, যে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, ইতিহাসে তা থাকবে স্বর্ণ-লেখায় লিখিত। বাংলা সর্ব ঐশীশক্তির পীঠস্থান। হেথায় লক্ষ লক্ষ যোগী মুনি ঋষি তপস্বীর পীঠস্থান, সমাধি; সহস্র ফকির-দরবেশ-অলি- গাজির দরগা পরম পবিত্র। হেথায় গ্রামে হয় আজানের সাথে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি। এখানে যে শাসনকর্তা হয়ে এসেছে সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বাংলার আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা-মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। আমাদের বাংলা নিত্য মহিমাময়ী, নিত্য সুন্দর, নিত্য পবিত্র।

ক. 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকে মোট কতটি দৃশ্য রয়েছে?

খ. 'যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন, ক্যাপ্টেন ক্লেটন।' ওয়ালী খান কেন যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ করেন?

গ. উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের কোন ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকটির ভাব 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের একটিমাত্র ভাবকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র, সম্পূর্ণ ভাবকে নয়।" যথার্থতা বিচার কর।

》 ২ নং সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর 《

ক. 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকে মোট কতটি দৃশ্য রয়েছে?

◨ সিরাজউদ্দে.লা' নাটকে মোট ২২টি দৃশ্য রয়েছে।

খ. 'যুদ্ধ বন্ধ করবার আদেশ দিন, ক্যাপ্টেন ক্লেটন।' ওয়ালী খান কেন যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ করেন?

◨ ইংরেজদের পক্ষে লড়াইরত বাঙালি ক্সসনিক নবাব ক্সসন্যের ক্ষিপ্রতা ও ক্ষমতা আঁচ করতে পেরে যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ করেন। নবাব সিরাজউদ্দে.লা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করেন ইংরেজদের উচিত শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আক্রমণের তীব্রতায় ইংরেজদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে এবং পরাজয় নিশ্চিত জেনে ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধরত বাঙালি ক্সসন্য ওয়ালী খান ক্যাপ্টেন ক্লেটনকে যুদ্ধ বন্ধ করার অনুরোধ করেন।

গ. উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের কোন ভাবের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

◨ উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকে বর্ণিত বাঙালির স্বাধীনতাপিয়াসী চেতনা ও এদেশের অপার সে.ন্দর্য ও ঐশ্বর্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বাংলার রূপ চির্ঙ্ত্মন। এদেশের প্রকৃতির মতোই এদেশের মানুষের হৃদয় কোমল। কিন্তু তারা যখন দেশমাতৃকার অসম্মান দেখে তখনই কঠিন হয়ে দেশের সম্মান রক্ষা করার জন্যে জেগে ওঠে। অসীম সাহসে পরিস্থিতির মোকাবেলা করে।

◨ উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে চির্ঙ্ত্মন বাংলা ও বাঙালির চেতনার কথা। বাঙালি শুধু লাঠি দিয়েই দেড়শত বছর আগে স্বাধীনতাকে রক্ষার চেষ্টা করেছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আত¥দান করেছে। উদ্দীপকের এই ভাবটি পরিলক্ষিত হয় 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের প্রথমেই। সেখানে বলা হয়েছে এক স্বাধীন বাংলা থেকে আর এক স্বাধীন বাংলায় আসতে বাঙালিকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। নবাব সিরাজের জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনী আমাদের

আলোড়িত করে। যিনি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে জীবনে করুণ পরিণতির শিকার হন। এভাবটিই উদ্দীপকে উঠে এসেছে।

ঘ. "উদ্দীপকটির ভাব 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের একটিমাত্র ভাবকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র, সম্পূর্ণ ভাবকে নয়।" যথার্থতা বিচার কর।

◨ "উদ্দীপকটি 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকের একটিমাত্র ভাবকে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র, সম্পূর্ণ ভাবকে নয়।" ম্ঙ্ত্মব্যটি যথার্থ।

দেশমাতৃকার প্রশ্নে বাঙালি সবদিনই আপোষহীন। যে-কোনো মূল্যে দেশের সম্মান রাখতে তারা বদ্ধপরিকর। বাঙালির অতীতের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস আমাদের এই তথ্যই প্রদান করে।

◨ উদ্দীপকে বর্ণিত হয়েছে বাংলার অপরিমেয় প্রকৃতির সে.ন্দর্য ও সম্পদের কথা। আছে বাঙালির সাহসের কথা। এরা শুধু লাঠি দিয়ে দেশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছে। এদেশের আবহাওয়ায় আছে স্বাধীনতা-মন্ত্রের সঞ্জীবনী শক্তি। 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকে বাঙালির এই ক্সবশিষ্ট্য অঙ্কনের পাশাপাশি আরও অনেক বিষয় অঙ্কিত হয়েছে। 'সিরাজউদ্দে.লা' নাটকে বর্ণিত হয়েছে এদেশের সম্পদের মোহে ইংরেজদের আগমন, অবস্থান, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, বাংলার নবাবের সাহসিকতা এবং ষড়যন্ত্রের ফলে আটকা পড়ে জীবনের করম্নণ পরিণতির

কথা। এ বিষয়গুলোর শুধু বাংলার সম্পদ ও বাঙালির সাহসের দিকটি ছাড়া উদ্দীপকে অন্য সব বিষয় অনুপস্থিত। তাই বলা যায় প্রশ্নের মন্তব্য যথার্থ।

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিত

১। বাংলা একাডেমি প্রণীত বাংলা বনান এর পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর:বাংলা একাডেমির প্রমিত আধুনিক বাংলা বানানের নিয়ম: আমরা বাংলা বানানের গঠনকৌশল সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারি- সন্ধি, প্রত্যয়, ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বানানের নিয়ম অনুসরণ করে। বানানে কীভাবে পরিবর্তন আসে তা আমরা শব্দ বিশ্লেষণ করে নির্ণয় করতে পারি। সন্ধি যোগে দুই বর্ণের মিলনে নতুন স্বরের সৃষ্টি হয়, প্রত্যয় যোগে মূল শব্দ বা ধাতুর আদি বা অন্তস্বর পরিবর্তন হয়। ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুসরণ করে 'ণ' এবং 'ষ' ব্যবহারের রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারি।

নিচে বাংলা একাডেমীর প্রমিত আধুনিক বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়ম তুলে ধরা হলো-

১. তৎসম অর্থাৎ, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে । যেমন- খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, পঞ্জি, কিংবদন্তি, পদবি, ভঙ্গি।

২. যেসব তৎসম শব্দের ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কারচিহ্ন "ি, , ব্যবহৃত হবে।যেমন: খঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

৩. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন- অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

৪. ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন- অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন।

৫. ই ঈ উ ঊ সকল অ-তৎসম অর্থাৎ, তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের কারচিহ্ন .ি ব্যবহৃত হবে।যেমব গাড়ি চুড়ি, দাড়ি, বাড়ি।

২। বাংলা ভাষায় "ণ-ত্ব" বিধান এর নিয়মগুলো আলোচনা কর।

উত্তর: দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ-তে পরিণত হবার নিয়মকে 'ণ-ত্ব বিধি বলে।

১/ ঋ,র,ষ-এর পরবর্তী 'ন' মূর্ধন্য ণ হয়। যথা- রণ, ক্ষণ,পূর্ণ।

২/ ঋ, র, ষ-এর পর স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, ষ, হ অথবা ং (অনুস্বার) থাকলে তার পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন: লক্ষণ, ভক্ষণ, রেণু, পাষাণ, নির্বাণ, দর্পণ, গ্রহণ ইত্যাদি।

৩/ ট বর্গের পূর্বে দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হয়। যেমন: বণ্টন, লুণ্ঠন, খণ্ড ইত্যাদি।

৪/ প্র, পরা, পরি, নির—এই চারটি উপসর্গের পরবর্তী দন্ত্য 'ন' মূর্ধন্য 'ণ' হবে। যেমন: প্রণাম, প্রমাণ, পরায়ণ, নির্ণয় ইত্যাদি।

৫/ কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য ণ হয়।যথা-কল্যাণ,গণ,অণু।

৩। বাংলা ভাষায় "ষ-ত্ব" বিধান এর নিয়মগুলো আলোচনা কর।

উত্তর: যে বিধি বা নিয়ম অনুসারে দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ তে পরিণত হয় তাকে ষ ত্ব বিধি বলে।

১/ ঋ-কারের পর দন্ত্য স মূর্ধন্য ষ হয়।যথা- বৃষ, ঋষি, সৃষ্টি।

২/ তৎসম শব্দে 'র'-এর পর 'ষ' হয়। যেমন- বর্ষা, ঘর্ষণ, বর্ষণ।

৩/ ট ও ঠ বর্ণের পূর্বে মূর্ধন্য ষ হয়।যথা- কাষ্ঠ, তুষ্ঠ, নিষ্ঠা।

৪/ খাঁটি বাংলা ও বিদেশি শব্দে ষ হয় না। যথা- জিনিস, গ্রিস,মিসর।

৫/ কতগুলো শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য ষ হয়। যথা- ভাষণ,আষাঢ়,কোষ।

৪। প্রমিত বাংলা বানানে "ই"-কার ব্যবহার এর পাঁচটি নিয়ম।

উত্তর: প্রমিত বাংলা বানানে 'ই'-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ নিচে দেওয়া হলো।

১. অ-তৎসম শব্দে অর্থাৎ তদ্ভব,দেশি, বিদেশি ও মিশ্র শব্দের বানানে 'ই'-কার হয়।যেমন- পাখি, রবি, হাতি,

২ .মনুষ্যেতর প্রাণী,তুচ্ছ বস্তু,কর্মবাচক ভাববাচক এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের বানানে 'ই'-কার হয়।যথা- বেজি, ছেলেটি,মারামারি।

৩. ভাষাও জাতির নামের শেষে 'ই'-কার হয়। যথা- ইংরেজি, জাপানি, বাঙালি।

৪. বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই'-কার হয়। যথা- বর্ণালি, রুপালি।

৫. পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি'-তে 'ই'-কার হয়। লোকটি, বালকটি।

৫। প্রমিত বাংলা বানানে "ঈ"-কার ব্যবহার এর পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর: প্রমিত বাংলা বানানে ঈ-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ নিচে দেওয়া হলো।

১/জাতি, ভাষা,অধিবাসী ইত্যাদি বিশেষণ শব্দ তৈরি করার সময় 'ঈয়' প্রত্যয় বয়বহৃত হলে বানে ঈ-কার হবে।যথা- ভারত + ঈয় = ভারতীয়।

২/ কোনো কোনো স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার বয়বহার করা যেতে পারে।যথা- রানী, পরী,গাভী।

৩/ মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ থাকে তবে বাংলা বানানে ঈ-কার বিধেয়।যথা- সীল, ঈস্ট।

৪/ শব্দের শেষে সভা,তা নী হলে শেষে ঈ হয়।যথা-মন্ত্রীসভা, সঙ্গিনী,

৫/ স্ত্রী প্রত্যয় শেষে যদি ঈ বা ঈ-কার থাকে তবে ঐ প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দটি শেষে ঈ-কার হবে।যথা- পাত্র + ঈ = পাত্রী।

৬। ব্যকরণিক শব্দ শ্রেণি বলতে কী বুঝ? কত প্রকার কী কী? উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর: বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দসমূহ কে তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে বিভিন্ন ভাগ বা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে একেই বলে ব্যাকরণিক শব্দ শ্রেণী। ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণী আট প্রকার।

১/ **বিশেষ্য:** যে শব্দ শ্রেণি কোন ব্যক্তি,বস্তু, স্থান,জাতি সমষ্টি ইত্যাদির নাম বোঝায় তাকে বিশেষ্য বলে।যথা-মাটি, পানি,ঢাকা।

২/ **সর্বনাম:** যে শব্দশ্রেণী বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তাকে সর্বনাম বলে। যথা- আমি,তুমি, সে।

৩/ **বিশেষণ:** যে শব্দ শ্রেণি বিশেষ্য ও সর্বনামের দোষগুণ,সংখ্যা ইত্যাদি বোঝায় তাকে বিশেষণ বলে।যথা- ছেলেটি ভালো। লোকটি অসৎ

৪/ **ক্রিয়া:** যে শব্দশ্রেণী দ্বারা কোন কাজ হওয়া বোঝায় তাকে ক্রিয়া বলে। যথা- খাই,যাই, করি।

৫/ **ক্রিয়াবিশেষণ:** যে শব্দশ্রেণি ক্রিয়াকে বিশেষিত করে তাকে ক্রিয়াবিশেষণ বলে। যথা- ধীরে হাট।দ্রুত দৌড়াও।

৬/ **যোজক:** যে শব্দ শ্রেণি একটি বাক্যের সাথে অন্য বাক্যের কিংবা বাক্যস্থিত একটি পদের সাথে অন্য পদের সংযোজন, বিয়োজন ও সংকোচন ঘটায় তাকে যোজক বলে।যথা- করিম ও রহিম। আয় ও ব্যয়।

৭/ **অনুসর্গ:** যে শব্দ শ্রেণী বিভক্তির মতো কাজ করে তাকে অনুসর্গ বলে।যথা- হতে,চেয়ে,থেকে। ৮/আবেক: যে শব্দশ্রেণী মনের বিশেষ ভাব বা আবেগ প্রকাশ করে তাকে আবেগ শব্দ বলে। যথা- বাহ,সাবাস,হায়।

৭। অনুসর্গ বলতে কী বুঝ? কত প্রকার কী কী উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর: যে শব্দ বিভক্তির মতো কাজ করে তাকে অনুসর্গ বলে।যথা- মেঘ থেকে বৃষ্টি পড়ে। গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে অনুসর্গ ২ প্রকার।

১/ **নাম অনুসর্গ:** যেসব অনুসর্গ ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে এসেছে তাদের নাম অনুসর্গ বলে। যথা- আমার কাছে বইটা নেই।

২/ **ক্রিয়াজাত অনুসর্গ:** যে অনুসর্গ ক্রিয়া পদ থেকে তৈরি হয়েছে তাকে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। যথা- মেয়েটি বাড়ি থেকে পালিয়েছে।

৮। আবেগ শব্দ বলতে কী বুঝ? কী কী অর্থে আবেগ শব্দ ব্যবহৃত হয়।

উত্তর: সাধারণত রাগ হিংসা আনন্দ ভয় এসব দিয়ে মনের যে বিশেষ অবস্থা কে বোঝায় তাকে বলে। আর যেসব শব্দ বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে স্বাধীনভাবে নানাবিধ ভাব বা আবেগ প্রকাশে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে আবেগ শব্দ বলে।

নিচে আবেগ শব্দের ব্যবহার দেখানো হলো:

ক. উচ্ছাস প্রকাশে : মরি মরি!

খ. স্বীকৃতি জ্ঞাপনে :হ্যাঁ, আমি যাব।

গ. সম্মতি প্রকাশে :নিশ্চয়ই পারব।

ঘ. অনুমোদন বাচকতায়:আপনি যখন বলছেন, বেশ তো আমি যাব।

ঙ. সমর্থন সূচক জবাব : আপনি যা জানেন তা তো ঠিকই বটে।

চ. যন্ত্রণা ভয় প্রকাশে : আঃ! কি বিপদ।

ছ. ঘৃণা বা বিরক্তির প্রকাশে :ছি ছি তুমি এত নীচ

জ. সম্বোধনে :ওগো! ঝ.সম্ভাবনায় :সংশয়ের সংকল্প সাদা তলে পাছে লোকে কিছু বলে ।

ঞ.আলংকারিক :হায়রে ভাগ্য।

৯। যোজক শব্দ কাকে বলে? যোজক শব্দ কত প্রকার কী কী উদাহরণসহ লেখ।

উত্তর: যোজক একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্যের কিংবা বাক্যের অন্তর্গত একটি পদের সঙ্গে অন্য পদের সংযোজন, বিয়োজন অথবা সংকোচন ঘটায়। ব্যাগটার নিচে ধরো নইলে ছিড়ে যাবে। এতগুলো বই আর এতগুলো খাতা তুমি নিয়ে যেতে পারবে? । যোজকের কাজ হলো একাধিক শব্দ, পদবন্ধ, বাক্যকল্প ও বাক্যের সংযোগ করা বা সম্পর্কিত করা। অর্থ ও সংযোজনের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে যোজক শব্দকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।' এগুলো হলো: ক. সংযোজক, খ. বিয়োজক, গ. সংকোচক, ঘ. সাপেক্ষ।

ক. সংযোজক:

(i) উচ্চপদ ও সামাজিক মর্যাদা সকলেই চায়। এখানে 'ও' অব্যয়টি বাক্যস্থিত দুটি পদের সংযোজন করছে।

(ii) তিনি সৎ, তাই সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এখানে 'তাই, অব্যয়টি দুটি বাক্যের সংযোজন ঘটাচ্ছে।

খ. বিয়োজক

(i) মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি রাক্যাংশের বিয়োজক। আমরা চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারিনি। এখানে 'কিন্তু' অব্যয় দুটি বাক্যের বিয়োজক।

(ii) হাসেম কিংবা কাসেম এর জন্য দায়ী। এখানে 'কিংবা' অব্যয়টি দুটি পদের (হাসেম ও কাসেমের) বিয়োগ সম্বন্ধ ঘটাচ্ছে। নতুবা, নাহয়, নয়তো শব্দগুলো বিয়োজক অব্যয়।

গ. সংকোচক: তিনি বিদ্বান, অথচ সৎ ব্যক্তি নন। এখানে 'অথচ' অব্যয়টি দুটি বাক্যের মধ্যে ভাবের সংকোচ সাধন করেছে। কিন্তু, বরং শব্দগুলোও সংকোচক অব্যয়।

ঘ. সাপেক্ষ যোজক : পরস্পর নির্ভরশীল যে যোজকগুলো একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে বাক্যে ব্যবহৃত হয় তাদের সাপেক্ষ যোজক বলে। যেমন– যদি টাকা দাও তবে কাজ হবে।

১০। উপসর্গের অর্থবাচকা নেই কিন্তু অর্থদ্যোকতা আছে ব্যখ্যা কর।

উত্তর: কৃদন্ত শব্দের আগে বসে শব্দগুলোর অর্থ সংকোচন, প্রসারণ বা অন্য কোনো পরিবর্তন সাধন করে থাকে, তাদের বাংলায় উপসর্গ বলে। যেমন : আগমন, পরিদর্শন, উপবন ইত্যাদি। উপসর্গের কোন অর্থবাচকতা নেই, অর্থদ্যোতকতা আছে মাত্র। এগুলো নাম শব্দ বা কৃদন্ত শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে যদি স্বাধীনভাবে থাকে, তাহলে এদের কোনো অর্থ হয় না। আর যদি নাম শব্দ বা কৃদন্ত শব্দ কোনো একটির সঙ্গে যুক্ত হয়, তবেই এগুলো আশ্রিত শব্দকে অবলম্বন করে বিশেষ বিশেষ অর্থদ্যোতকতা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন : বি + হার = বিহার, আ + হার = আহার, উপ + হার = উপহার ইত্যাদি।

১১। বিশেষ্য কাকে বলে? বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা কর।

উত্তর: কোন কিছুর নামকে বিশেষ্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত যেসব পদ দ্বারা স্থান, কাল,জাতি, কর্ম, ভাব এবং গুণের নাম বোঝায় সেগুলোকে বিশেষ্য বা নাম পদ বলে।যথা-করিম, হাবিব, বাঙালি, ইংরেজি।

বিশেষ্যের শ্রেণিবিভাগ:

বিশেষ্য পদ নিম্নোক্ত সাত ভাগে বিভক্ত। যেমন-

ক. সংজ্ঞা বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো একটি ব্যক্তি, স্থান, নদী, পর্বত, দেশ, শহর, গ্রাম, পুস্তক, সৌধ প্রভৃতির নাম বোঝায়, তাকে সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: 'নজরুল, শেলি, বাংলাদেশ, ইলিয়াড, তাজমহল ইত্যাদি।

খ. সাধারণ বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো একজাতীয় প্রাণী, বস্তু বা বিষয়ের সকলকে বা প্রত্যেককে বোঝায়, তাকে সাধারণ বা জাতিবাচক বিশেষ্য বলে। যেমন: ফুল, ফল, বই, গরু, মানুষ, বাঙালি, মুসলমান, বেল, নক্ষত্র, কোকিল ইত্যাদি।

গ. বস্তু বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো বস্তু বা দ্রব্যকে বোঝায় যা গণনা বা পরিমাপ করা যায়, তাকে বস্তু বিশেষ্য বলে।যেমন: দুধ, পানি, ওষুধ, বই, সোনা, লোহা, কলম, গাছ, পাথর, বাতাস ইত্যাদি।

ঘ. ক্রিয়া বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দ্বারা ক্রিয়ার ভাব বা কাজের ভাব প্রকাশিত হয়, তাকে ক্রিয়া বিশেষ্য বলে। যেমন: ঘুমানো, রান্না, দর্শন, গমন, শয়ন, পড়া ইত্যাদি।

ঙ. সমষ্টি বিশেষ্য: যে বিশেষ্য দ্বারা কিছুসংখ্যক ব্যক্তি বা প্রাণীর সমষ্টিকে বোঝায়, তাকে সমষ্টি বিশেষ্য বলে। যেমন: দল, বাহিনী, ঝাঁক, জনতা, সভা, সমিতি, সংঘ, পাল, পঞ্চায়েত ইত্যাদি।

চ. বিশেষণজাত বা গুণ বিশেষ্য: যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো বস্তুর দোষ বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে বিশেষণজাত বা গুণ বিশেষ্য বলে। যেমন: তারুণ্য, সৌন্দর্য, বীরত্ব, তিক্ততা, মধুরতা, তারল্য, সৌরভ, যৌবন ইত্যাদি।

ছ. ভাব বিশেষ্য: নির্বস্তুক অবস্থা, মনোগত ভাব ইত্যাদির নাম বোঝায়। যেমন: ইচ্ছা, আনন্দ, দুঃখ, শান্তি, রাগ,পাপ, পুণ্য ইত্যাদি।

বানান শুদ্ধকরণ

বিএমটি - ২০২৪

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
অতিথী	অতিথি
পিপিলীকা	পিপীলিকা
সমিচীন	সমীচীন
শ্বাশত	শাশ্বত
প্রাণীবিদ্যা	প্রাণিবিদ্যা

বিএমটি - ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
ব্যার্থ	ব্যর্থ
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
মনিষী	মনীষী
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
শান্তনা	সান্ত্বনা

বিএমটি - ২০২২

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
মুমুর্ষু	মুমূর্ষু
স্বরসূতি	সরস্বতী
পিপিলিকা	পিপীলিকা
উজ্জল	উজ্জ্বল
জিবিকা	জীবিকা
পাষান	পাষাণ

এইচএসসি ভোকেশনাল-২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
অনুবাদিত	অনূদিত
সুনামধন্য	স্বনামধন্য
আশীষ	আশিস

ঢাকা বোর্ড - ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
সম্বর্ধনা	সংবর্ধনা
আবিস্কার	আবিষ্কার
শুশ্রুষা	শুশ্রূষা
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা
বয়ঃজেষ্ঠ্য	বয়োজ্যেষ্ঠ
মুহুত	মুহূর্ত
মনিষী	মনীষী
সুষ্ট	সুষ্ঠু
ঐক্যতান	ঐকতান
বাল্মিকী	বাল্মীকি
শ্রদ্ধাঞ্জলী	শ্রদ্ধাঞ্জলি
পৈত্রিক	পৈতৃক
প্রতিদন্দ্বি	প্রতিদ্বন্দ্বী

দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

প্রদত্ত শব্দ	শুদ্ধ বানান
বিদ্যান	বিদ্বান
পিপিলিকা	পিপীলিকা
বাল্মিকি	বাল্মীকি
স্নেহশিস	স্নেহাশিস
শান্ত্বনা	সান্ত্বনা
সমিচিন	সমীচীন
মুমুর্ষ	মুমূর্ষু
সুষ্ঠ	সুষ্ঠু
সর্বশান্ত	সর্বস্বান্ত
আকাংখা	আকাঙ্ক্ষা

ধংস	ধ্বংস

বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও শুদ্ধ প্রয়োগ

বিএমটি - ২০২৪

অশুদ্ধবাক্য : সব পাখিরা উড়ে গেল।
শুদ্ধবাক্য : সব পাখি উড়ে গেল।

অশুদ্ধবাক্য : বিদ্যানকে শ্রদ্ধা করো।
শুদ্ধবাক্য : বিদ্বানকে শ্রদ্ধা করো।

অশুদ্ধবাক্য : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ।
শুদ্ধবাক্য : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ।

অশুদ্ধবাক্য : আমার টাকার আবশ্যক নাই।
শুদ্ধবাক্য : আমার টাকার আবশ্যকতা নাই

অশুদ্ধবাক্য : মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ।
শুদ্ধবাক্য : মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ।

বিএমটি - ২০২৩

অশুদ্ধবাক্য : অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা।

শুদ্ধবাক্য : অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা।

অশুদ্ধবাক্য : অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার।

শুদ্ধবাক্য : অন্নাভাবে ঘরে ঘরে হাহাকার।

অশুদ্ধবাক্য : আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি।

শুদ্ধবাক্য : আমি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

অশুদ্ধবাক্য : তিনি স্বস্ত্রীক ঢাকায় বাস করেন।

শুদ্ধবাক্য : তিনি সস্ত্রীক ঢাকায় বাস করেন।

অশুদ্ধবাক্য : বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল রাষ্ট্র।

শুদ্ধবাক্য : বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্র।

অশুদ্ধবাক্য : বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।

শুদ্ধবাক্য : বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

অশুদ্ধবাক্য : রহিম ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠতম/তর।

শুদ্ধবাক্য : রহিম ছেলেদের মধ্যে কনিষ্ঠ।

অশুদ্ধবাক্য : আপনি সদাসর্বদা জনগণের মঙ্গল চেয়েছেন।

শুদ্ধবাক্য : আপনি সর্বদা/সব সময় জনগণের মঙ্গল চেয়েছেন।

অশুদ্ধবাক্য : আপনি জনগণের হয়েও তাদের পক্ষে সাক্ষী দেননি।

শুদ্ধবাক্য : আপনি জনগণের হয়েও তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেননি।

অশুদ্ধবাক্য : ঘটনাটি শুনে আপনি তো উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিলেন।

শুদ্ধবাক্য : ঘটনাটি শুনে আপনি তো উদ্বেল হয়েছিলেন।

অশুদ্ধবাক্য : বাসের ধাক্কায় তিনি চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

শুদ্ধবাক্য : বাসের ধাক্কায় তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

অশুদ্ধবাক্য : আপনার এলাকার উন্নয়নের জন্য আপনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করেছেন।

শুদ্ধবাক্য : আপনার এলাকার উন্নয়নের জন্য আপনি দিবারাত্র/দিনরাত পরিশ্রম করেছেন।

অশুদ্ধবাক্য : আমাদের প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করেছেন নর-নারীর বৈষম্য দূর করতে।

শুদ্ধবাক্য : আমাদের প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করেছেন নর-নারীর ক্সবষম্য দূর করতে।

অশুদ্ধবাক্য : শুধু নিজের না, দেশের উৎকর্ষতা সাধন করা প্রত্যেকেরই উচিত।

শুদ্ধবাক্য : শুধু নিজের না, দেশের উৎকর্ষ/উৎকৃষ্টতা সাধন করা প্রত্যেকেরই উচিত।

অশুদ্ধবাক্য : বেশি চাতুর্যতা দেখাতে গিয়ে শেষে নিজেই দল থেকে বাদ পড়লেন।

শুদ্ধবাক্য : বেশি চাতুর্য/চতুরতা দেখাতে গিয়ে শেষে নিজেই দল থেকে বাদ পড়লেন।

অশুদ্ধবাক্য : তার কথার মাধুর্যতা নাই।

শুদ্ধবাক্য : তার কথার মাধুর্য বা মধুরতা নাই।

অশুদ্ধবাক্য : ঢাকা দিন দিন তার ভারসাম্যতা হারিয়ে ফেলছে।

শুদ্ধবাক্য : ঢাকা দিন দিন তার ভারসাম্য/ভারসমতা হারিয়ে ফেলছে।

অশুদ্ধবাক্য : অন্য কোন উপায়ঙ্ত্ম না দেখে তারা গুলি ছুড়তে লাগল।

শুদ্ধবাক্য : অন্য কোন উপায় না দেখে তারা গুলি ছুড়তে লাগল।

অশুদ্ধবাক্য : সে ক্যান্সারজনিত কারণে মারা গিয়েছে।

শুদ্ধবাক্য : সে ক্যান্সার/ক্যান্সারজনিক রোগে মারা গিয়েছে।

অশুদ্ধবাক্য :ঢাকার সে.ন্দর্যতা বৃদ্ধিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

শুদ্ধবাক্য : ঢাকার সে.ন্দর্য বৃদ্ধিতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।

অশুদ্ধবাক্য : অনুমতি ছাড়া কারখানায় ঢুকা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

শুদ্ধবাক্য : অনুমতি ছাড়া কারখানায় ঢুকা আইনত দণ্ডনীয়/আইনত অপরাধ।

অশুদ্ধবাক্য : এত বড় মানুষ হয়েও আপনার সে.জন্যতার কমতি নাই।

শুদ্ধবাক্য : এত বড় মানুষ হয়েও আপনার সে.জন্যের/সুজনতার কমতি নাই।

অশুদ্ধবাক্য : শহীদুলস্নাহ কায়সার এবং মুনীর চে.ধুরী দুজনই দেশের জন্য প্রাণ দিলেন।

শুদ্ধবাক্য : শহীদুলস্নাহ কায়সার ও মুনীর চে.ধুরী দুজনই দেশের জন্য প্রাণ দিলেন।

অশুদ্ধবাক্য : আগুনের দ্বারা নিভে গেছে কতগুলো প্রাণ।

শুদ্ধবাক্য : আগুনে নিভে গেছে কতগুলো প্রাণ।

রচনা সমগ্র

১। পদ্মা সেতু।

২। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৩। কারিগরি শিক্ষা ও স্মার্ট বাংলাদেশ

৪। কারিগরি শিক্ষা/ কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব/ বেকার সমস্যা সমাধানে কারিগরি শিক্ষা।

৫। শ্রমের মর্যাদা ।

৬। অধ্যবসায় ।

৭। সময়ের মূল্য।

৮। বেকার সমস্যা ও প্রতিকার।

৯। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

১০। মাদকাসক্তি ও তার প্রতিক।

১১। স্বদেশপ্রেম।

১২। তুমার জীবনের লক্ষ্য/ উদ্দেশ ।

১৩। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি।

১৪। মানব কল্যাণে বিজ্ঞান।

১৫। ঋতু ক্সবচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ/বাংলাদেশের ষড়ঋতু।

১৬। তোমার প্রিয় শখ।

১৭। সংবাদপত।

১৮। কম্পিউটার।

১৯। যান।

২০। কর্ণফুলী টানেল।

২১। সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা।

এইচএসসি বিএমটি গাইড বই